ইংরাজের কথা

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"

রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরী।

K. V. Seyne & Bros.

ইংরাজের কথা

(Readings from Indian History : British Period)

প্রথম খণ্ড

Works by Prof. JADUNATH SARKAR, M.A., P.R.S.

1. **History of Aurangzib Vols. 1 & 2. Rs. 3/8 each.**
2. **Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays. Rs. 1/8.**
3. **India of Aurangzib. Rs. 2/8.**
4. **Economics of British India. Rs. 3/-**

ইংরাজের কথা

(*Readings from Indian History : British Period*)

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স, মোরাদপুর (পাটনা)।

১৩২০

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীশঃ

রাজভক্ত

মাননীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীমবাজারাধিপতিকে

রাজার-কথা—"ইংরাজের-কথা"র

প্রথম খণ্ড

উৎসর্গীকৃত

করা হইল।

নিবেদন।

ইংরাজীতে "Readings from History" আছে। বঙ্গভাষায় ঐ প্রকার ইতিহাস ও সাহিত্যের সমাবেশ করিয়া কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজ আমাদের রাজা; সুতরাং, প্রত্যেকের বিস্তৃত ভাবে ইংরাজ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতৃগণের ও প্রতিষ্ঠা-কালের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ ইতিহাস অপেক্ষা এ পুস্তকে এই সকল বিষয়ের বিষদ বর্ণনা দৃষ্ট হইবে।

পূজনীয়া "ভারতী" সম্পাদিকা কয়েকখানি ও সুপ্রসিদ্ধ কে, ভি, সেন ব্রাদার্স একখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 'ইংরাজের কথা'র অন্তর্গত কয়েকটী প্রবন্ধ "ভারতী"তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময়ে সম্পাদিকা মহাশয়া ভাষা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। সে জন্যও তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহোদয়গণ গ্রন্থখানি আমূল পাঠ করিয়া দিয়াছেন; সেজন্য আমি ইঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রথমোক্ত অধ্যাপক প্রবর কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

যাঁহারা আমাকে এই গ্রন্থে চিত্র সন্নিবেশিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদের এই অবসরে ধন্যবাদ দিতেছি।

যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারই শ্রীহস্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রদত্ত হইল।

যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি বহুব্যয়ে প্রকাশিত হইল, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই শ্রম সকল জ্ঞান করিব।

পাটলিপুত্র, শ্রাবণ, ১৩২০।

অতিরিক্ত পত্র।

কয়েকটী স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ আছে—চিত্রসূচীতে "অনুমত্যানু-সারে" কথাগুলি অনুমত্যনুসারে হইবে এবং পূর্ব্বাভাষে 'cloaves' না হইয়া 'cloves' হইবে।

৪ পৃষ্ঠায়, মনুর সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বুলার প্রমুখ মনীষিগণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনুর সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২০ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনে ১৫৫৭ না হইয়া ১৫৭৫ হইবে।

৩০ পৃষ্ঠায় পাদটীকাস্থ "গোসলখানা" সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "বাদসাহের গোপনীয় মন্ত্রণাগারের নাম "ঘুসলখানা" অর্থাৎ স্নানাগার ছিল; কারণ, আকবরের স্নানা-গারের স্থানে ঐ মন্ত্রণাগার পরে নির্ম্মিত হয়।"

৩১ পৃষ্ঠায় রাজকুমার খুরুম বা খুর্‌রম্‌ পরে সাহজাহান নামে খ্যাত।

৩৭ পৃষ্ঠায় "বিদায় গ্রহণ না করিয়াই" হইবে।

৪৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা সম্বন্ধেও অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে "বাদশাহের পুত্রদের লিখিত পত্রের নাম "নিশান" ছিল।

৬৮ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারায় "চতুর্থ" উইলিয়াম না হইয়া "তৃতীয়" হইবে।

সূচী

চিত্রসূচী।

৯। ফেরোকসায়ার-পত্নী—এখানির কথা পূর্ব্বোক্ত চিত্রে লিখিত হইয়াছে।

১০। হলওয়েল—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার এই চিত্রখানি গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে প্রদত্ত হইল। এই চিত্রখানি মহামান্য বড়লাটের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে ছিল।

১১। স্পীকের সমাধিস্থল—St. John's Churchyard এ স্থিত এই সমাধির চিত্র পূর্ব্বোল্লিখিত ফার্ম্মিঞ্জার মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে গৃহীত হইল।

১২। কোম্পানীর দেওয়ানী—এই চিত্রখানির মালিক বিলাতের ব্লাকি এণ্ড সন্সের্ অনুমত্যানুসারে গৃহীত হইল। ব্লাকি কোম্পানীর একখানি বহু মূল্যবান চিত্র হইতে আমাদের এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বাভাষ

প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য
ও
ভারতবর্ষে বৈদেশিকের আগমন।

"Vasco de Gama, a nobleman of your household, has visited my kingdom and has given me great pleasure. In my kingdom there is abundance of cinamnon, cloaves, ginger, pepper and precious stones in great quantities. What I ask from thy country is gold, silver, coral & scarlet".

(Zamorin's letter to the King of Portugal)

বৈদিককালের সামগান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভূগার পুত্র হতভাগ্য ভুজ বাণিজ্যব্যপদেশে যেখানে জল হইতে স্থল দেখা যাইত না, সেরূপ স্থলেও যাতায়াত করিতেন। (পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা")* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন, বেদের অনেকস্থলে তাহার উল্লেখ আছে। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক দৃষ্টে বোধ হয় যে, বরুণদেব আকাশচারী পক্ষী ও সমুদ্রগামী জাহাজের গতায়াতের পথ অবগত ছিলেন †। অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সমুদ্রের উপাসনা করিতেন। বশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠদেব ও বরুণ নৌকা করিয়া একবার সমুদ্রে গিয়াছিলেন ‡। এই সকল দৃষ্টান্ত-দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আদিম হিন্দুগণ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন এবং তৎকালে সমুদ্র-যাত্রায় কোন বাধা ছিল না।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য

মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়স্থ ১৫৭ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, যে স্থলে টাকা কর্জ্জ দিলে টাকা আদায়ের কিছুই নিশ্চয়তা নাই, সেই সকল টাকার সুদ, যে সকল ব্যক্তি সমুদ্র-যাত্রায় অভ্যস্থ, তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, মনুর সময়েও হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ

মনু সংহিতা

* "A History of Civilisation in Ancient India" by Romesh Chandra Dutt C. I. E., Kegan Paul, Trench, Trubner &Co.

† সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবনও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় নাবিকগণ পক্ষীর গতি-দৃষ্টে সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন। "The Chinese & Indian navigators were conducted by the flight of birds" (Gibbon: Fall & Decline of the Roman Empire. Vol III, Chapter XLI).

‡ ১।১১৬, ৩ এবং ৪। ; ৪।৫৫, ৫৬। ৭।৮৮, ৩।

সমুদ্র যাত্রা করিতেন *। মনুকে যদি আমরা খৃষ্টের জন্মের দশ শতাব্দী পূর্ব্বে স্থান দান করি, তাহা হইলেও আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে, ইহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত

যিশুখৃষ্টের জন্মের পঞ্চবিংশ কি ত্রিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফিনিসিয়ান জাতি যে পথে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থলপথ দিয়াই পণ্যাদি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। পূর্ব্বাঞ্চলের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এই পথ দিয়াই জর্ম্মানি ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় পৌছিত †। এই প্রসঙ্গে এলফিনষ্টোন সাহেবও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মনুর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয়েরা ভূমধ্যসাগরান্তর্গত বন্দরাদির সহিত বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার মতে, তাঁহারা সমুদ্রপথে কি স্থলপথে গতায়াত করিতেন, তাহাই নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তাঁহারা যে পথেই গমনাগমন করুন না কেন, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশ সমূহের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল ‡।

* "As the word used in the original for *Sea* is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established, that the Hindus navigated the Ocean as early as the age of the code." (Elphinstone)

† ("By it also the eastern arts of pottery, ivory-turning, glass-making, enamelling, and wood-carving were at last carried into the remotest recesses of Germany and Scandinavia, and profoundly influenced the primitive civilizations of those countries. The appearance among the pre-historic remains of Swit-zerland and Denmark of arms and implements of bronze, in succession to spears and arrowheads of flint, generally affirmed to be one to the displacement of the primaeval savage tribe of the west by the immigration of a new race of a higher civilisation from the east." (Birdwood : Reports of the Old records of the India Office). ইহার সার উল্লিখিত হইয়াছে।

‡ "It seems not improbable that it was in the hands of the Arabs and that part crossed the narrow sea from the coast on the west of Sind to Muscat, and then passed

বাইবেলে ভারতীয় দ্রব্যাদির উল্লেখ

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের মূল্যবান বাণিজ্য-সম্ভার পুরাকালের সকল দেশবাসীকেই প্রভূত পরিমাণে প্রলুব্ধ করিত। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থ পথ আবিষ্কারে যে সকল জাতি সচেষ্টিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ইহুদীগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। জেনেসিসের ৩৭ অধ্যায়ের ২৫, ২৮ এবং ৩৬ প্যারাগ্রাফে আমরা এই বিষয়ের বিশেষ-রূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ-জাত নানারূপ দ্রব্যাদি নরপতি সলোমানের দরবারে শোভা পাইত। বাইবেল পাঠে * স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষ-জাত অনেক পণ্য ফিনিসিয়ান এবং ইহুদী বণিক্‌দিগের দ্বারা তথায় নীত হইত। অনেকগুলি হিব্রু কথার উৎপত্তি আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, সে গুলির ভারতীয় শব্দ হইতেই ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। রাজা সলোমনের কপি, ময়ূর এবং চন্দনকাষ্ঠ সমস্তই ভারত হইতে নীত হইয়াছিল। রাজা হিরামের † জাহাজের বোঝাই মাল মধ্যে আমরা যে সমস্ত পণ্যাদি দেখিতে পাই, তাহা সমস্তই ভারতীয়। কেবল যে দ্রব্য-বাচক কতকগুলি শব্দ হিব্রু ভাষান্তরিত হইয়াছিল, তাহা নহে,—বস্তুতঃ বাইবেলে উল্লিখিত অফীর ‡ নামক স্থান যে মালাবার কূলেই অবস্থিত ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, ভারতীয় বণিক্‌গণ জাহাজে করিয়া সিন্ধুনদ হইতে বোম্বাই বন্দরে এই সমস্ত পণ্য প্রেরণ করিতেন এবং বোম্বাই হইতে ফিনিসিয়ান ও অন্যান্য জাতিরা এই সকল দ্রব্য জেরুজালেমে পৌছাইয়া দিতেন।

ইহুদী বণিক্ ও ভারতবর্ষীয় পণ্য

খৃষ্টের জন্মের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে নেবুচাদনেজর § ইহুদীদিগের নগর ধ্বংশ করিলে ইহুদী জাতীয় কয়েকজন বণিক্ নেবুচাদনেজরের সহিত বেবিলনে আগমন করেন। জনপরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়াও তাঁহারা সমভাবে তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিলেন। নরপতি নেবুচাদনেজর এইসকল বণিক্‌দিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং

through Arabia to Egypt and Syria ; while another branch might go by land or along the coast to Babylon and Persia." (Elphinstone) ইহার মর্ম্মও যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

* 1. Kings x. 22.

† King Hiram of the Old Testamaent.

‡ Ophir.

§ Nebuchaddnezar.

ইঁহারাও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া শীঘ্রই অত্যন্ত ধনশালী হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত ব্যাবিলনের অধিকতর ঘনিষ্টতা হওয়াতে, এই সকল ইহুদী বণিক্‌গণ ভারতীয় পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হইতে লাগিলেন। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগের জনবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। ইঁহাদেরই অনেকে ক্রমে ক্রমে পারস্য ও সিরিয়ায় বসবাস আরম্ভ করিলেন, এবং মালাবার উপকূল ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদেরই বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে কোচিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ঠিক কোন সময়ে ইঁহারা স্থায়িভাবে কোচিনে বাস আরম্ভ করিলেন, তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু কোচিনে ইঁহাদের যে দেবমন্দির রহিয়াছে, তাহার খোদিত-তাম্রলিপি দৃষ্টে বোধগম্য হয় যে, এই সকল বণিক্‌গণ নেবুচাদনেজারের রাজত্বের শেষভাগে এতদ্দেশে আগমন করেন। এই সকল বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা সংখ্যায় তখন দ্বিসহস্র ছিলেন, তাঁহারা তত্রস্থ জামোরিনের দ্বারা বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছামত নিজ ধর্ম্ম-যাজনা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহুদীগণ তথায় মন্দির নির্ম্মাণ ও দেবতা-প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া নিজেদের শাসনভার এই শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত করেন।

গ্রীক গ্রন্থকার ও ভারতীয় বাণিজ্য

হোমর নামক মহাকাব্য-প্রণেতা কবির গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, স্পার্টা-রাজ মেনেলিয়সের শয়নকক্ষে ভারতবর্ষ-জাত হস্তিদন্তের কারু-কার্য্য-সমন্বিত পালঙ্ক ছিল। গ্রীক ভাষায় হস্তীর কোন প্রতিশব্দ ছিল না এবং সেই জন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরডটসের যখন প্রথম হস্তী-দর্শন সৌভাগ্য ঘটে, তখন তিনি তাহাকে "গজদন্ত" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণেও অনেক সংস্কৃত শব্দ গ্রীকদেশীয় ভাষায় পাওয়া যায় এবং ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভূক্ত কারকাই নামক স্থানের নাম গ্রীসদেশীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কারকাই সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং তখন এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তার আমদানি হইত।

গ্রীক গ্রন্থকার আরিয়ান

কতিপয় গ্রীক-গ্রন্থকারগণের মতে আদিম ভারতবাসিগণ কেবল নদী-পথ দিয়াই বাণিজ্যাদি করিতেন। তবে তাঁহারা যে পোতাদি নির্ম্মাণে

দক্ষ ছিলেন, তাহা উপর্য্যুক্ত গ্রন্থকারগণ স্বীকার করেন। আরিয়ান নামক গ্রীক-গ্রন্থকার * ভারতীয় জাতি সমূহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকালে বলিয়াছেন যে, জাহাজ প্রস্তুতকারক ও নাবিকগণই চতুর্থ-শ্রেণী-ভুক্ত এবং এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ নদী-পথে গমনাগমন করে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তৎকালে সমুদ্রে পোতবাহী নাবিক ছিল না। আলেকজান্দারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু হইতে ইউফ্রেটীস পর্য্যন্ত জলপথে গমনকালীন নিয়ার্কাস অতি অল্পসংখ্যক মৎসতরী ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নৌকা দেখেন নাই। নিয়ার্কাস সিন্ধু-তীরেও অধিক নৌকা দেখেন নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের জন্য ব্যবহৃত বৃহৎ রণতরীগুলি তাঁহাকে নিজেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং এই সকল রণতরীসমূহ পরিচালনার জন্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ নাবিক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

নিয়ার্কাস

মাসিডনাধিপতি আলেকজান্দারের অভিযানের অন্য যে ফলই হউক না কেন, ইহাতে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক বেভারিজ † সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে যাঁহারা নানাদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বৃদ্ধির পথ বিস্তার করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের অভিযানের ফলেই উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মিশরের বাণিজ্য-সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়াছিল। এই অভিযানের পরোক্ষ ফলেই রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে গ্রীক-দূত মেগস্থেনিস প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে সখ্য-স্থাপন হইয়াছিল। নিয়ার্কাস যাহাই বলুন, সোন নদীর তীরবর্ত্তী লুপ্তপ্রায় প্রস্তরের বাঁধ এখনও বৃহৎ বন্দরের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন যে, যখন নিয়ার্কাস সিন্ধুতীরস্থ অধিবাসীবৃন্দের

মেগস্থেনিস

---

* "প্রাচীন ভারত" নামক গ্রন্থাবলীতে আরিয়ানের বর্ণনা প্রকাশিত হইতেছে।

† "It is impossible to deny that conquerors were often in early times pioneers of civilisation, commerce following peacefully along their bloody track and compensating for their devastation by the blessings which it diffused". (Beveridge: A Comprehensive History of India.)

বাণিজ্যের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া ভারতবাসীদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তখন গঙ্গাগর্ভে বৃহৎ বৃহৎ নৌকার আদৌ অভাব ছিল না।

অর্থশাস্ত্র

চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' পাঠে আমরা তৎকালীন ভারতের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। অর্থশাস্ত্রের প্রথম কল্পের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে * দৃষ্ট হয় যে, চাণক্য বাণিজ্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যাঁহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। যে সকল নাবিক ও সার্থবাহ বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, তাঁহাদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন, অন্যথা, তাঁহারা বিক্রেয় পণ্যে লাভবান হইতে পারিবেন না"। এই অধ্যায়ের অনুস্থলে নীতিজ্ঞ চাণক্য রাজকীয় পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিতে হইলে কি প্রথা অবলম্বন করা উচিত তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের অন্যত্র জাহাজের অধ্যক্ষ এবং সার্থবাহের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাণিজ্য-বহুল দেশ না হইলে চাণক্য নিজ পুস্তকে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ করিতেন না।

গ্রীক দেশীয় গ্রন্থকার আগাথারকাইডিস

খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আগাথারকাইডিস নামক একজন গ্রীসীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহের সহিত মিশর এবং দক্ষিণ আরবের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ইমেন বন্দরে জাহাজ যাতায়াত করিত।

পেরিপ্লাস

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা পেরিপ্লাস † নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত হইতে পারি। এই গ্রন্থকার লোহিত সাগর ও আরবদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রতীরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধুতীর হইতে কমরিণ অন্তরীপ দিয়া করমণ্ডল উপকূলের বৃত্তান্ত এবং তৎসহ এই সকল স্থানের বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রত্যেক বিষয়ই বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি পারস্যোপসাগর হইয়া ও আরব দেশ দিয়া লোহিত সমুদ্রে যাতায়াত করিত এবং মিশর হইতে গ্রীক বণিক্‌গণ লোহিত সাগর হইয়া মালাবার কূলে

---

* অর্থশাস্ত্র প্রথম কল্প, ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "Periplus of the Erythraean Sea" নামক অজ্ঞাত গ্রন্থকারের গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থ "প্রাচীন ভারত" গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত হইয়া অনুবাদিত হইতেছে।

আসিত। ভারতবর্ষের উপকূলে ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত, এবং যে সকল জাহাজ সিন্ধু নদ দিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিত, তাহাদের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য নদ-মুখে অনেক নৌকা অপেক্ষা করিত। অনেকগুলি মৎস্য-তরী পরিচালকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বরোচের দক্ষিণে অনেক বন্দর ছিল এবং বঙ্গোপসাগর হইয়া অনেক বড় বড় নৌকা সুমাত্রা এবং মালয় দ্বীপে যাতায়াত করিত। পেরিপ্লাস পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, যদিও নিয়ার্কাস সিন্ধু নদে নৌকা দেখিতে পান নাই, কিন্তু, সেই সময় গঙ্গাবক্ষে বহুসংখ্যক নৌকা বাণিজ্যব্যপদ্দেশে নিযুক্ত থাকিত। তখন যে দাক্ষিণাত্যেও অনেকে যাতায়াত করিতেন, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপের ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, কলিঙ্গ হইতে অনেক হিন্দু তথায় যাইয়া বাস করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও তথায় অনেক সুন্দর সুন্দর হিন্দু-মন্দির দৃষ্ট হয়।

চৈনিক পরিব্রাজক—ফাহিয়ান

ফাহিয়ান নামক চৈনিক পরিব্রাজক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। যবদ্বীপের সহিত যে ভারতবর্ষের যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল, সে কথা ফাহিয়ান বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউয়েনসিয়াং

অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন সিয়াং * খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিউয়েন সিয়াংয়ের সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটন কাহিনী পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় অধিবাসিগণ বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন।

মিশর

মিশরের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রোমক সম্রাট অরিলিয়াসের সিরিয়া বিজয় হইতেই সিরিয়া ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক লুপ্ত হয়। কিন্তু, মিশরের সহিত বাণিজ্য-বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় হইতে ছিল। বস্তুতঃ, আলেকজান্দারের সময় হইতেই মিশরের সহিত যে বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, টলেমিদিগের সময়ে তাহা আরও ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে। খৃষ্টের জন্মের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রোমকসম্রাট অগষ্টস সীজরের মিশর-বিজয় সম্পাদিত হইলে, এই বাণিজ্য রোমকদিগের হস্তেই পতিত হয়। রোমকগণ এতদিন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্যাদি নানারূপ

(* "প্রাচীন ভারত" গ্রন্থাবলীতে ফাহিয়ান এবং হিউয়েন সিয়াংয়ের চিত্তাকর্ষক বর্ণনার সমগ্রাংস অনুবাদিত হইয়া যন্ত্রস্থ হইতেছে।)

অসুবিধা ভোগ করিয়া পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মিশর করতলগত করিয়া তাঁহারা স্বয়ং বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। এই দুই দেশের সহিত ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণিক্‌গণেরও সাহস বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা পূর্ব্বতন অসুবিধাজনক পথ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ বাবেল-মণ্ডবের উপকূল হইতে সমুদ্র দিয়া বরাবর মালাবার ও গুজরাটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। হিপালাস নামক একজন পোতবাহক সাময়িক বায়ুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বতন পথ পরিত্যাগ করতঃ সমুদ্র মধ্য-দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বের তুলনায় অতি অল্প সময়ে বণিক্‌গণ গতায়াত করিতে সক্ষম হইলেন।

মাইয়স হার্ম্মস

এই সময় হইতে পশ্চিম রোমের পতন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত অব্যাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রতি বৎসর একশত কুড়িখানি জাহাজ মিশরের অন্তঃর্গত মাইয়স হার্ম্মস বন্দর হইতে মালাবার উপকূলস্থ মসিরিস এবং বোরেস বন্দরে পৌছিত এবং তথা হইতে লঙ্কাদ্বীপে যাইত।

লঙ্কা

লঙ্কায় তখন অনেকানেক পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। তখন এই স্থানে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, এবং কর্ণাট হইতে বণিক্‌গণ স্ব স্ব প্রদেশান্তর্গত সূক্ষ্ম এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্ত্রাদি আনয়ন করিত এবং যথেষ্ট ক্রয় বিক্রয়ও সম্পাদিত হইত। রোমকগণ রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ে এতদ্দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া উল্লিখিত একশত কুড়িখানি জাহাজ পণ্য-পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসে লঙ্কা হইতে এই নৌ-বাহিনী রেশম, মসলিন, মসলা, গন্ধদ্রব্য এবং ভারতীয় মূল্যবান মণি মুক্তা আহরণ করিয়া মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এই বাণিজ্যেরই ফলস্বরূপ এখনও দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট পরিমাণে রোমক মুদ্রা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫১ সনে মালাবার উপ-কূলস্থ কানানোর নামক স্থানে প্রভূত রোমক দেশীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং তৎকালীন প্রচলিত অনেক প্রকারের রোমক-মুদ্রা এক্ষণেও মধ্যে ২ পাওয়া যায় *।

---

* মিঃ স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "It is certain that the Pandya State during the early centuries of the Christian eras shared along with the Chera kingdom of Malabar a very lucrative trade with the Roman Empire." (Early History of India.)

আরব-বণিক্

৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে স্থানান্তরিত এবং সঙ্গে ২ রোমের পতন আরম্ভ হইলে লোহিত সাগর এবং মিশরের পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। আলেকজান্ড্রিয়ার সওদাগরগণের বিলাসিতা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার একটী প্রধান কারণ। অন্যতম কারণ এই যে, ঠিক এই সময়েই আরবদিগের মধ্যে বাণিজ্যলিপ্সা বলবৎ হইয়া পড়ে। আরবদেশীয়েরা পূর্ব্ব হইতেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা হজরৎ মহম্মদ প্রচারিত ইসলামিয়াধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অন্যান্য সকলকে এই ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য বিদেশ-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহারই জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে ব্রতী হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন-মানসেই মুসলমানগণ বৎসর বৎসর অনেকগুলি সুসজ্জিত জাহাজ কেবল ভারতবর্ষের সহিতই বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নানা প্রলোভনে মালাবারের হিন্দুরাজাকে বশীভূত করিয়া তাঁহারা মালাবার-উপকূলে বাসস্থান পাইলেন, এবং তত্রস্থ জামোরিনকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। এই প্রকারে আরব-বণিক্গণের বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। মিশরবাসিগণ সুবিধামত দরে ভারতীয় পণ্যাদি পাইতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য নিজেরা বাণিজ্যে বিরত হইলেন।

পারসিক-বণিক্

পারসিকেরা প্রথমতঃ বাণিজ্যাদিব্যাপারে বীতস্পৃহ ছিলেন; কিন্তু বণিক্গণের প্রমুখাৎ পারস্যোপসাগর হইতে মালাবার ও লঙ্কায় যাইবার প্রশস্ত পথ অবগত হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। বৎসর বৎসর তাঁহারা নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া মালাবার প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই নৌবাহিনী নয় দশ দিনে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া, নিজেদের দেশজাত দ্রব্য অথবা অর্থ-বিনিময়ে ভারতীয় সম্ভারসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। এই সকল নৌকা ইউফ্রেটস নদীতীর হইতে আসিরিয়া এবং মেসোপটোমিয়ায় যাতায়াত করিত এবং সেই জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসিগণ বিনা পরিশ্রমে ভারতীয় পণ্যাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে বিপদসঙ্কুল বাণিজ্যপ্রবৃত্তিও তাঁহাদের লুপ্ত হইল।

এই সকল কারণে সপ্তম শতাব্দীতে পারসিক এবং আরবিক বণিক্গণই ভারতীয় বাণিজ্য এক প্রকার একচেটিয়া করিয়া তুলিলেন।

পারসিকেরা রেশমের ব্যবসায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন; তাঁহারা চীনদেশীয় রেশম লঙ্কায় ক্রয় করিয়া অন্যত্র রপ্তানি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কনষ্টান্টিনোপলস্থ সম্রাটদিগের সহিত পারসিকগণের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াতে, তাতারদেশের মধ্য দিয়া গ্রীসে যে রেশম পৌছিত, তাহাও তাঁহারা আটক রাখিয়া এই সকল দ্রব্যাদির মূল্য ইচ্ছা মত বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সম্রাট যাষ্টিনিয়ান নানাবিধ উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। দুইজন যতি প্রচারকার্য্যে চীন ও ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া গুটীপোকা রক্ষণ এবং কি উপায়ে গুটীপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হয় তাহাও শিক্ষা করেন। ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যাষ্টিনিয়ানকে এই বৃত্তান্ত অবগত করিলে, সম্রাট পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে চীনে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর চীনে বাস করিয়া ও উত্তমরূপে রেশম প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিয়া, কয়েকটী গুটীপোকার ডিম শূন্যগর্ভ বেতের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সকল ডিমগুলি কৃত্রিম উপায়ে ফুটান হইল এবং তুঁতবৃক্ষের কচি পাতা দ্বারা পোকাদের প্রতিপালন করা হইতে লাগিল। ইহাদের পর্য্যবেক্ষণ-কল্পে প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং পরে, সম্রাট, পিলোপনিসাস এবং আরও কয়েকটী গ্রীসীয় দ্বীপে রেশম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করিলেন। এইরূপে গ্রীস ও রোমে চীনদেশীয় রেশমের চালান বন্ধ হওয়াতে পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত রোমের বাণিজ্যসম্পর্ক অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। যদিও আরও কিছুদিন যাবৎ হিন্দুস্থানের দ্রব্যসম্ভার মিশর এবং তথা হইতে ইতালি ও গ্রীসে পৌছিতে লাগিল, তত্রাপি, পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর যুদ্ধ বিগ্রহে ক্রমে ক্রমে ইহাও লোপ পাইল।

সম্রাট যাষ্টিনিয়ান

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আরববাসী-দিগকে এক নূতন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে। মহম্মদের মৃত্যুর পরে, ওমর অনেক মুসলমান সৈন্য সহ পারস্যবিজয় এবং তথায় ইসলামধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া খলিপা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে ভারতীয় বাণিজ্য মুসলমানদিগের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া পড়ে। যাহাতে বাণিজ্যের প্রতি লোকের অধিকতর দৃষ্টিপাত হয়, তজ্জন্য এবং বণিক্‌গণকে

উৎসাহিত করিবার জন্য খলিপাগণ বসোরায় বন্দর স্থাপিত করেন। তাঁহাদের উদ্যোগ এবং যত্নেই পারসিকগণ বাণিজ্যে ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ভারতবর্ষীয় পণ্য-বিক্রয়ে বিশেষ লাভ হয় দেখিয়া পারসিকেরা সিরিয়া প্রদেশেও এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খলিপ আমরণ মিশর ও সিরিয়া জয় করিলে, আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক্‌গণ বাইজানসিয়ান রাজত্বের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষেধ প্রাপ্ত হন এবং গ্রীস ও মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়াতে গ্রীস ও ইতালির লোক ভারতীয় পণ্যব্যবহারে কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়ে।

খলিপ আমরণ

যে দুইজন ধর্ম্মযাজক চীন হইতে গুটীপোকা লইয়া কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে, খোরাশানদেশস্থিত অক্সাস নদীতীরে আমল ও আর্কেনজী বন্দরে চীন ও ভারতীয় সকল প্রকার পণ্যই পাওয়া যায়। কনষ্টান্টিনোপলের কয়েকজন বণিক্ তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণকে এই বন্দরে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অক্সাস হইয়া কাস্পিয়ান সমুদ্রপথে সাইরাস নদীতীরস্থ বন্দরে পৌছিয়া পরে পণ্যাদি স্থলপথে ফ্যাসিসে লইয়া যাইতেন। পুনরায় ফ্যাসিস হইতে নৌকায় করিয়া নদী-মুখস্থ নগরসমূহে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে, কৃষ্ণসাগর হইয়া তাঁহারা কনষ্টান্টিনোপলে পৌছিতেন। ইহাতে যথেষ্ট বিপদ ও অসুবিধা ছিল ; কিন্তু তত্রাপি বণিক্‌গণ লাভের আশায় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুই বৎসর এইরূপভাবেই ভারতীয় পণ্যাদি ইউরোপে পৌছিত।

মুসলমানগণ এই সময়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। আফ্রিকার উত্তরাংশ ও স্পেনের অধিকাংশই তাঁহাদিগের করতলগত হইয়াছিল। তাঁহারা মালাবারে উপনিবেশ স্থাপন এবং বঙ্গ, পেগু ও শ্যামে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভিনিসনগরও বাণিজ্যব্যাপারে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে হইতেই ভিনিস, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনষ্টান্টিনোপলের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়াছিল। কিছুদিন পরে ভিনিস, চীন ও ভারত হইতে রেশম ও মশলা আমদানি করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই বাণিজ্য বিশেষ লাভবান হইল।

ভিনিস

ভিনিসের পূর্ব্বেই জেনোয়া এই বাণিজ্যে ব্রতী হইয়াছিল, কিন্তু,

ফ্লরেন্স

যাহাতে জেনোয়া ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে না লিপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ভিনিস চেষ্টার ক্রুটী করে নাই। উভয়ের এইরূপ বিবাদের সময় মেডিসিদের তত্ত্বাবধানে ফ্লরেন্স পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানগণ সিরিয়া ও মিশর জয় করিলে কৃষ্ণসাগর হইয়া জেনোয়াবাসিগণের গতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ভিনিসবাসিগণই ভারতীয় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লন। পরে, সাইপ্রাস ভিনিসিয়ানদিগের হস্তে পড়িলে সাইপ্রাসই বন্দরে পরিণত হয়।

এই সময়ে তুর্কীদিগের অত্যাচারে ইউরোপের অনেক রাজত্ব জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে এবং স্থল পথে ভারতবর্ষীয় পণ্যের আমদানি অসুবিধাজনক হওয়াতে, আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, ভারতবর্ষে পৌছান যায় কি না ইহাই সকলের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজগণ এই পথ আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কোডিগামা জামোরিনের নিকট উপস্থিত হইয়া তদ্দেশবাসীদিগের জন্য বাণিজ্যের সুবিধার প্রার্থনা করিলেন এবং জামোরিনও তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া পর্ত্তুগালাধিপতিকে এক পত্র দিলেন *।

পর্ত্তুগীজগণের আবিষ্কৃত পথানুসরণ করিয়াই ইউরোপের অন্যান্য জাতি ভারতীয় পণ্যের ব্যবসায়ে ব্রতী হইলেন। ইংরাজ এই প্রকারেই ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ, যদিও তাঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ও আমাদের স্বার্থ এক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল এবং আজ, ইংরাজাধিপতি অপত্যনির্ব্বিশেষে আমাদের সকলকে প্রতিপালন ও রাজশ্রীর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।

---

* এই পত্রের কয়েক ছত্র আমরা পূর্ব্বাভাষের প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি।

Seyne

জামোরিনের দরবারে ভাস্কোডিগামা

By Kind permission of Messrs Blackie & Sons

ইংরাজের কথা

ভারতে ইংরাজের পদার্পণ

"The First Englishmen in India" —
Prof. Oaten.

জনশ্রুতি এইরূপ যে, ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপতি য়্যালফ্রেড মালিয়াপুরে ঋষি টমাসের * যে সমাধি আছে তথায় উপাসনাদি করিবার জন্য সিঘেলমাস নামক ইংলণ্ড দেশীয় এক ধর্ম্মযাজককে প্রেরণ করেন। এই জনশ্রুতির মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা নিৰ্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে, প্রবাদ এই যে, সিঘেলমাস কেবল উপাসনাতেই নিযুক্ত না থাকিয়া প্রত্যাগমন কালে প্রচুর পরিমাণে মণিমুক্তা সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উপর্য্যুক্ত ঘটনার প্রায় সাতশত বৎসর মধ্যে শ্বেত-দ্বীপবাসী কোন ব্যক্তির ভারতবর্ষে আগমন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইবার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এক ইংরাজ পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণাদি হইতেই ভারবর্ষের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

ষ্টীফেন্স

(১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে টমাস ষ্টীফেন্স নামক একজন ইংরাজ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ষ্টীফেন্সই প্রথম শ্বেতদ্বীপবাসী যিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কিছুকালের জন্য এতদ্দেশে বসবাস

* প্রবাদ এই যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে টমাস নামক একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বিশপ মেডলিকট "India and the apostle Thomas" নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া এই প্রবাদের আলোচনা করিয়াছেন। মালিয়াপুরে সেণ্ট টমাসের নামে গির্জ্জা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

করেন। ষ্টীফেন্স গোয়া পৌছিয়া সালসিট নামক দ্বীপস্থ জিসুইট কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ষ্টীফেন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি অধ্যাপনায়ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে যে সকল পত্র লেখেন, তাহার কয়েকখানি এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় ঐ সকল পত্রে তিনি কেবল গোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। তত্রাপি ঐ সকল পত্রগুলি তৎকালীন সভ্যসমাজে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে, ষ্টীফেন্সের পত্রই ইংলণ্ডবাসীদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের উপর নিবদ্ধ করে *।

ফীচ ও সঙ্গিগণ

ষ্টীফেন্সের এতদ্দেশে আগমনের চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জনৈক বণিক্ মাষ্টার রাল্‌ফ্ ফীচ ভ্রমণার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ফীচের সঙ্গে লণ্ডনের অন্যতম বণিক্ জন নিউবেরী, জহুরী উইলিয়ম লিডস্, এবং চিত্রকর জেমস্ ষ্টোরিও আগমন করেন। পর্য্যটক হিসাবে ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণই "ভারতবর্ষে প্রথম ইংরাজ" পদবাচ্য হইতে পারেন। ফীচ ও তাঁহার সহযাত্রিগণ "টাইগার অব লণ্ডন" † নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া প্রথমে ত্রিপোলী পৌছেন। ত্রিপোলী হইতে অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করিয়া ডিউয়ে উপস্থিত হন। ডিউ তখন পর্টুগীজদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল এবং এই বন্দরে অনেক পণ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত। ডিউ হইতে তাঁহারা অন্য কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া চৌল নামক বন্দরে পৌছেন। তখন এই বন্দরে মসলা, ঔষধ, রেশম, চন্দনকাষ্ঠ, হস্তিদন্ত এবং চিনির আমদানী রপ্তানী হইত। এইস্থানে ফীচ তাল বৃক্ষ দেখেন। তাল-বৃক্ষের বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাতে সকল সময়েই ফল পাওয়া যায় এবং এই বৃক্ষ হইতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাতে মদ, তৈল, চিনি, দড়ী, জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহার পাতা হইতে গৃহের আচ্ছাদন ও মাদুর প্রস্তুত হয়। ইহার শাখা দ্বারা গৃহের অন্যান্য আসবাব প্রস্তুত হয় এবং কাষ্ঠ দ্বারা জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ফীচ অধিবাসী

ডিউ

চৌল

* "His letters to his father are said to have roused great enthusiasm in England to trade directly with India"—Sir George Birdwood—"Report on the old records of the India Office".

† "Tiger of London."

দিগকে গোপূজায় ব্রতী এবং গোময় দ্বারা গৃহলেপনে প্রবৃত্ত দেখিয়াছিলেন। (তাহারা পশুহত্যা দূরে থাকুক, উকুন পর্য্যন্ত মারিত না। চৌলের অধিবাসীরা শাকশব্জী ও দুগ্ধ দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখন ঐ প্রদেশে সতীদাহ হইত এবং শবকে প্রোথিত না করিয়া দাহ করা হইত। শব-দাহের কারণ সম্বন্ধে ফীচ বলিয়াছেন যে, অধিবাসীদের মতে মৃতদেহ প্রোথিত করিলে, মৃতদেহে অনেক কীট জন্মিবে; যতদিন মৃতদেহ থাকিবে, ততদিন এই সকল কীটের আহারের অভাব থাকিবে না। কিন্তু, কীটের মৃতদেহ ভক্ষণ শেষ হইলে, তাহাদের আহার্য্যের অভাব হইবে এবং উহাতে পাপ হইবে। সুতরাং, তাহারা মৃতদেহ দাহন করে।)

গোয়া

(গোয়া তখন পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান নগর ছিল। তাহাদের রাজ-প্রতিনিধি গোয়ায় অবস্থিতি করিতেন। ইংরাজ পর্য্যটকগণ গোয়া পৌছিবা মাত্র, গুপ্তচর বোধে তাঁহাদের কয়েকজনকেই কারারুদ্ধ করা হইল। কতকাল তাঁহাদিগের এই কারাগারে বাস করিতে হইত, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু, সৌভাগ্য বশতঃ, পূর্ব্বোক্ত ষ্টীফেন্স তখনও জিসুইট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় ও সাহায্যে ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণ গোয়া হইতে মুক্ত হইয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।)

বিজাপুর

তখনও বিজাপুর বহুজনাকীর্ণ সহর ছিল। বিজাপুরের অধিবাসীবৃন্দ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তত্রত্য দেবমূর্ত্তিগুলির বর্ণনায় পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিগুলির কতক গরুর ন্যায়, কতক হনুমানের ন্যায় এবং কতকগুলি ময়ূর বা ভূতের ন্যায়।

বাহানপুর

বিজাপুর হইতে ইংরাজগণ গোলকন্দায় গমন করেন। তথা হইতে মছলিপট্টম হইয়া তাঁহারা বার্হানপুরে পৌছেন। এই স্থান তখন মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহের অধিকৃত ছিল। বার্হানপুরের প্রচলিত মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল এবং তাহার মূল্য ২২ পেন্স ছিল। (পথিমধ্যে ফীচ অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালকবালিকার বিবাহ দর্শন করেন। এই "বর ও কনে" একই সুসজ্জিত অশ্বে মূল্যবান পোষাক পরিধান করিয়া রাজ পথে ভ্রমণ করিতেছিল। এত অল্প বয়সে বিবাহের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ফীচ জানিতে পারেন যে, সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকায় মাতা পিতা একই সময়ে দেহত্যাগ করিলে বালকের শ্বশুর অভিভাবক স্বরূপ বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন।)

আগ্রা ও ফতেপুর

(এই স্থান হইতে তাঁহারা আগ্রায় গমন করেন। ফীচ বলিয়াছেন যে, আগ্রা প্রস্তর নির্ম্মিত সহর ছিল। তথা হইতে তাঁহারা ফতেপুরে গমন করেন। বাদসাহ তখন ফতেপুরেই বাস করিতেন। ফতেপুর আগ্রাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং ফীচ অবগত হইয়াছিলেন যে আগ্রায় ও ফতেপুরে সম্রাটের ১০০০ হস্তী, ৩০০০০ অশ্ব, ১৪০০ পালিতমৃগ, ৮০০ শত বাঁদী এবং এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি থাকিত যে, জনসাধারণের বর্ণিত সংখ্যায় কোন প্রকারেই আস্থা স্থাপন করা যাইত না। উভয় নগরই, ফীচ বলিয়াছেন, লণ্ডন অপেক্ষা বৃহৎ এবং উভয় স্থানেই নানা দেশের বণিক্‌গণ সমবেত হইতেন।)

ফতেপুর হইতে, ফীচ, নিউবেরী এবং লিডস্ তিনজনে তিন পথ অবলম্বন করিলেন। নিউবেরী লাহোরের উদ্দেশে ফতেপুর ত্যাগ করিলেন। লীডস্ আকবরের জহুরী-পদে ব্রতী হইলেন এবং ফীচ বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তগ্রাম

লবণ, অহিফেন, এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যসহ ১৮০ খানি নৌকার বহর, আগ্রা হইতে সপ্তগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ফীচও এই সঙ্গে আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। (ফীচ বঙ্গদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধীয় এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বর্ণনার অনেকাংশ অনুবাদিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।)

("বঙ্গদেশে নানা প্রকার রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। অধিবাসীবৃন্দের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ গলদেশে সূত্র ধারণ করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হয় এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে জলক্ষেপণ করে। তাহারা গলদেশের সূত্র দুই হস্তে মার্জ্জনা করে এবং যতই ঠাণ্ডা হউক না কেন, তাহারা নিয়মিতভাবে সকল সময় অবগাহন করে। এই সকল ব্যক্তি মাংস ভোজন এবং কোনরূপ জীব-হত্যাও করে না; ইহারা কেবল, চাউল, মাখন, দুগ্ধ ও ফল আহার করে। ইহারা উলঙ্গাবস্থায় জলমধ্যে উপাসনা করে এবং এই অবস্থায়ই আহার গ্রহণ করে। ইহারা মৃত্তিকার উপরে শয়ন করিয়া ৩০।৪০ বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, হস্তোত্তলন করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করে এবং যাষ্টাঙ্গে পৃথিবীকে অভিবাদন করে। এই প্রকারে তাহাদের প্রায়শ্চিত্তব্যাপার সমাধা হয়। প্রত্যহ প্রভাতে ব্রাহ্মণগণ নিজ কপোল, কর্ণ এবং গলদেশ মৃত্তিকা দ্বারা চিহ্নিত করে।

ইহাদের স্ত্রীগণ দলবদ্ধা হইয়া গীতধ্বনি করিতে করিতে নদীতীরে উপস্থিতা হইয়া স্নান ও অন্যান্য পূজা করে এবং গমন কালে মৃত্তিকা দ্বারা নিজেদের দেহ সুশোভিত করে। ইহাদের কন্যাগণ দশম বর্ষে বিবাহিতা হয় এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সাতটী করিয়া পত্নীগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণেরা ইহুদীগণাপেক্ষাও চতুর। অপরকে প্রণাম কালে ইহারা 'রাম', 'রাম' ধ্বনি করে।)

"প্রয়াগ হইতে গঙ্গা দিয়া অগ্রসর হইবার কালে আমরা মুণ্ডিত মুখ লোক দেখিতে পাই, কিন্তু ইহাদের মস্তকের চুল অত্যন্ত দীর্ঘ। মুণ্ডিত মস্তকও দেখা যায়। গঙ্গার জল অত্যন্ত মিষ্ট এবং সুস্বাদু। আমরা বারাণসীতে অপেক্ষা করি। বারাণসীর অধিবাসিবৃন্দ ঘোর পৌত্তলিক। বহুদেশ হইতে এই স্থানে যাত্রিগণ সমবেত হয়। গৃহে গৃহে সিংহ, চিতা, বা হনুমানের ন্যায় দেবতা। মৃত্তিকাস্তূপের পর বৃদ্ধগণ উপবেশন করিয়া থাকে এবং স্নানার্থ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দুই তিনটী তৃণ * প্রদান করে। স্নানান্তে তাহারা দেবমূর্ত্তির নিকট গমন করিয়া উহাদিগকে পূজা করে। এই স্থানে অনেকগুলি প্রস্তর আছে; এইগুলিকে পূজা করা হয়। কূপের ন্যায় একটী স্থান আছে; সোপানাবলী দ্বারা এই স্থানে যাইতে হয়। এই কূপের জল অত্যন্ত ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কারণ ইহাতে সদাসর্ব্বদা পুষ্প নিক্ষেপ করা হয়। অধিবাসীবর্গ মনে করে যে, এই স্থানে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; কারণ, তাহারা বলে যে, এই জলে তাহাদের দেবতা স্নান করিয়াছিলেন। তাহারা এই জল তিনবার করিয়া পান করে †।

"এই সকল দেবমন্দিরে অনেগুলি লোক আছে যাহারা গ্রীষ্মকালে দেবতাদিগকে ব্যজন করে। এই সকল মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণের। কেহ ময়ূরাসনে, কেহবা মুরগীর পৃষ্ঠে আসীন রহিয়াছেন।

"অধিবাসীরা সামান্য এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা গলদেশে, হস্তে ও কর্ণে রৌপ্য, পিত্তল ও হস্তিদন্ত সুশোভিত অলঙ্করণ পরিধান করে।

"বিবাহকালে 'বর' ও 'কনে' নদীতীরে উপস্থিত হয়। পরে পুরোহিত গো ও গোবৎস সহ সেই স্থানে আগমন করে। তখন, বর, কনে, গো,

---

* সম্ভবতঃ, ফীচ এইস্থলে দুর্ব্বার উল্লেখ করিয়াছেন।

† মণিকর্ণিকা।

গোবৎস ও ব্রাহ্মণে জলে গমন করিলে ব্রাহ্মণকে চারিহস্ত পরিমিত এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র ও নানা দ্রব্যপূর্ণ একটী ঝুড়ী প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণ বস্ত্র খণ্ড গাভীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া ও তাহার লাঙ্গুল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। কখনও জলপূর্ণ কলসী বা তাম্রপাত্র হস্তে গ্রহণ করেন। বর এক হস্তে ব্রাহ্মণের হস্ত ও অপর হস্তে কনের হস্ত স্পর্শ করেন এবং সকলেই গাভীর লেজ স্পর্শ করিয়া ঐ পাত্রস্থ জল পুচ্ছের উপরে ঢালিতে থাকেন। পাত্রের জল এই প্রকারে গোপুচ্ছের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া সকলেরই হস্তে পতিত হয়। এই ব্যাপার সমাধা হইলে ব্রাহ্মণ বর ও কনের বস্ত্র একত্র করিয়া বন্ধন করেন। তখন স্বামীস্ত্রী উভয়ে, গো ও গোবৎস প্রদক্ষিণ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাদ্রব্য এবং পুরোহিতকে বৎস সহিত গো দান করিয়া, দেবমন্দিরে যাইয়া যাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন এবং দেব মন্দিরের মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।”)

পাটনা

বারাণসী হইতে ফীচ পাটনায় গমন করেন। পাটনার বর্ণনাকালে ফীচ বলিয়াছেন যে অধিবাসীরা দীর্ঘজীবি। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস চিনি, ও অহিফেন পাওয়া যাইত।

সপ্তগ্রাম

(পাটনা হইতে ফীচ গৌড়ে গমন করেন। ফীচ বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয়গণ ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। ফীচ তথা হইতে সপ্তগ্রামে গমন করেন। সপ্তগ্রামে যে খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত ফীচ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফীচ তৎপরে শ্রীপুর, * সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তথা হইতে তিনি পেগু, মালাক্কা, লঙ্কা, কোচীন প্রভৃতি স্থান হইয়া পরিশেষে ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে পৌছেন †। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, ফীচই যে “ভারতে প্রথম ইংরাজ” সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।)

ফীচ যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন আরও নানা প্রকারে ভারতবর্ষের স্বর্ণ রৌপ্যাদির কথা বিলাতে পৌছে। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ড্রেক নামক

* শ্রীপুরে তখন বীরবর চাঁদরায় রাজত্ব করিতেন।

† “After having achieved the most extensive journey that had yet been performed in India by any European.” Nolan and Murray.

সুপ্রতিষ্ঠিত নৌ-সেনানী গোয়া-প্রত্যাগত এক পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করেন। সেই জাহাজের মূল্যমান পণ্যদ্রব্য দেখিয়া এবং ষ্টীফেন্স ও ফীচের বৃত্তান্তে প্রলুব্ধ হইয়া তৎকালে কয়েকজন ইংরাজ ১৫৯১ ও ১৫৯৬ সনে দুইবার ভারতবর্ষে পৌছিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু, কোন বারেই উঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জন মিলডেনহল নামক জনৈক ইংরাজ স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে সম্রাট আকবরের সহিত ইংলণ্ডাধিপতির সন্ধি হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা হয় তজ্জন্যই মিলডেনহল যাত্রা করেন। সমুদ্রপথে আলেপ্পো পৌছিয়া ইনি স্থলপথে আর্ম্মেনিয়া, পারস্য এবং আফগানিস্থান হইয়া পরে কান্দাহার দিয়া লাহোরে পৌছেন এবং লাহোর হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় উপস্থিত হন। আগ্রায় পৌছিয়া তিন দিবস পরে মিলডেনহল সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং সম্রাটকে ২৯টি ঘোটক এবং কয়েকটি রত্ন উপহার প্রদান করেন। সম্রাট এই উপহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। পর দিবস মিলডেনহল সম্রাট সকাশে আপনার নিম্নলিখিত প্রার্থনার পেশ করেন। প্রথম—রাজ্ঞী এলিজাবেথের সহিত আকবরের সৌহৃদ্য স্থাপন; দ্বিতীয়—আকবরের রাজ্যে বাণিজ্যের প্রার্থনা; এবং তৃতীয়, তাঁহার রাজ্য-মধ্যে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে যুদ্ধ বাধিলে সম্রাটকে নিরপেক্ষ থাকিবার অনুরোধ।

মিলডনহলের দৌত্য

আকবর মিলডেনহলের প্রার্থনাগুলি লিখিত দরখাস্তে পেশ করিবার আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে ২ পর্ত্তুগীজ জিসুইটগণের নিকট হইতে ইংরাজের প্রতিপত্তি ইত্যাদির বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজ পাদরীগণ ইংরাজদিগের জাতীয় চরিত্রে অযথা অসাধুত্বের কলঙ্ক আরোপ করিতে এবং সঙ্গে ২ মিলডেন হলের দৌত্য যে কেবল আকবরের কতকগুলি বন্দর অধিকারের সূচনা মাত্র, ইহা বলিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। মিলডেনহল গোপনে এই সকল সংবাদ অবগত হইলেন কিন্তু আকবরের ব্যবহারে ইহার বিন্দু বিসর্গেরও প্রমাণ পাইলেন না। সম্রাট প্রকাশ্যে, মিলডেনহলকে জানাইলেন যে, তৃতীয় সর্ত্ত ব্যতীত তিনি সকল সর্ত্তেই সম্মত আছেন; কিন্তু, মিলডেনহল সে সর্ত্ত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, আকবর পুনর্ব্বার তাঁহার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন স্বীকার করিলেন। এদিকে কোনরূপ সুবিধা না দেখিয়া

মিলডেনহল দরবারে উপস্থিত হওয়া কিছুদিন স্থগিত করিলেন। সম্রাটের আদেশে পুনর্ব্বার দরবার উপস্থিত থাকিলেও, দুঃখের বিষয় জিস্যুইটদিগের প্ররোচনায় দরবারের ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মচারীই ইংরাজ দূতকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জিস্যুইটদিগের চক্রান্তে তাঁহার দোভাষীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বাধ্য হইয়া ছয় মাস ধরিয়া তাঁহাকে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইল।

পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াই, মিলডেনহল্ আকবরের দরবারে স্পষ্টাক্ষরে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সামান্য দুইজন জিস্যুইটের কথায় নির্ভর করিয়া তাঁহার মত পরাক্রমশালী সম্রাটের এতদিন অপেক্ষা করা যে কোন প্রকারেই সমীচীন হয় নাই, তাহা বলিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। তখন, সম্রাট প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ও জিস্যুইটদিগের প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে মিলডেনহল জিস্যুইটদিগকে স্পষ্টই বলিলেন যে, কেবল ধর্ম্মযাজক বলিয়াই জিস্যুইটগণ ইংরাজ জাতির অযথা নিন্দাবাদ করাতেও তিনি তাঁহাদের হত্যা করেন নাই; নতুবা, তিনি ইহার প্রতিবিধান করিতেন। যাহা হউক, মিলডেনহল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রমাণ করাইলেন যে; জিস্যুইট দিগের প্রতিবন্ধকতার জন্যই সাহানসা ইংলণ্ডাধিপ এলিজাবেথের নিকট হইতে উপহারাদি প্রাপ্ত হইতেছেন না। আকবর এই বাক্‌যুদ্ধে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মিলডেনহলের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। মিলডেনহলও পারস্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিলডেনহলের দৌত্যে কোন ফল ফলিয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "সাত সমুদ্র তের নদীর পারে" দেশ পর্য্যটনের জন্য কীচের ভারতবর্ষে আগমন ও মিলডেনহলের নিজ প্রভুর কার্য্যসমাধানে কর্ত্তব্যপরায়ণতা বস্তুতঃই অদ্ভুত বোধ হয়। এই সকল বর্ণনা পাঠে ইঁহাদের ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

"From the time when Vasco de Gama distinguished his nation by discovering the passage round the Cape of Good Hope, a whole century had elapsed, during which, without a rival, the Portugese had enjoyed, and abused, the advantages of superior knowledge and art, amid a feeble and half-civilized people. They had explored the Indian Ocean, as far as Japan ; had discovered its Islands, rich with some of the productions of nature ; had achieved the most brilliant conquests ; and, by their commerce, poured into Europe, in unexampled profusion, those commodities of the East, on which the nations at that time set an extraordinary value." (*Mill's History of British India.*)

ভাস্কো ডিগামার উত্তমাশা অন্তরিপ প্রদক্ষিণের সময় হইতেই পর্ত্তুগীজ-গণ প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হইয়া ভারত সমুদ্রে একাধিপত্য করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইউরোপে, এসিয়ার মূল্যবান পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে লাগিলেন। ষ্টীফেন্স ও ফীচের বর্ণনায় ইংলণ্ডবাসী-দিগের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং নাবিক ড্রেকের অধিকৃত স্পেনদেশীয় জাহাজের যে সকল পণ্য ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে ইংলণ্ডীয় বণিক্‌গণের ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের আকাঙ্খা বলবতী হইয়া পড়ে।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ইংলণ্ডীয় বণিক্ এতদুদ্দেশ্য সাধনার্থ, ইংলণ্ড হইতে তিনখানি জাহাজ ও তিনখানি পিনেস * ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। আবেদন কালে তাঁহারা উল্লেখ করেন যে, যদিও

১৫৯৯

* "Pinnace"—ক্ষুদ্র জাহাজ।

পর্ত্তুগীজগণ মালাবর ও কারোমাণ্ডেল কূলে এবং অন্যত্রও কুঠিস্থাপন করিয়াছেন, তত্রাপি ভারত-সমুদ্রে ও ভারতবর্ষে আরও অনেক বাণিজ্যোপযোগী বন্দর আছে এবং এই সকল স্থানের সহিত বাণিজ্যে যে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহাও প্রদর্শন করেন। বণিকগণের এই প্রার্থনায় কি আদেশ প্রদান করা হয়, তাহার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কোম্পানী গঠন

(এই ঘটনার দশ বৎসর পরে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে অনেক জল্পনা কল্পনার পরে অন্য একটী বণিক্ সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি সনন্দের জন্য তৎকালিন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের নিকট আবেদন করেন। অনেক বাধা বিপত্তির পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিবসে রাজ্ঞী প্রার্থিত সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দে, রাজরাজেশ্বরী, কম্বারলণ্ডের আর্ল জর্জ্জ, লণ্ডনের নাইট সারজন হার্ট, সার জন স্পেনসার, সার এডোয়ার্ড মিকেলবর্ণ, উইলিয়াম কাভেনডিস্ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে, (একুনে ২১৮ জন ব্যক্তিকে) তাহাদের নিজ ব্যয় ও ও দায়িত্বে এবং নিজ রাজ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য, জাহাজ ও পিনেস সহকারে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করিলেন। সঙ্গে ২ বণিক্দিগকে "The Governor and Company of the Merchants of London, trading into the East Indies" নামে আখ্যা প্রদান করিয়া সমিতিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পরিচালনেরও অনুমতি দেওয়া হইল।

রাজ্ঞী-দত্ত সনন্দে সমিতির কার্য্যাবলী কি প্রকারে পরিচালন করিতে হইবে, সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন, এবং চতুর্ব্বিংশ সদস্য দ্বারা এক কমিটী সংঘটন এবং পণ্য ক্রয় বিক্রয়েরও সম্বন্ধে নানারূপ বিধিব্যবস্থা প্রদান করা হয়। যাহাতে সমিতির কার্য্যাবলী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য সমিতিকে আবশ্যক আইন কানুন প্রণয়নেরও অনুমতি দেওয়া হয় এবং সমিতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সকল নিয়মাদি প্রতিপালন না করিলে তাহাদিগের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাও সমিতির হস্তে প্রদত্ত হয়। যাহাতে অপর কোন বণিক্ পূর্ব্বাঞ্চলে ব্যাবসায়ে লিপ্ত হইয়া সমিতিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেন, তজ্জন্য রাজ্ঞী যথাযথ আদেশ প্রদান করেন এবং আদেশ সত্ত্বে কেহ এরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে, তাহার পণ্য বাজেয়াপ্ত হইয়া অর্দ্ধাংশ রাজ্ঞী দখল করিবেন এবং অপরার্দ্ধ কোম্পানী পাইবেন, ইহাও নিরূপিত হয়। আদেশ-অমান্যকারিগণের কারাগারে রুদ্ধ হইবার ব্যবস্থাও করা

হইয়াছিল। কোম্পানীর অনুরোধ ব্যতীত রাজ্ঞী বা তাঁহার বংশধরগণ অপর কাহাকেও বাণিজ্যাধিকার দিবেন না, রাজ্ঞী এই সর্ত্তেও প্রতিশ্রুতা হন। কোম্পানীর সুবিধার জন্য যে সকল স্থান দিয়া কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিবে, সেই সকল দেশের নরপতি সকলের নিকটেও যাহাতে তদ্দেশীয় নরপতিগণ ইংলণ্ডীয় বণিক্‌গণকে সাহায্য করেন, তজ্জন্য রাজ্ঞী অনুরোধ পত্র প্রদান করেন। এই প্রকারেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সূত্রপাত হইল।

কোম্পানীর অধিকার

১৬০১ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখে, ড্রাগন (Dragon), হেক্টর (Hector), আসেনসন (Ascension), সুসান (Susan), এবং গেষ্ট (Guest) নামক পাঁচখানি জাহাজে মুদ্রা, লৌহ, টীন ও কাচ নির্ম্মিত পণ্য ও কয়েক প্রকার কাপড় পূর্ণ করিয়া ল্যাঙ্কাষ্টার নামক নাবিকের অধীনে কোম্পানীর বহর যাত্রা করিল। পথিমধ্যে গেষ্ট নামক জাহাজ জলচ্যুত হওয়ায় তাহাকে পরিত্যাগ করা হয় এবং ১লা নবেম্বর, প্রায় সার্দ্ধছয়মাস পরে ল্যাঙ্কাষ্টার সুমাত্রার অধীনে আচীনে পৌছেন। তথায় পৌছিয়া তিনি সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সুপারিশ পত্র প্রদান করিলে, তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সুমাত্রাধিপতি তাঁহাকে কুঠী নির্ম্মাণের, অবাধ বাণিজ্যের এবং অন্যান্য অনুমতি প্রদান করেন।

আচীন

ল্যাঙ্কাষ্টার আচীন হইতে জাভার অন্তঃর্গত বাণ্টামে গমন করেন। এইস্থানে তিনি ইংলণ্ড হইতে আনীত পণ্যের কতকাংশের পরিবর্ত্তে মসলা খরিদ করেন এবং বাণ্টামের শাসন কর্ত্তার সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। বাণ্টামে ল্যাঙ্কাষ্টার একটী কুঠী স্থাপন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ল্যাঙ্কাষ্টার ইংলণ্ডে পৌছিয়া রাজ্ঞী ও স্বদেশবাসীর নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

বাণ্টাম

প্রথম যাত্রায় সাফল্য লাভ করিয়া, বণিক্‌গণ প্রফুল্লিত হইয়া ক্রমে ২ আরও কয়েকবার সম্ভারপূর্ণ জাহাজ প্রেরণ করেন। প্রত্যেক বারেই লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু কোন বারেই ইংরাজ ভারতবর্ষে পৌছিতে পারিলেন না। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ডাভিড মিডলটনের অধীনে যে বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে পৌছে।

এই বাহিনী প্রেরণের জন্য ১৬০৯ খৃষ্টাব্দেই নানারূপ চেষ্টা হইতেছিল। যাহাহউক, ১৬১০ সনে ৩ খানি জাহাজ সহ মিডলটন যাত্রা করিলেন

এই তিন খানি জাহাজের মধ্যে (Trade's Increase) "বাণিজ্য-বৃদ্ধি" নামক জাহাজখানি বৃহদাকারের ছিল এবং ইতি পূর্ব্বে এত বড় জাহাজ পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যার্থ প্রেরিত না হওয়ায়, জনসাধারণও অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছিল। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ এই দিনকে চিরস্মরণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন *।

সুরাট

উত্তমাশা অন্তঃরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া, তিনি মোচ্চা বন্দরে গমন করেন কিন্তু অধিবাসীবৃন্দের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। যাহাহউক, তিনি সদলবলে মুক্তিলাভ করিয়া সুরাটের দিকে অগ্রসর হন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুরাট বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি যাহাতে বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারেন, তজ্জন্ত প্রায় কুড়িখানি পর্ত্তুগীজ জাহাজ তাঁহার গতিরোধে উদ্যত হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ দিগের সহিত ইংরাজের এই সময় কোনরূপ বিবাদ ছিল না এবং পর্ত্তুগীজদিগের এইরূপ ব্যবহারের কোন কারণও ছিল না। পর্ত্তুগীজগণ কেবল তাঁহার গতিরোধ করিতেছিল না, এমন কি বন্দরস্থ ইংরাজের সহিত মিডিলটনের পত্রবিনিময়েও বাধা প্রদান করিতেছিল।

মিডলটন পর্ত্তুগীজদিগের অধ্যক্ষকে জানাইলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের অধীশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং পর্ত্তুগীজদিগের বাধা দিবার কোনই অধিকার নাই। মিডলটন ইহাও জানাইলেন যে, তিনি পর্ত্তুগীজদিগের কোনরূপ শত্রুতা-সাধন মানসে তথায় উপস্থিত হন নাই—মোগলরাজ ও তাঁহার প্রজার সহিত বাণিজ্যোদ্দেশেই সুরাটে প্রবেশ করিতে চাহেন। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হইয়াও, মিডিলটন কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সুরাট পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে, ১৬১২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ফেব্রুয়ারী তারিখে কাপ্তেন বেষ্টের অধীনে ৪ খানি জাহাজ বাণিজ্যোদ্দেশে যাত্রা করে। আহাম্মাদাবাদের গবর্ণরকে সন্তুষ্ট করিয়া বেষ্ট সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে সনন্দলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদে পর্ত্তুগীজগণ ভীত হইয়া, যাহাতে ইংরাজেরা ফার্ম্মান না পান, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কাপ্তেন বেষ্টকে আক্রমণ করিলেন। এই অন্যায় যুদ্ধে

* "A great day for England."—Roe.

পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত হইলেন এবং ২৭শে নবেম্বর তারিখে তাঁহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের অন্যায় যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদে চতুর্দ্দিকেই ইংরাজের খ্যাতি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। এ যাবৎ জলযুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই, ভারতবাসী সকলেই ইহা মনে করিতেন। সুতরাং ইংরাজের এই বীরত্বে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সাহানসা জাহাঙ্গীর ও ইংরাজ-রাজের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজ-কোম্পানীকে সুরাট, আহাম্মাদাবাদ, কাম্বে ও গোগোতে কুঠীস্থাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং লভ্যের উপর শতকরা ৩½ টাকা হারে শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিলেন। এই ফার্ম্মান বা সনন্দ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই তারিখে কাপ্তেন বেষ্টের হস্তগত হইল এবং ভারতবর্ষে কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফার্ম্মান-প্রাপ্তি

ইংরাজের কথা

ইংরাজের দৌত্য—১

"At the commencement of that fine peroration with which Macaulay ends his essay on Clive, he remarks that before Clive's first Visit to India his countrymen were despised as mere pedlars, while the French were revered as a people formed for Victory and Command. May we not say that the lesson which the military genius of the warrior taught to the distracted India of his day was inculcated more than a hundred years before, on a smaller scale, it is true, but before a more brilliant audience, in the days, when the "Great Mogol" was great in actuality as well as in name, by the suave and unflinching demeanour of the Stuart diplomat?"

(European Travellers In India : E. F. Oaten).

নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে ইংরাজ-কোম্পানীর বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজকে প্রতিদ্বন্দী বোধে নানাপ্রকারে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল এবং মোগল-বাদসাহও ইহার কোন প্রতিবিধান করিলেন না। এই সকল কারণে, ইংলণ্ডাধীশ্বর মনে করিলেন যে, মোগল দরবারে কর্ম্মঠ ও উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিলে, সেই দূতের চেষ্টায় অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে। তদনুযায়ী সার টমাস রোকে ইংলণ্ডেশ্বর দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ১৬১৫ সনের ২৪ শে জানুয়ারী তারিখে রো ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ শে তারিখে সুরাট বন্দরে পৌছিলেন।

সুরাট

সুরাট পৌছিয়াই রো তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখাইতে সক্ষম হইলেন। তথায় পৌঁছিবামাত্রই সুরাটের শাসনকর্ত্তা রোকে জন-

সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তা যখন রোর সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী, এমন কি তাঁহার শরীর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন রো নিজের পদমর্য্যাদানুযায়ী শাসনকর্ত্তাকে জানাইলেন যে, তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ইংলণ্ডাধীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং যদিও অন্যান্য দেশের দূতগণ এরূপ আচরণে প্রতিবাদ না করিয়াও থাকেন, তত্রাপি তিনি এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে কদাপি সম্মতি দান করিবেন না। এই প্রকার তেজস্বী উত্তরের জন্য সুরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং ইহার ফলে, তিনি ত রোর দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে বিরত হইলেন, অধিকন্তু অন্যান্য প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে শাসনকর্ত্তৃগণ যে সকল উৎকোচ গ্রহণ করিতেন, রো সেই সকল উৎকোচ প্রদান হইতেও অব্যাহতি পাইলেন। শাসনকর্ত্তা রোর এইরূপ ব্যবহারে প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং রোর প্রয়োজনীয় সকল অনুরোধ প্রতিপালন করিতেও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সুরাটে অতিবাহিত করিয়া, রো মোগল বাদসাহের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে সুরাট পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৫ই নবেম্বর তারিখে তিনি সুরাটের ২২১ মাইল দূরবর্ত্তী বার্হানপুরে পৌছিলেন। সম্রাট-পুত্র সুলতান পার্ব্বিজ এই স্থানে পিতার প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেছিলেন। কোতয়াল সমভিব্যাহারে রো পার্ব্বিজের সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলে, একজন কর্ম্মচারী রোকে মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিলেন। রো এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া অগ্রসর হইলেন।

বার্হানপুর

রোর বসিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। যাহা হউক, তিনি পার্ব্বিজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধিরূপে বাদসাহের দর্শনাভিলাষে এতদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু, পথিমধ্যে সম্রাট-পুত্র অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁহার দরবারে আগমন করিয়াছেন। পার্ব্বিজ রোকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোর প্রার্থনানুসারে

পার্ব্বিজের দরবার

বার্হানপুরে ইংরাজ কোম্পানীকে কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হইল।)

বার্হানপুর পরিত্যাগ করিয়া রো রাজপুতনার দিকে অগ্রসর হইলেন, কারণ, বাদসাহ তখন আজমিরে অবস্থান করিতেছিলেন। রো প্রথমতঃ চিতোরে গমন করিলেন। চিতোরের পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট হইলেও তখনও তাহার যেটুকু সৌন্দর্য্য ছিল, তাহাতেই রো মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত শতাধিক মন্দির, এবং অভ্রলেহী রাজপ্রাসাদ সমূহ রোর নিকট যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কিন্তু, সে সময় চিতোর জনশূন্য ছিল। রো বলিয়াছেন যে, "এই স্থানের অধিপতি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই রাজা আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পরাজিত পোরসেরই বংশধর এবং এই হিসাবে এই নগর দিল্লী অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহারই নিকটে গ্রীক ভাষায় লিখিত খোদিত লিপিসহ আলেকজান্দার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্তম্ভ রহিয়াছে।"

চিতোর

চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে রো আজমীর পৌছিলেন। বাদসাহ এই সময়ে আজমীরেই ছিলেন। (রো রাজন্তঃপুর প্রভৃতির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন:—

আজমীর

("খোজা ব্যতীত অন্য কেহই রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। অন্তঃপুরে অস্ত্রধারিণী স্ত্রী-রক্ষিগণ প্রহরিণীর কার্য্য করিত। প্রত্যুষে মোগল-বাদসাহ গবাক্ষ-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন। দ্বিপ্রহরেও সেই স্থানে উপবেশন করিয়া হস্তী ও অন্যান্য বন্য-জন্তুর ক্রীড়া দর্শন করিয়া, বাদসাহ অন্তঃপুরে নিদ্রার্থ গমন করিতেন। অপরাহ্ণে তিনি দরবারে আগমন করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

দরবার-চিত্র

"সন্ধ্যার পরে, তিনি আহার করিয়া; "গুজলখান" * নামক গৃহে আসিতেন। এইস্থানে প্রস্তরের সিংহাসনে অথবা আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া তিনি খোস গল্প করিতেন। এই সময়ে কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকজন উপস্থিত থাকিতেন।

---

* "Guzalcan"—গোসলখানা কি? সম্ভবতঃ, রো এই স্থানের নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন।

বাদসাহের অন্তঃপুর
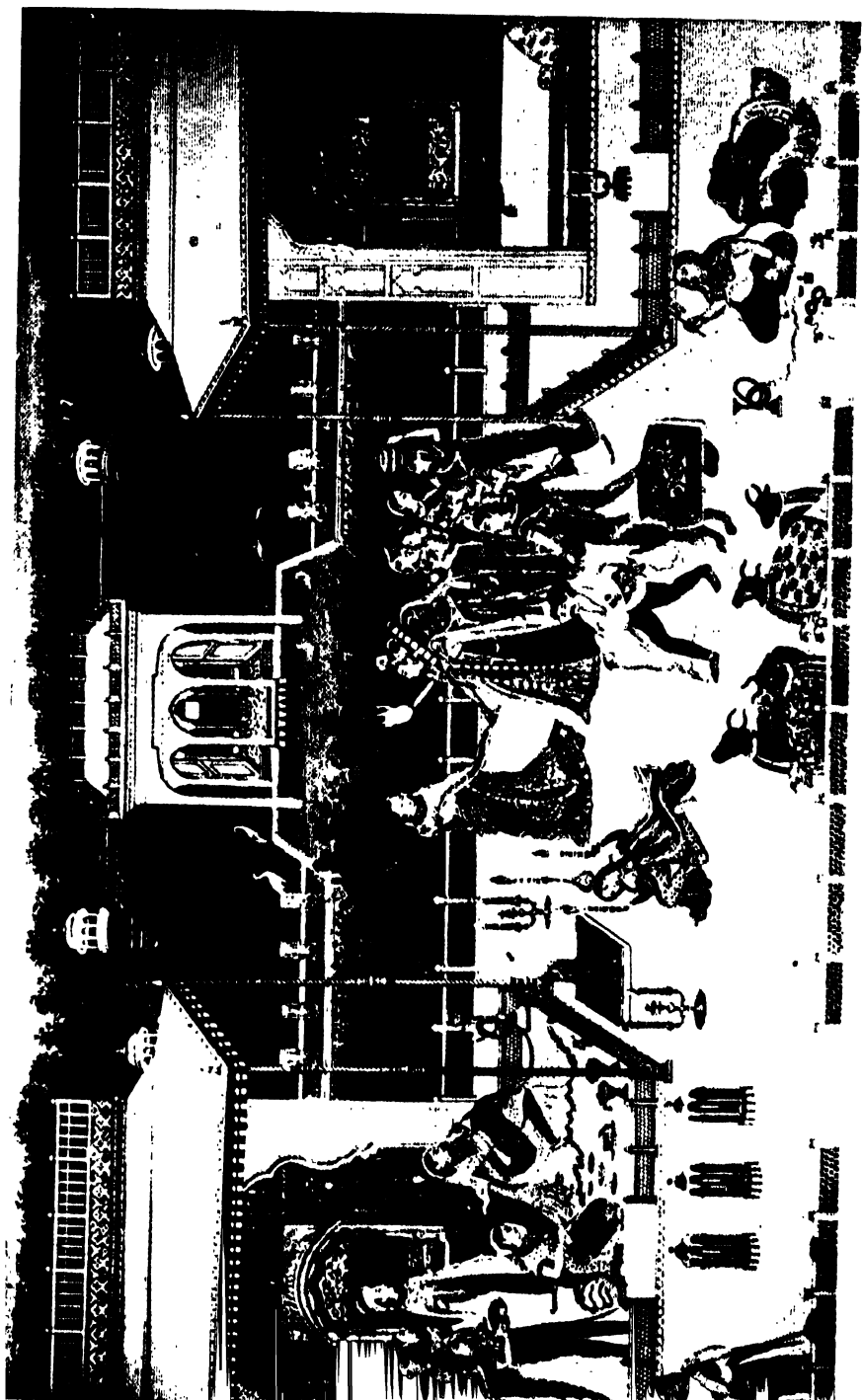
বাদসাহ এই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধি সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতেন না।"

রো দরবার প্রসঙ্গে একটী নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রো বলিয়াছেন "প্রকাশ্য দরবারে, অর্থাৎ যে স্থানে রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল বিষয় প্রকাশ্যে আলোচিত ও স্থিরীকৃত হয়, তথায় মুন্সীগণ সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে, দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ যে সকল পুস্তকে এই সকল বিষয় লিখিত হয়, সেই সকল পুস্তক দুই দিন দেখিতে পারেন। এজন্য, বাদসাহের মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ যেরূপ ভাবে রাজকার্য্য অবগত থাকেন, দেশের সাধারণ প্রজাও সেইরূপে অবগত হইতে পারে। অধিকন্তু, বাদসাহের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীও সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সকল বিষয় আলোচনা করে" *।

রো বলিয়াছেন যে, প্রতি বৃহস্পতিবারে সম্রাট ঝরুকোতে উপবেশন করিয়া অতি দরিদ্র প্রজার আবেদনও শ্রবণ করেন।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে রো সম্রাটের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে দরবারে উপস্থিত হন। তিনি ইংলণ্ডাধীশ্বরের পত্র, এবং উপহারাদি প্রদান করিলে, বাদসাহ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। রো বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, এ পর্য্যন্ত কোন রাজার কোন প্রতিনিধির প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই।

১৪ই তারিখে রো রাজকুমার খুরুমের সহিত সাক্ষাত করিতে যান। রো পরম্পরা অবগত হইয়াছিলেন যে, বাদসাহজাদা খৃষ্টানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। এইজন্য তিনি খুরুমের সহিত দেখা করিতে ইতঃস্তত করিতেছিলেন। কিন্তু, খুরুম কোন প্রকারে এই সংবাদ অবগত হইয়া রোকে বলিয়া পাঠান যে ইংলাণ্ডাধিপতির প্রতিনিধির উপযুক্ত সম্মান রোকে প্রদর্শন করা হইবে। খুরুম তখন সুরাটের শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইবার আদেশ পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য রো উপায়ন্তর-বিহীন হইয়া দেখা করিতে গেলে, রাজকুমার তাঁহাকে যথোচিত মর্য্যাদার সহিত

রাজকুমার খুরুমের সহিত সাক্ষাৎ

"Every day the king's acts and resolutions are circulated as news, and are freely canvassed and censured by every rascal"—Sir Thomas Roe's Journal.

অভ্যর্থনা করেন। রোর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার দরবার হইতে একজন প্রধান পারিষদকে রোর প্রতি সমাদর প্রদর্শনের জন্ম প্রেরণ করেন এবং রোকে অন্দরস্থ এক কক্ষে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য আদেশ দেন। এরূপ সম্মান, রো বলিয়াছেন, ইতোপূর্ব্বে কাহাকেও দেখান হয় নাই। রাজকুমার নানা সদালাপের পর সসম্মানে রোকে বিদায় দেন।

২৪ তারিখে রো পুনরায় দরবারে গমন করেন। দূর হইতে রোকে দেখিতে পাইয়া বাদসাহ স্বয়ং হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিতে থাকেন এবং রো নিকটে পৌছিলে তাঁহাকে অন্যান্য পারিষদাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানের আসন প্রদান করেন। রো কি উদ্দেশ্যে দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, সম্রাট সেই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, রো নিবেদন করিলেন যে, সম্রাটের ফার্ম্মানের বলে ইংরাজ-রাজ তাঁহার প্রজাদিগকে ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, ইংরাজেরা নানাপ্রকার অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছেন। এই সংবাদে, বাদসাহ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এই সকল অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্য যথাযথ আদেশ করিলেন। এবং, যদি এই আদেশ সত্বেও প্রতিবিধান না হয়, তবে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতে বলিলেন।

নৌরোজ

আরও কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। রো যে উদ্দেশ্যে দরবারে আসিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া উঠিতে নানা প্রতিবন্ধ ঘটিতে লাগিল। ইতোমধ্যে "নৌরোজ" উপস্থিত হইল। রো বলিয়াছেন যে, এই দিবসে ৫৬ পদ দীর্ঘ ও ৪৩ পদ প্রস্থ স্থান মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। এই স্থানের পশ্চিম প্রান্তে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী এবং রাজকুমারীর চিত্র স্থাপনা করা হয়। ইঁহাদের চিত্রগুলির নিম্নদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর সার টমাস স্মিথের চিত্র স্থাপিত হয়। এই স্থানের ভূমি মূল্যবান পারস্য দেশীয় কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় এবং চতুষ্পার্শে অন্যান্য ওমরাহগণের সুসজ্জিত পট্টাবাসদ্বারা ও নানা প্রকারে এই স্থানটীকে মর্ত্তভূমির অমরাবতীতে পরিণত করা হয়। সম্রাট, এই দিবসে তাঁহার ওমরাহগণের নিকট হইতে উপহারাদি গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগকেও উপহারাদি প্রদান করেন।

অবশেষে নানা বাধাবিঘ্নের পর, বাদসাহ ইংরাজ কোম্পানীকে একটি ফার্ম্মান প্রদান করেন। পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য শত্রুর চক্রান্তে রো আশানুরূপ ফার্ম্মান পান নাই। এই ফার্ম্মানে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে সম্রাট ইংলণ্ডাধীশ্বরের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে, ইংরাজকে অবাধ-বাণিজ্য ভোগ করিতে, ইংরাজ বণিক্‌দিগকে অন্যায়রূপে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিতে, এবং তাঁহাদিগকে অবাধে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন। ইংরাজও আবশ্যকমত বাদসাহকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এই ফার্ম্মানে যদিও ইংরাজ-কোম্পানীর প্রার্থিত সকল দাবী সম্রাট মঞ্জুর করেন নাই, তত্রাপি শত্রু-পরিবেষ্টিত দরবারে যে ইংলণ্ডাধিপতির প্রতিনিধি সার টমাস রো এই সকল সর্ত্ত-সমন্বিত ফার্ম্মান সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাতে রোর বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দরবারে রো কেবল যে উপর্য্যুক্ত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে নির্ভিকতার ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে ইংরাজ-কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল এবং বাদসাহ এই সকল গুণে এতদূর প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংলণ্ডাধিপতিকে রোর জন্য এক সুপারিশ পত্র প্রদান করেন।

সার টমাস রো তাঁহার দৌত্যের সম্বন্ধে এক মূল্যবান পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঠে তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

ইংরাজের কথা

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় ইংরাজের আগমন*

"*According to the legend, the English established Factories at Pipli in 1638, at Hughli in 1640 and at Balasor in 1642. The truth is that the English never had any factory at Pipli except in the imagination of the Historians.*" (*The Early annals of the English in Bengal: Wilson*).

মছলিপট্টম হইতে কটক যাত্রা

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মছলিপট্টমে কাপড়ের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। কোম্পানীর তত্রস্থ কর্ম্মচারী এই অভাব পূরণ করিবার জন্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন্দরাদি হইতে বস্ত্র আমদানীর জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে আটজন ইংরাজ মছলিপট্টম হইতে দেশীয় নৌকা যোগে যাত্রা করিয়া উড়িষ্যার অন্তঃর্গত পটুয়ানদীর তীরবর্ত্তী হর্ষপুর বা হরিষপুরে পৌছিলেন। তথা হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া বালিকুড় ও হরিহরপুর হইয়া তাঁহারা কটকে পৌছিলেন।

আজ মছলিপট্টম হইতে কটক পৌছা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। ইংরাজের সুশাসনে ও সুবন্দোবস্তে এক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয় বালকও নিরাপদে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে যে এরূপ ব্যাপার কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তখনকার দিনে "টুপীওয়ালাকে" কেহই ভাল চক্ষে দেখিতেন না। (এক বৎসর পূর্ব্বে সাজাহানের আদেশে

* অনেকের মতে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাজাহান ইংরাজ-কোম্পানীকে পিপলিতে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু, এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।)

পর্ত্তুগীজদিগের হুগলীর কুঠী তিন মাস অবরোধের পর ধ্বংশ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, পর্ত্তুগীজগণও ইংরাজদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। পর্ত্তুগীজগণ বারংবার ইংরাজের নিকট পরাজিত হইয়া সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্বেতদ্বীপবাসী বণিক্‌গণ কালে অপর বৈদেশিক বণিক্‌কে পদ-দলিত করিয়া ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি হইবেন। তাই তাঁহারা ইংরাজদিগকে দুইচক্ষের বিষের ন্যায় দেখিতেন এবং পদে পদে তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে ক্রটী করিতেন না। বলা বাহুল্য, মছলিপট্টমের ইংরাজ-দলও এই ক্ষেত্রে অব্যাহতি পান নাই। যাহা হউক, পথিমধ্যে নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বড়বাড়ি দুর্গে পৌছেন।

বড়বাড়ী দুর্গ

মহানদী ও কাটজুড়ীর সঙ্গমস্থলে বড়বাড়ী দুর্গ অবস্থিত ছিল। এককালে ইহা খ্যাতি প্রতিপত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সার্দ্ধ এক মাইল স্থান লইয়া এই দুর্গ চতুষ্পার্শের শত্রুর ভীতি-উৎপাদন করিত। ইংরাজদিগের এতদ্দেশে আসিবার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উড়িষ্যার শেষ হিন্দুরাজা বীরবর মুকুন্দদেব এইস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সুবাদার সুলেমান সা কেরাণী কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা বিজয়ে প্রেরণ করেন। বীরবর মুকুন্দদেব যুদ্ধ করিতে করিতে জাজপুর ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

সে অনেক দিনের কথা। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন মোগলের প্রতিনিধি আগা মহম্মদ জামান সেই দুর্গে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজগণ তথায় পৌছিবা মাত্র সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে দরবারে লইয়া যাওয়া হইল। যখন তাঁহারা দরবারে পৌছিলেন, তখন রাজপ্রতিনিধি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইল।

সকলেই সাগ্রহে এই নবাগত প্রার্থীদিগকে দেখিতে লাগিল। যদিও ইতিপূর্ব্বে ইংরাজগণ দিল্লির দরবারে গমন করিয়াছিলেন, তত্রাপি এইদেশে ইংরাজ-দর্শন সৌভাগ্য অনেকের ঘটিয়া উঠে নাই। "সাত সমুদ্র তের নদীর" দুরবর্ত্তী বণিক্‌গণকে দেখিতে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, ইংরাজের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কি করিয়া তাঁহারা সুরাটে পর্ত্তুগীজ সৈন্তকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, নানা বাধা বিপত্তি সত্বেও কি প্রকারে ইংরাজ-দূত দিল্লিতে

সম্রাটের সুদৃষ্টি ও প্রাধান্য-লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই সকল সংবাদ কাহারও অবিদিত ছিল না। অধিকন্তু, বড়বাড়ীরই পথে, পর্ত্তুগীজগণকে পরাজিত করণে সক্ষম হওয়াতে, সকলেই ইংরাজের বীরত্বে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

আগামহম্মদ জামান

যাহাহউক, অবশেষে নবাব আসিতেছেন এই সংবাদ পৌছিল। সংবাদ পৌছিবামাত্র, দরবারস্থল মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল। ঐই কার্পেট যাহাতে স্বস্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তাহার চতুপার্শে সুবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ স্থাপিত হইল এবং মধ্যস্থলে রাজপ্রতিনিধির আসন রাখা হইল। এই সকল আয়োজন শেষ হইলেই ভ্রাতৃবর্গ এবং অর্দ্ধ শত সভাসদ সহ নবাব দরবার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

নবাবকে দৃষ্টি-গোচর হইবা মাত্রই সমবেত জনবৃন্দ নত হইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। নবাব উপস্থিত হইয়া, ইংরাজদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দরবারের অন্যতম ওমরাহ মির্জ্জা মমিন তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, নবাব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি মস্তক সঞ্চালনে ইংরাজদিগের তৎকালীন দলপতি কার্টরিটকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজ পাদুকা কার্টরিটকে চুম্বনার্থ প্রদান করিলেন। যদিও সেই সময়ে এই প্রথাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত, তত্রাপি কার্টরিট দ্বইবার এই প্রকার পাদুকা চুম্বনে অস্বীকার করিলেন। পরে, না করিলে যদি সকল কার্য্য পণ্ড হয়, এই আশঙ্কায়, কার্টরিট নিজ মস্তক অবনত করিয়া পাদুকা চুম্বনের ভান করিলেন।

এই ব্যাপার সমাধা হইলে, নবাব এবং দরবারের অন্যান্য সকলে আসন পরিগ্রহণ করিলেন। ইংরাজ-বণিকগণ তাঁহাদের আনীত উপহার উপস্থিত করিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু, কার্টরিটের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই নমাজের সময় উপস্থিত হইল এবং পশ্চিম-গগনস্থ আরক্তিম সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মুসলমানগণ নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে ২ দরবার ক্ষেত্র সহস্র ২ প্রজ্বলিত বর্ত্তিকায় সুশোভিত হইল।

শত্রুর চক্রান্ত

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ইংরাজগণ পুনর্ব্বার দরবারে উপস্থিত হইলেন। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ইংরাজদিগের বিপক্ষগণ উৎকোচ প্রদানে দরবারস্থ একজন প্রধান ওমরাহকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পর্ত্তু-গীজগণ বালেশ্বরের এই শাসনকর্ত্তাকে হস্তগত করিয়া, যখনই দ্বিতীয় দিনে

ইংরাজগণ বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিলেন, তথনই ইনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ইংরাজগণ পথিমধ্যে যে ক্ষুদ্র পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করিয়াছিলেন, সেই জাহাজের কর্ম্মচারীর পক্ষাবলম্বন করিয়া এই ওমরাহ, কি ক্ষমতায় ইংরাজ সাহানসার রাজ্যে অপরের জাহাজ অধিকার করিয়াছেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন *। কার্টরিট ইহার সদুত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার্থই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি যখন দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণ তাঁহার যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার কোন প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নবাবকে অভিবাদন না করিয়া এবং তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া দরবার পরিত্যাগ করিলেন।

"রাগ না লক্ষ্মী" চলিত কথাটী অনেক সময়ে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। মুষ্টিমেয় ইংরাজ-বণিকের প্রতিনিধি সামান্য একজন কর্ম্মচারী অপমানিত হইবার আশঙ্কায় নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যে প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল বাদসাহের প্রতিনিধির দরবার পরিত্যাগে সাহসী হইলেন, ইহা দেখিয়া নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ স্তব্ধ ও বিস্মিত হইলেন। ইংরাজের এইরূপ অকুতোভয়ে, নবাব ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, সন্তুষ্ট হইয়া তৎপর দিবসে স্বয়ং কার্টরিটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কার্টরিট দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহার ক্রোধের কারণ এবং দরবারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কার্টরিট নির্ভয়ে বলিলেন যে, বলপূর্ব্বক নবাব কোম্পানীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু ইহা কখনও কোম্পানী সহ্য করিবেন না। নবাব এই উত্তর শুনিয়া পারস্যভাষায় সভাসদগণের নিকট কোম্পানীর ক্ষমতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাসদগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন; কিন্তু, দরবারস্থ পারস্য দেশীয় বণিক্‌গণ নবাবকে নিবেদন করিলেন যে, ইংরাজ কোম্পানী অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং ইংলণ্ডাধীপ ইচ্ছা করিলে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার জাহাজকেই যুদ্ধে পরাভূত করিতে

---

* "What stranger, seeking a free-trade, could make prize of any vessel, within any of the sounds, seas, roads or harbours of His Majesty's dominions ?"

পারেন। এবং, ইংরাজ কোম্পানীকে অপমান করিলে ভারতীয় বাণিজ্যের ও মক্কাগমনকারী যাত্রীগণের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

পারসীয় বণিক্‌গণের এইরূপ উত্তরে সুফল ফলিল। নবাব ইংরাজদিগকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন :—

বাণিজ্যাধিকার

"যদি ইংরাজের জাহাজ কোন সময়ে বাদসাহ বা বাদসাহের অধীনস্থ কোন জাহাজ বা নৌকা ঝড়ে বা শত্রুর হস্তে নিপতিত দেখে, তবে ইংরাজের জাহাজ যেন ক্ষমতানুযায়ী বাদসাহী জাহাজকে সাহায্য করে এবং আবশ্যক হইলে নবাবের জাহাজকে কাছি, নোঙ্গর, খাদ্য অথবা অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা ইংরাজ জাহাজ বা ইংরাজ সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন।

সন্ধি-সূত্র

"ইংরাজ বাদসাহের কোন জাহাজ অধিকার করিবেন না।

"মুসলমানের অধিকৃত বন্দরে, নদীতে অথবা রাজপথে ইংরাজের শত্রুর কোন জাহাজাদি অধিকার করিবেন না; তবে ইংরাজ তাঁহার শত্রুর জাহাজাদি সমুদ্রে অধিকার করিবেন।"

কার্টরিট এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইলে, নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে ইংরাজ-কোম্পানীর সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

"বাদসাহ সাজাহানের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি বণিক্ রালফ্ কার্টরিটকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, রপ্তানি, চালান প্রভৃতির অনুমতি দিতেছি।

"লাভের জন্য এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে পণ্যাদি প্রেরণ করিবার কালে, কোন শাসনকর্ত্তা, শুল্ক-গৃহীতা অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারী ইংরাজ-বণিকের নিকট হইতে কোন প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

"আমি ইংরাজদিগের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগেরই সুবিধামত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ এবং ক্ষমতা দিতেছি।

"ইংরাজ-বণিক্‌কে আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণেও অনুমতি দিতেছি এবং আবশ্যক হইলে কোম্পানী জাহাজ মেরামতও করিতে পারিবেন। শ্রমিক দিগের বেতন ব্যতীত ইংরাজকে তজ্জন্য কোনরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না।

"ইংরাজ বণিক্‌কে আমার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী কোন প্রকারে অনিষ্ট করিবে না। করিলে কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় হইবে। ইংরাজ-বণিকের ভৃত্যদিগেরও কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

"যদি ইংরাজ ও অধিবাসীবৃন্দের কোনপ্রকার বিবাদ হয়, তবে সে বিবাদ দরবারে আমিই নিষ্পত্তি করিব।"

এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারেই হরিহরপুরে এবং বালেশ্বরে ইংরাজ কোম্পানীর কুঠী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরাজ-কোম্পানীর প্রভাব হইতে থাকে এবং ১৬৩৩ ও ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে যে প্রভাবের সূত্রপাত হয়, কালে তাহাই সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় ও ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠী

ইংরাজের কথা

ডাক্তার বৌটন

"Having been desired to name his reward, Boughton, with that liberality which characterizes Britons, sought not for any private emolument; but solicited that his nation might have liberty to trade free of all duties, to Bengal and to establish factories in that country."

(Stewart: History of Bengal).

ঐতিহাসিক ৺কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন "ইংরাজী ইতিহাসে কথিত আছে, শাসুজার শাসন কালে সুবিখ্যাত ডাক্তার বৌটনের কল্যাণে ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা পেস্কস্ দিয়া, বিনা মাশুলে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন*।" ইংরাজী ইতিহাসের এই উক্তির ভিত্তি দুইজন ইংরাজ ঐতিহাসিক। আমরা প্রথমে সেই ঐতিহাসিকদ্বয়ের উক্তির অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, পরে এই প্রসঙ্গীয় অন্যান্য কথার আলোচনার প্রয়াস পাইব।

অর্ম্মের উক্তি

প্রথম বক্তা "History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্ম (Orme)। অর্ম্ম তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা করিয়াছেন:—

"বৌটন নামক একজন ইংরাজ-সার্জ্জনের অনুগ্রহেই ইংরাজগণ এই দেশে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌটন, ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সাহান সা সাজাহানের এক কন্যার চিকিৎসার্থ সুরাট হইতে আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং বাদসাহ অন্যান্য প্রকারের অনুগ্রহ প্রদর্শনের সঙ্গে বৌটনকে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে

* "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস"—১৫ পৃষ্ঠা

বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৌটন পণ্যাদি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গমন করেন এবং তথায় পণ্যাদি ক্রয় করিয়া উহা সমুদ্র-পথে সুরাটে প্রেরণ করিবেন, এইরূপ মনস্থ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার এক প্রিয়তমা স্ত্রী অসুস্থা হইয়া পড়েন এবং নবাব, পীড়িতার আরোগ্যকরণ মানসে বৌটনকে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন এবং ভগবানের কৃপায় বৌটনও তাঁহাকে নিরাময় করেন। এই ঘটনা না ঘটিলে বাদসাহ-দত্ত অনুমতি পত্রে বৌটনের কোনই ফল লাভ হইত না। নবাব বৌটনকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান ও বাদসাহী সনন্দানুযায়ী তাঁহাকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশে যে ইংরাজই আসিবেন, তাঁহাকেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। সুরাটের শাসনকর্ত্তাকে বৌটন এই সকল বিবরণ জ্ঞাত করিলে, তত্রস্থ শাসনকর্ত্তার পরামর্শানুসারে, ১৬৪০ সনে কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে পণ্য-পূর্ণ দুইখানি জাহাজ প্রেরণ করেন। বৌটনই এই জাহাজদ্বয়ের এজেণ্টগণকে নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নবাব সম্মানের সহিত ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন, এবং বাণিজ্যে, যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সকল সুবিধার জন্যই, বঙ্গদেশে ক্রমেই ইংরাজের-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে থাকে।"

অন্যতম বক্তা ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট। * ষ্টুয়ার্ট তাঁহার "বঙ্গদেশের ইতিহাসে" (History of Bengal) এ বলিয়াছেন :—

ষ্টুয়ার্টের উক্তি

"১০৪৬ হিজিরায় (১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট সাজাহানের এক কন্যার বস্ত্রাদিতে আগুণ লাগায় বাদসাহজাদীর অঙ্গের অনেক স্থান পুড়িয়া যায়। উজীর আসাদ খাঁর পরামর্শানুসারে সুরাট হইতে পত্র-পাঠ একজন সার্জ্জন পাঠাইতে আদেশ হয়। সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষগণ 'হোপওয়েল' জাহাজের ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বৌটনকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন এবং যথাসম্ভব সত্বর সম্রাটের ছাউনিতে উপস্থিত হইয়া বালিকাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া বৌটনকে পুরস্কার প্রার্থনার আদেশ

---

* সার হেনরী ইউলের (Sir Henry Yule) মতে ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টই সর্ব্বপ্রথমে বৌটনের কৃতিত্বের কথা প্রচার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্ম্ম নিজ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

করিলে, তিনি ইংরাজোচিত ত্যাগ-স্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ বিনাশুল্কে ও অবাধে রাজ্যমধ্যে বাণিজ্য করিতে পারেন, তাহাই প্রার্থনা করেন।) তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং যাহাতে তিনি স্বয়ং নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে পৌছিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গদেশে পৌছিয়া তিনি পিপলি গমন করেন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একখানি জাহাজ পৌছিলে, সম্রাটের ফার্ম্মানানুসারে তিনি বিনাশুল্কে ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন।

সাসুজা। "পর বৎসরে, রাজকুমার সাসুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তারূপে রাজমহলে পৌছিলে, বৌটন তথায় গমন করেন। তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। অন্তঃপুরস্থ একজন স্ত্রীলোক সেই সময়ে পীড়িতা ছিলেন; বৌটনের হস্তে তাঁহার চিকিৎসাভার ন্যস্ত হইল। বৌটন সহজেই এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে আরোগ্য করেন এবং এই প্রকারে তথায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এইরূপে তিনি নিজ প্রতিপত্তিতে সম্রাটের আদেশ বহাল রাখিতে সক্ষম হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত জাহাজখানি বিলাত হইতে পণ্যাদি সহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়। বৌটনের প্রভাবে এই জাহাজের এজেণ্ট ব্রিজমান সাহেবকেও সাসুজা সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং ইংরাজগণকে বালেশ্বর এবং হুগলিতে কুঠী খুলিবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহার কিছুকাল পরেই মিঃ বৌটন প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু, তিনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সুখ্যাতির বলেই ইংরাজগণ নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।")

অর্ম্ম ও ষ্টুয়ার্টের বর্ণনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকিলেও মূলতঃ উভয়েরই আখ্যান এক। এবং, এই দুই আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়াই অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন সহকারে এই বর্ণনাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তবিক ঘটনা কি, তৎসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কেহই তত্ত্বানুসন্ধানে সক্ষম হইতে পারেন নাই। (সম্প্রতি ঐতিহাসিক ফষ্টর বহু অনুসন্ধানে বিলাতের "ভারত অফিসের" (India Office) পাণ্ডুলিপির মধ্যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।) আমরা, প্রথমত এই পত্র হইতে আমাদের যে অংশ প্রয়োজন, সেই অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া, পরে ইহার বিচারের প্রয়াস পাইব।

"১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল বৌটন নামক সার্জ্জন "হোপওয়েল" নামক

জাহাজে সুরাট পৌছেন। বৌটন যখন সুরাটে ছিলেন, তখন সম্রাটের বক্সী আসালৎখাঁ সুরাটের কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষকে একজন সার্জ্জন পাঠাইতে আদেশ প্রেরণ করেন। সম্রাটের কন্যার কাপড়ে আগুণ লাগায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দগ্ধ হইয়াছিল, এবং তাঁহাকেই নিরাময় করিবার জন্য বৌটনকে দরবারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে বৌটনকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং দৈনিক ৭৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হয়। বৌটনকে দরবারে স্থায়ী চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু উহাতে তিনি সম্মত না হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। রাজকুমার সুজা তখন রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৌটন তথায় গমন করিলেন। তিনি যে সময়ে সম্রাটের দরবারে থাকিয়া সম্রাট-কন্যার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় একজন সভাসদ তাঁহাকে তথায় দেখিয়াছিলেন। বৌটনকে রাজমহলে দেখিয়া এই সভাসদ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই সময় সুজার এক প্রিয়তমা বাঁদী * অসুস্থা থাকায় বৌটনের উপর তাহার চিকিৎসার ভার ন্যস্ত হয় এবং দৈনিক দশ টাকা করিয়া তাঁহার বেতন ধার্য্য করা হয়। বৌটন অত্যল্প সময়েই বাঁদীকে সুস্থ করেন। সুজা এই ঘটনায় প্রীত হইয়া বৌটন বাণিজ্যে ব্রতী হইবার অভিলাষী কি না জিজ্ঞাসা করেন এবং বৌটনের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি এবং দুইটী নিশান † প্রদান করেন। বৌটন রাজমহাল হইতে পিপলি গমন করেন এবং সুরাট অভিমুখীন যাত্রী-জাহাজে তত্রস্থ প্রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রেসিডেণ্ট দুইবার পণ্য-পূর্ণ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং বৌটনও বিনাশুল্কে ও বিনা বাধায় ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন। পরে, ব্রিজম্যান নামক অন্য, একজন সাহেব কোম্পানীর এজেণ্টরূপে তথায় উপস্থিত হইলে, বৌটনের প্রার্থনায় সুজা তাঁহাকে বালেশ্বর ও হুগলিতে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। যতদিন "যুক্ত কোম্পানী" ছিল, ততদিন এই সকল স্থানে কুঠী ছিল। পরে, ঐ কোম্পানী উঠিয়া গেলে, বঙ্গদেশীয় কুঠীর অধ্যক্ষ

বৌটনের কৃতিত্ব

---

* "Concubine" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

† "Two *Neshanns.*" নিশান দ্বারা নৌকাধিপতিকে নির্দ্দেশ করা যাইত।

পলওয়াল গ্রেভ্ বালেশ্বর হইতে মছলিপট্টমে যাইবার সময় সুজার নিশান হারাইয়া ফেলেন। এই সময় "মরিস টম্সন্ কোম্পানী" নামে আর একটা কোম্পানী ছিল। কিন্তু তাহাদের নিশান বা পরোয়ানা ছিল না। মিঃ বৌটনও এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন এপং সেই জন্ত উল্লিখিত কোম্পানী বৌটনের ভৃত্য প্রাইস সাহেবকে ধরিয়া পুনরায় নিশান প্রাপ্ত হন।"

ঐতিহাসিক কষ্টরের যে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিলাম, সে পত্র খানি সম্ভবতঃ জন বিয়ার্ডের লিখিত। বিয়ার্ড ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় কুঠীগুলির এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে বৌটন 'হোপওয়েল' জাহাজের ডাক্তার ছিলেন এবং এস্থানেও দেখা যাইতেছে যে, সম্রাটের কন্তার পীড়া আরোগ্যের জন্তই বৌটন দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি "ভারত আফিসে" এই সম্বন্ধে আর একখানি দলিল পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ৩রা জানুয়ারী, ১৬৪৫। ঐ সময় সুরাটে অত্যধিক ঔষধ খরচ হওয়ায় তত্রস্থ কোন্সিলের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুত্তরে কৌন্সিল বলেন যে, "আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু ও সম্রাটের প্রধান ওমরা আশালৎখাঁ অনেক দিন হইতে তাঁহার নিজ ব্যাধি-চিকিৎসার্থ একজন চিকিৎসক পাঠাইতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া আসিতে ছিলেন। আমরা "হোপওয়েল" জাহাজের ডাক্তার বৌটনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করি। আশালৎখাঁ ইহাতে এত দূর প্রীত হইয়াছেন যে, মিঃ টার্ণারের আগ্রা পরিত্যাগ কালে তিনি নিজেই তাঁহাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের বন্দবস্ত করিয়া দেন। সম্রাট প্রীত হইয়া এক ফার্ম্মান প্রদান করিয়াছেন।"

উপর্য্যুক্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, রাজকন্তা জাহানারার চিকিৎসার্থ বৌটন আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন না।

"ভারত আফিসে" আর একখানির গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আর একটী বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। তাহা এই :—

"গ্যাব্রিয়েল বৌটনের জন্তই ইংরাজগণ বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাবের পত্নীর ব্যাধি আরোগ্য করিতে সমর্থ হইলে নবাব তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন, এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি নিজস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজেরা যথেচ্ছা কুঠী স্থাপন করিতে পারিবেন, সময় মত তিনি এই প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা

গ্রাহ্য করিয়া ইংরাজদিগকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের ও কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন।”

উল্লিখিত দুইটী বিবরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় বিবরণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজ মাত্রকেই বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু, প্রথমটীতে এসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটী বিবরণ আলোচনা করিয়াও কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বৌটন সম্বন্ধে আরও একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে “লায়নেস” (Lyoness) নামে একখানি জাহাজ প্রেরিত হয়। এই জাহাজ বালেশ্বরে পৌছিলে জাহাজের অধ্যক্ষ যে সকল ব্যক্তিকে হুগলিতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যে লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ গ্যাব্রিয়েল বৌটনের সাহায্যে একখানি ফার্ম্মান প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন *। তাহার পর, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল বৌটনের চেষ্টায়ই মাত্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে ইংরাজ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে সময় ইংরাজ বৌটনের সাহায্যে সনন্দ পাইয়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, সে সময় ইংরাজ কোন সনন্দ পান নাই।

বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও সন্দেহের কারণ এই যে, রাজকুমারী জাহানারা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদগ্ধা হন; এদিকে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে বৌটন আগ্রায় প্রেরিত হন। সুতরাং, তিনি যে রাজকুমারীর চিকিৎসার্থ আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু, অন্য একখানি দেশীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, রাজকুমারীর চিকিৎসার্থে লাহোর হইতে একজন প্রথিত নামা চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা সপক্ষে ও বিপক্ষে কয়েকটী মতামত উদ্ধৃত করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

---

* "You know how necessary it will be for the better carrying on the trade of these part to have the prince's firman, and that Mr. Gabriel Boughton, churgeon to the prince, promises concerning the same;'

(Wilson's Early Annals).

ঐতিহাসিক হিসাবে এ ঘটনার নিশ্চয়তা না হইলেও, লোকপরাম্পরাগত আমরা বৌটনের যে ত্যাগ-স্বীকারের বর্ণনা পাই, তাহা অত্যন্ত চিন্তা-কর্ষক। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট যে বলিয়াছেন যে বৌটনের ত্যাগস্বীকারের অলন্ত দৃষ্টান্ত ইংরাজোচিত, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইবকে অনেক অনেক প্রকারে নিন্দা করেন; কিন্তু, ক্লাইব যে মিরজাফর-দত্ত পাঁচলক্ষ টাকা নিজ স্বজাতীর কল্যান-সাধনে দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিস্মৃত হই। ডাক্তার হ্যামিল্টনও—যাঁহার পূত চরিত্র আমরা এই গ্রন্থেই আলোচনা করিয়াছি—অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, নিজস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত ইংরাজ-চরিত্রে আদৌ বিরল নহে।

ইংরাজের ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত

ইংরাজের কথা

জব চার্ণক

"Go ye, who inherit this heritage wide,
By deeds of two centuries of bravely won,
Go seek the old record how Job Charnock died,
Seek the grave where he lies with his wife side by side,
'Tis the churchyard round the Church of St. John."

("*Specimens of Ballad Poetry,*
applied to the tales and
Traditions of the East.")

প্রথম প্রস্তাব—পাটনা

স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়েকজন ইংরাজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে, জব চার্ণকও যে উঁহাদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই হেতু নাই। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান "রাজপ্রাসাদ-নগরী" কলিকাতা এই জব চার্ণকই স্থাপনা করিয়াছেন।

বাল্যকাল

জব চার্ণকের বাল্যকালের কোন কথাই জানা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। ইংলণ্ডের কোন্ প্রদেশে বা কোন্ গ্রামে, কোন্ সময়ে বা কোন্ বংশে জব চার্ণক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, ১৬৫৫ অথবা ১৬৫৬ অর্থাৎ আড়াই শত বৎসরেরও পূর্ব্বে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে পাঁচ বৎসরের সর্ত্তে মাসিক কুড়ি পাউণ্ড বা তিনশত টাকা বেতনে জব-চার্ণক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার প্রথম চাকুরী-স্থল পাটনা *।

* ডিরেক্টর সভা চার্ণককে কাশিমবাজারের কুঠীতে নিযুক্ত করেন। পরবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদিগের হুগলির কুঠীয়ালকে যে পত্র লিখেন তদৃষ্টে জানা যায় যে, ডিরেক্টরগণ, হুগলির অধীনে বালেশ্বর, কাশিমবাজার ও পাটনায় তিনটী ক্ষুদ্র কুঠী স্থাপনের আদেশ দেন *। এই বন্দোবস্ত অনুসারেই জব-চার্ণক কাশিমবাজার কুঠীর কর্ম্মচারি পদে নিযুক্ত হন।)

পাটনায় চার্ণক

যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৬৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে কাশিমবাজার কুঠীর বন্দোবস্ত হয় নাই এবং সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, চার্ণক বালেশ্বর ও রাজমহল হইয়া পাটনায় পৌছেন। এই পাটনায়ই চার্ণক তাঁহার ভারতীয় জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন।

(কিয়দ্দিবস কোম্পানীর চাকুরী করিয়াই চার্ণক বিলাতের ডিরেক্টর-গণকে অবগত করেন যে, যদি তাঁহাকে পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত না করা হয়, তবে তিনি কোম্পানীর চাকুরী ইস্তফা দিবেন। এই আবেদনের ফলে চার্ণক পাটনার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। চার্ণকের

* ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডিরেক্টরসভা তাঁহাদের হুগলিস্থ এজেন্টকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন—"Since dispeede of our prementioned of 31st. December, we have proceeded and made some good progresses as to settling of our several ffactories in all parts of India and have concluded to reduce all ffactories both to the northwards and southwards. Persia and the Bay,. to be subordinate into our Presidencies which we shall settle in Suratt. We have likewise resolved to establish four agencies viz., one at Fort St. George, one in Bantam, a third in Persia and the other at Hughly, which last place being your Residence, it most necessarilie requires your knowledge of what we determined in relation there unto, which as followeth viz.—(ইহার পরে হুগলি ও বালেশ্বরে নিযুক্ত সাহেবদের নাম, পরে) "At Cossimbazer, John Renn, chief at £40; Daniel Sheldon, 2nd at £80; John Priddy, 3rd at £30; Job Charnock, 4th at £20," এই পত্রে বিলাতের ডিরেক্টর সভা তাঁহাদিগের বাণিজ্যের ও কুঠীর বন্দোবস্তের কথা এবং কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাটনায় কোন্ সময়ে কুঠী স্থাপিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সম্ভবতঃ, ১৬২০ সনে পাটনায় কুঠী স্থাপনের চেষ্টা করা হয়।

কর্ত্তৃত্বে পাটনায় কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইত। ডিরেক্টরগণ অনবরত পাটনা হইতে সোরা পাঠাইবার জন্য তাগিদ দিতেন এবং অল্পমূল্যে পাটনা হইতে সোরা পাঠাইবার ফলে মছলিপট্টম হইতে সোরা প্রেরণ স্থগিত করা হয়। চার্ণকের কার্য্যে ডিরেক্টারগণ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, ১৬৭১ সনে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় হইতে ১৬৭৫ সন পর্য্যন্ত চার্ণকের বেতন মাসিক ছয় শত টাকা করিয়া ধার্য্য হয়। ১৬৭৫ সন হইতে চার্ণক বেতন ব্যতীত তিনশত টাকা করিয়া পারিতোষিক পাইবার জন্যও ডিরেক্টরসভা কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।)

চার্ণকের কার্য্যদক্ষতা ও বেতন-বৃদ্ধি

কেবল যে পাটনার কার্য্য লইয়াই চার্ণককে নিযুক্ত থাকিতে হইত, তাহা নহে। পাটনার কার্য্যের সঙ্গে চার্ণককে দিল্লীর খবর লইতে হইত। ডিরেক্টরগণ ১৬৭৬ সনের ১৫ই ডিসেম্বর চার্ণককে দিল্লীগমনের আদেশও দিয়াছিলেন। নানা কারণে চার্ণকের দিল্লী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ, চার্ণকের মতে অর্থব্যয়ে দিল্লী হইতে সনন্দ আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না *।

(কিছু দিন পরে, জব চার্ণক পাটনা হইতে কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য-পদেও নিযুক্ত হন।) নবেম্বর মাসে পাটনা হইতে সোরা প্রেরণ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, চার্ণক কাশিমবাজার যাইতে আদিষ্ট হইলেন।

কাশীমবাজারে চার্ণক

* জব চার্ণক ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাইতে যে পত্র লিখেন তাহাতে তৎকালীন অবস্থার বেশ একটী চিত্র পাওয়া যায়। চার্ণক লিখিয়াছেন যে, "The King's hookum is as small value as an ordinary Governor's"—অর্থাৎ সাধারণ শাসনকর্ত্তার ও বাদসাহের হুকুমের একই প্রকার মূল্য। ১৮ই জুলাইতে তিনি পুনর্ব্বার লিখেন যে, "In our opinion the sum of money demanded is very large considering all circumstances. Had it been another king as Shahjehan, whose phermanud and kasbul hookums were of such great force and finding that none dare to offer to make the least exception against any of them, it might have seemed somewhat reasonable &c." অর্থাৎ, যে পরিমাণ টাকা চাওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত বেশী। যদি সাজাহানের ন্যায় বাদসাহ হইতেন, তাহা হইলে এই দাবী যুক্তিসঙ্গত হইত; কারণ, কেহই তাঁহার আদেশ অন্যথা করিতে সাহসী হইত না।

কিন্তু, চার্ণকের পাটনা পরিত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। নানা আপত্তি তুলিয়া তিনি দেরী করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য, তাঁহার উর্দ্ধতন অধ্যক্ষ কুপিত হইয়া চার্ণককে অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করেন এবং চার্ণককে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষের পদ হইতে পদচ্যুত হইবার আদেশ ও তাঁহাকে হুগলীতে দ্বিতীয় সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু, চার্ণকের কার্য্যদক্ষতায় ডিরেক্টরগণ সন্তুষ্ট থাকায়, তাঁহারা এই আদেশে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের মতে, তাঁহাদের যে কর্ম্মচারী প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া বিশ্বস্তরূপে তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার সমীচীন হয় নাই। বিশেষতঃ, তাঁহারা যখন চার্ণককে কাশীমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সে আদেশ প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। এই আদেশের বলেই চার্ণক কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

চার্ণকের হিন্দুস্ত্রী (?)

চার্ণক পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। পরম্পরা প্রকাশ, চার্ণক পাটনায় এক হিন্দু-রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পাটনা পরিত্যাগের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনার পূর্ব্বে আমরা চার্ণকের হিন্দু-রমণী গ্রহণের প্রসঙ্গ বিচার করিব।

"সতীর" উদ্ধার

প্রবাদ এইরূপ যে, ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্ণক গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালীন এক সতীদাহের দৃশ্য দেখিতে পান। "সতী" সুন্দরী যুবতী; অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় সমাজচ্যুতা হইবার আশঙ্কায় মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে প্রস্তুতা হইয়া নদীতীরে উপস্থিতা হইলে, চার্ণক সতীকে রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সতী পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী মাত্র; বৃদ্ধ স্বামীর সহগমনে উদ্যতা হইলে সতী-সৌন্দর্য্য-লুব্ধ চার্ণক তাঁহার প্রহরিগণকে সতীর উদ্ধারের আদেশ দেন। ফলে, প্রহরিগণ কালের করাল কবল হইতে, সতীকে রক্ষা করিয়া চার্ণকের হস্তে সমর্পন করে। যুবতীকে চার্ণক গৃহে লইয়া যান। যুবতীর গর্ভে চার্ণকের সন্তান-সন্ততি হয়; তন্মধ্যে তিন কন্যারই তিন ইংরাজের সহিত বিবাহ হয়। প্রথমা, মেরি, চার্লস আয়ারকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা, এলিজাবেথ, কলিকাতার জনৈক বণিক্ উইলিয়াম বোত্রিজের সহিত বিবাহিতা হন এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন। তৃতীয়া ক্যাথেরিন্, কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জোনাথেন হোয়াইটকে বিবাহ করেন। প্রকাশ এই যে, চার্ণকের হিন্দুপত্নী পঁচিশ বৎসর জীবিতা থাকিয়া দেহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে

সেণ্ট জন চার্চ্চ-ইয়ার্ডে গোর দেওয়া হয়। চার্ণক অত্যন্ত পত্নীবৎসল ছিলেন এবং স্ত্রীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা থাকুক, স্ত্রীর পরামর্শে নিজেই পৌত্তলিক হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাহার গোরস্থানে বাৎসরিক একটী করিয়া মোরগ উৎসর্গ করিতেন।

প্রবাদের মূল

এই প্রবাদের মূল হইতেছে দুই জন ইংরাজের বর্ণনা। গবর্ণর হেজেস, তাঁহার পুস্তকে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন যে, হুগলী ও কাশীমবাজারের শাসনকর্ত্তা বুলচাঁদ ঐ তারিখে হেজেসের নিকট একজন হিন্দু প্রেরণ করেন। প্রেরিত হিন্দু হেজেসকে নিবেদন করে যে, চার্ণক ১৯ বৎসর ধরিয়া এক হিন্দু স্ত্রীলোককে নিজ সঙ্গে রাখিয়াছেন এবং এই স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত আছেন, অথবা, অল্পদিন পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হেজেস লিখিয়াছেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন যে, চার্ণক যখন পাটনায় থাকিতেন, তখন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদি সহ চার্ণকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে।

(১) হেজেসের দৈনন্দিনলিপি

অন্য একজন ইংরাজ, আলেকজান্দার হ্যামিল্টন বলিয়াছেন যে, মোগলদিগের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে চার্ণক সহমরণ-গমনে-উদ্যতা এক হিন্দু সতীকে উদ্ধার করেন এবং এবং তাহার সহিত একত্র বাস করিতে থাকেন। এই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মে এবং তাহার

(২) হ্যামিল্টন

* হেজেসের দৈনন্দিন লিপি হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশদৃষ্টে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। "1682. Decr. This morning a Gentoo sent by Bulchand, Governor of Hooghly and Cossimbazar made a complaint to me that Mr. Charnock did shamefully, to the great Scandull of our Nation, keep a Gentoo woman of his kindred, which he had done these 19 years. I was further informed by this and divers other persons that when Mr. Charnock lived at Pattana upon complaint made to the Nabob that he kept a Gentoo's wife (her husband being still living, or but lately dead) who was run away from her husband and stollen all his money and Jewels to a great value, the said Nabob sent 12 soldiers to seize Chornock" &c. (Hedge's Diary) ইহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে তাহার গোরস্থানে বাৎসরিক একটী করিয়া মোরগ উৎসর্গ করেন *।

এই দুইটী বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই, এযাবৎ যে কেহ চার্ণকের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই চার্ণকের হিন্দুস্ত্রীর কথা কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা কয়েকজন গ্রন্থকারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) ১৮৫১ সনে যে ("Bengal Obituary") বঙ্গদেশে মৃতের তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে গ্রন্থকার জব চার্ণকের হিন্দুস্ত্রীর কথা বলিয়াছেন। হ্যামিল্টনের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার চার্ণকের সতী উদ্ধার, মোরগ উৎসর্গ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) রেণী সাহেব তাঁহার ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত কলিকাতার বিবরণীতে (Historical and Topographical Sketch of Calcutta) সতী উদ্ধারের কথা বলিয়াছেন এবং এই "সতীর" যে সেণ্ট জন চার্চ্চ ইয়ার্ডে (St. John's Church yaid) সমাধি হয়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। রেণী এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

* "Before the war, Mr. Charnock went one time with his ordinary guard of soldiers to see a young widow act that tragical catastrophe, but he was so smitten with the widow's beauty, that he sent his guards to take her by force from her executioners and conducted her to his own lodgings. They lived lovingly many years and had several children. At length, she died, after he had settled in Calcutta. But instead of converting her to Christianity, she made him a proselyte to paganism and the only part of Christianity that was remarkable in him was his burying her decently and he built a tomb over her, where all his life after her death, he kept the anniversary day of her death by sacrificing a cock on her tomb after the pagan manner; this was and in the common report and I have been creditably informed, both by Christians and Pagans, who lived at Calcutta under his Agency, that the story was really matter of fact." (Hamilton's Journal) ইহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইয়াছে।
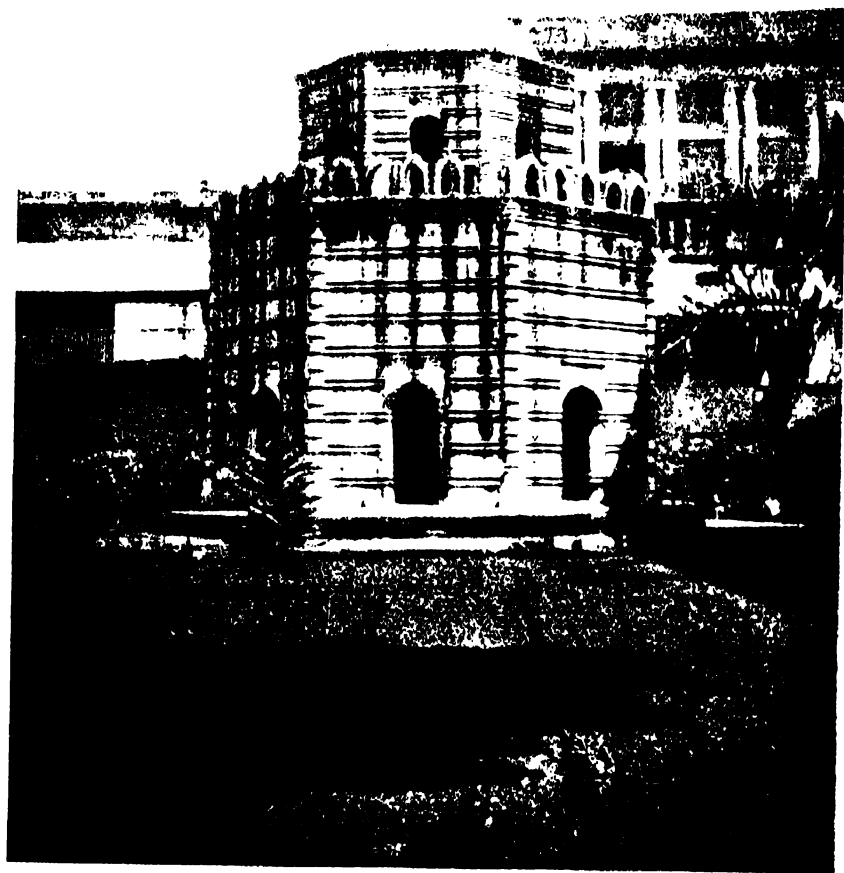
জবচার্ণকের সমাধিস্থল

(৩) কেরী সাহেব ("Good old days of Honorable John Company") তাঁহার পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইহা সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত কটন সাহেব কলিকাতার বিবরণী (Calcutta : Old and New) নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখকালে বলিয়াছেন যে, কলিকাতাবাসী সকলেই চার্ণকের সময় হইতেই এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বৃত্তান্তের মূল হইতেছেন, দুইজন ইংরাজ—হেজেস ও হ্যামিল্টন। কিন্তু, তাহা হইলেও আমরা এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। প্রথম কারণ এই যে, হেজেস ও হ্যামিল্টন কেহই চার্ণককে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। অধিকন্তু, হ্যামিল্টন সতীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া চার্ণককে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে চান; কিন্তু হেজেস বলেন যে, চার্ণক পাটনায় এক পলায়িতা হিন্দু স্ত্রীলোকের সহিত থাকিতেন এবং ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী হেজেসের মতে জীবিত বা অল্পকাল পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। হেজেস ও হ্যামিল্টনে প্রথমতঃই এই গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। পরে, চার্ণকের পক্ষে সহমরণে উদ্যতা হিন্দুস্ত্রীর উদ্ধার সাধন দুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং, উদ্ধার করিলেও, চার্ণক যে গুরুতর শাস্তি পাইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তথাচ এরূপ কোন ব্যাপার উল্লিখিত নাই।

বৃত্তান্ত অবিশ্বাসযোগ্য

অপিচ, পূর্ব্বোল্লিখিত "Bengal Obituary"তে জব-চার্ণকের হিন্দু-স্ত্রীর সমাধির কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু, ঐ সমাধিস্থল (যাহাতে জব চার্ণকের হিন্দুস্ত্রীর সমাধি হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়) চার্ণকের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং, চার্ণকের জীবিতকালে, চার্ণক-পত্নীর ঐ সমাধিস্থলে সমাধি হওয়া কিছুই সম্ভবপর নহে। পর-লোকগত ডাক্তার উইলসন বলিয়াছেন যে, এই সতী উদ্ধার ব্যাপার কাল্পনিক আখ্যান মাত্র।)

জব চার্ণক

দ্বিতীয় প্রস্তাব—কাশীমবাজার এবং হুগলি।

বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হেজেস ও চার্ণকের মনোমালিন্য

আমরা জব-চার্ণক সম্পর্কীয় প্রথম প্রস্তাবে যে হেজেসের উল্লেখ করিয়াছি, সেই হেজেসই ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। হেজেসের সহিত চার্ণক বা কৌন্সিলের অন্য কাহারও কোন বনিবনাও হয় নাই। হেজেস বনিবনার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। বঙ্গদেশে পৌছিয়া কোথায় অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, তা না তিনি সকলের সহিত বিবাদে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। চার্ণক তখন কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ও কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য। চার্ণক প্রায় পঁচিশ বৎসর কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া পরিপক্ক হইয়াছেন; সুতরাং, হেজেসের ন্যায় নবাগত ব্যক্তির চার্ণকের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করা উচিত ছিল। অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করা দূরে থাকুক, তিনি অন্যান্য সকলকেই অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চার্ণক কুক্রিয়াসক্ত, চার্ণক হিন্দুর স্ত্রী অপহরণ করিয়া নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন, এই সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চার্ণককে আদৌ দেখিতে পারিতেন না এবং সকল কর্ম্মচারীকে নিজ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতেও বিমুখ হইলেন না।

যতদূর অবগত হওয়া যায়, গবর্ণর হেজেস সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেজেস জানিতেন যে, কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই নিজ নিজ অর্থ-বৃদ্ধির জন্য গোপনে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে কোম্পানীর অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষতি হইত। কিন্তু, এই গোপন বাণিজ্য প্রতিরোধের জন্য তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশে সকল ইংরাজই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। চার্ণক অনন্তরাম * নামক এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির

* অনন্তরাম কোম্পানীর দালাল ছিলেন। রঘুপোদ্দার নামক কোম্পানীর খাজাঞ্চী তহবিল তছরুপাত করিবার জন্য রঘুকে অনন্তরামের নিকট রাখা

সতীর সহমরণ

সাহায্যে নিজ ব্যবসায় চালাইতেন। সেজন্য, হেজেস চার্ণককে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। হেজেস সাহস করিয়া চার্ণকের বিরুদ্ধে ডিরেক্টরগণকে জানাইতে ভরসা পান নাই; কিন্তু, তাঁহার দৈনিক-লিপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই চার্ণকের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন *। চার্ণকও পদে পদে হেজেসের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন।

এই অন্তর্ব্বিদ্রোহের ফলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। কেহই কাহারও আদেশ প্রতি পালন করিত না। কোন কুঠীরই অধ্যক্ষ হেজেসকে সম্মান করিতেন না। চার্ণক প্রকাশ্যভাবে হেজেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন এবং কোন গবর্ণরই এপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এরূপ ক্ষেত্রে জয় লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ অহঙ্কার করিতে লাগিলেন। ফলেও তাহাই দাঁড়াইল। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে হেজেস কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

মোগলের সহিত ইংরাজের বিবাদ

এই সময়ে মোগলের সহিত ইংরাজের আদৌ বনিবনা ছিল না। নানা কারণে এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। পাটনার কুঠীর কয়েকজন সাহেবকে বিহারের শাসনকর্ত্তা বিনাপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে, হুগলির অধ্যক্ষ গঙ্গাতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু, নবাব সায়েস্তা খাঁ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। অধিকন্তু, ইংরাজ কোম্পানী বাৎসরিক যে তিন সহস্র মুদ্রা শুল্ক স্বরূপ রাজকোষে দিতেছিলেন তদ্ব্যতীত আমদানী দ্রব্যের মূল্যের উপর ৩৷৹ টাকা অতিরিক্ত শুল্ক চাহিয়া বসিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের ফার্ম্মানের দোহাই দিলেন; কিন্তু, সায়েস্তা খাঁ সে ফার্ম্মান আমলে আনিলেন না।

এই সকল কারণে হেজেস পদচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই ডিরেক্টরগণকে লিখিয়াছিলেন যে, মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচীন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবিধামত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণও একান্ত কর্ত্তব্য। চার্ণক ও অন্যান্য সকলেই এই যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু, ডিরেক্টরগণ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলের সহিত সহিত যুদ্ধ করিলে সকলই পণ্ড হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় তাঁহারা

হয়। অনন্তরামের নির্য্যাতনে রঘুর প্রাণান্ত হয়। মোগল শাসনকর্ত্তাকে ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দানে এই ব্যাপার শান্ত হয়। অবশ্য এই টাকা ইংরাজকেই দিতে হইয়াছিল।

সম্মতি প্রদানে ইতঃস্তত: করিতেছিলেন। কিন্তু, বিনা যুদ্ধেও বাণিজ্য নষ্ট হইতে চলিল। ঢাকার নবাব বিনাপরাধে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে শাস্তি দিতে লাগিলেন। চার্ণকের সহিত দেশীয় বণিক্‌গণের বিবাদ হওয়াতে নবাব চার্ণক ও তাঁহার সহকারিগণকে ৪৩,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। জরিমানা না দেওয়াতে নবাব চার্ণককে ঢাকায় যাইবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। চার্ণক অবশ্যই অস্বীকার করিলেন। ইহাতে সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত কুপিত হইয়া যাহাতে চার্ণক গোপনে কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সিদ্ধীস্থ কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন।

চার্ণকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এই সকল সংবাদে ডিরেক্টরগণ যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচীন বোধ করিলেন; কিন্তু, তৎপূর্ব্বে ফোর্টসেণ্ট জর্জ্জের শাসনকর্ত্তাকে ঔরংজীবের নিকট হইতে ফার্ম্মান গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ, এবং ভবিষ্যতে নবাব বা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজের উপর অত্যাচার না করিতে পারে, তাহার আদেশ প্রদানের বন্দোবস্ত করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন।

ডিরেক্টরগণ আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিলেন। সম্রাট যে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না, ইহা ডিরেক্টরগণ সবিশেষ অবগত ছিলেন; সুতরাং, ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের নিকটে প্রতিশোধ কামনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, ঔরংজেব ও সায়েস্তা খাঁকে শিক্ষা দিবার জন্য নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক জাহাজে ১০।১২টী করিয়া কামান ও ছয় শত সৈন্যও এই জাহাজে রওয়ানা হইল। ইংরাজ-জাহাজের অধ্যক্ষগণ, মক্কাগামী মোগল জাহাজও লুণ্ঠনে আদিষ্ট হইলেন।

নিকলসন মাদ্রাজ পৌছিলেন এবং তথা হইতে আরও চারিশত সৈন্য সহ বালেশ্বর পৌছিতে আদিষ্ট হইলেন। বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম যাইয়া ঐ বন্দর অধিকার ও সুরক্ষিত করিয়া এবং যাহাতে কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আরাকান-রাজের সহিত মিত্রতা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। ডিরেক্টরগণ, নিকলসনকে টাকশাল নির্ম্মাণ এবং রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতিরও আদেশ দিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া ইংরাজের

মোগলের সহিত সন্ধি করিতে হইবে, ডিরেক্টরগণ এই আদেশ প্রেরণ করিলেন। ডিরেক্টরগণ সন্ধির সর্ত্তও স্থির করিয়া দিলেন। ইংরাজের প্রস্তুত টাকা বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট-দত্ত ফার্ম্মানানুযায়ী সর্ত্তে ইংরাজগণ বাণিজ্য করিবেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ করিবেন। জব চার্ণক বঙ্গদেশের গবর্ণর হইবেন, ইহাও তাঁহারা স্থিরীকৃত করিলেন।

হুগলিতে চার্ণক

ইতিমধ্যে চার্ণক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাবী সৈন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলি পৌঁছিলেন। চার্ণক হুগলি পৌছিয়া শুনিতে পাইলেন যে, ডিরেক্টরগণ যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন। ঐ সনের শেষভাগে মাদ্রাজ হইতে চারিশত সৈন্য হুগলি পৌছিল। এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিরুদ্ধে সায়েস্তা খাঁ তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী হুগলি রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। হুগলির শাসনকর্ত্তা আবদুলগণি এই সৈন্যে বলীয়ান হইয়া ইংরাজদিগকে হুগলির বাজারে খাদ্যাদি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন এবং ইংরাজকে বাজারে যাইতেও নিষেধ করিলেন। এই অন্যায় নিষেধের ফলেই হুগলির যুদ্ধ ঘটে।

হুগলির খণ্ড-যুদ্ধ

১৬৮৬ সনের ২৮ শে অক্টোবর দুইজন ইংরাজ সৈন্য চিরন্তন প্রথানুসারে হুগলির বাজারে খাদ্যাদি ক্রয়ে গমন করিলে ফৌজদারের আদেশে ইংরাজ দুই জনকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হয়। এই সংবাদে, কুঠী হইতে একদল সৈন্যসহ কাপ্তেন লেজলি প্রেরিত হন। নবাবী সৈন্য ইংরাজদের সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু, তৎপূর্ব্বে ইংরাজের কুঠীর চতুর্দ্দিকস্থ গৃহে অগ্নি প্রদান করে। এদিকে কাপ্তেন নিকলসনের মানোয়ারী সৈন্য নবাবের কামানগুলি অধিকার করিলে, ফৌজদার পলায়নই সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘাস্ত্র বিবেচনা করিয়া ছদ্মবেশে নগর পরিত্যাগ করেন। ইংরাজ পক্ষে মাত্র ১জন হত ও মুসলমান পক্ষে ৬০ জন হত ও অনেকে আহত হয়।

সন্ধি

ফৌজদার এই ব্যাপারে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। চার্ণকও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর যেরূপ হইতেছিল, সেইরূপ ইংরাজদিগকে খাদ্যাদি ও ভৃত্য সরবরাহ করিলে, তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সেই সময়ে কোম্পানীর সোরা বোঝাই হইতেছিল। যুদ্ধ চলিলে এই

সোয়া বোঝাই বন্ধ হইবে, সেই আশঙ্কায়ই ইংরাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন; সুতরাং, যতদিন সোরা বোঝাই শেষ না হয়, অন্ততঃ ততদিন তাঁহাদিগের পক্ষে সন্ধিই সুবিধাজনক মনে করিলেন। কিন্তু, সন্ধি হইলেও, প্রতারক নবাবকে শিক্ষা দিবার জন্য, ইংরাজ নদীমুখে নবাবের জাহাজ অধিকারে বিরত হইলেন না। কাপ্তেন নিকলসনও বালেশ্বরে পৌছিয়া সুবিধামত মোগল জাহাজ আটক করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সঙ্গে ইংরাজ স্থানীয় এক জমিদারের সহিত গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। এই জমিদার ইংরাজদিগের আবশ্যকমত রসদ সরবরাহ এবং দুর্গ নির্ম্মাণে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইংরাজ স্থির করিলেন যে, সোরা বোঝাই হইয়া গেলে হুগলির কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীকে বন্দী করিয়া ঐ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। উহাদের বন্দী করিলে আবশ্যকমত বন্দী বিনিময় করা যাইবে, মনে মনে ইহাই ধারণা করিলেন। কিন্তু, এদিকে সায়েস্তা খাঁ, হুগলির খণ্ড যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হুগলিতে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, ইংরাজ ২০শে ডিসেম্বর হুগলি পরিত্যাগ করিলেন।

জব চার্ণক

তৃতীয় প্রস্তাব—সূতানটী বা কলিকাতা

হুগলি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সূতানটী পৌছিলেন এবং কিছুদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকা হইতে নবাবের কর্ম্মচারী পৌছিলে, চার্ণক নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথম,—ইংরাজকে নবাব দুর্গনির্ম্মাণোপযোগী স্থান দিবেন এবং ইংরাজ তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ,—নবাব মালদহের কুঠী পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন ও লুণ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেন। অধিকন্তু, ইংরাজদিগকে তাঁহাদিগের পাওনা আদায়ে সাহায্য করিবেন। এই প্রস্তাব অবগত হইয়া, নবাব তিন জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিগণ উপর্য্যুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সন্ধি-পত্র নবাবের সহি ও মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য নবাবের নিকট প্রেরিত হইল। নবাব, বাদসাহ ঔরংজীবেরও সহি মোহরাঙ্কিত করিয়া দিবেন, এরূপ ভরসাও দিলেন।

সূতানটীতে ইংরাজ

কিন্তু, সায়েস্তাখাঁর বাস্তবিক সন্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না। চতুর নবাব কেবল অবসর অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিন সপ্তাহ "গড়িমিশি" করিয়া তিনি সন্ধিপত্র প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ইংরাজগণের সকল দাবীই অন্যায্য ও অন্যায্য দাবীতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের উপরও যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। যাহাতে আর ইংরাজ বণিক্ বাঙ্গালায় না থাকিতে পারেন, তজ্জন্য অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারীর নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন। সুতরাং, ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। ইংরাজ হুগলীস্থ নবাবের লবণের কুঠী ভস্মীভূত করিয়া, হিজলি অধিকার করিলেন। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মীরকাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। ১৬৮৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, ৪২০ জন সৈন্য সহ চার্ণক হিজলিতে নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন।

ইংরাজের বালেশ্বর অধিকার

হিজলী অধিকারের পর, চার্ণক ১৭০ জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর অধিকারে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। বিলাতের ডিরেক্টর সভা, কয়েকদিন মধ্যে হুগলি লুণ্ঠন, বালেশ্বর ধ্বংশ ও হিজলী অধিকারের সংবাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন; কিন্তু, ঔরংজেব এ সংবাদে বিচলিত হইলেন না। বস্তুতঃ, বাদসাহ এই সংবাদ অবগত হইলে "হুগলি ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত নগরগুলি কোথায়?"—এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। এদিকে সায়েস্তাখাঁও অবিচলিত চিত্তে হিজলী পুনরাধিকারের জন্য যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন।

এদিকে, হিজলীস্থ ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। হিজলীর জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ ছিল। গ্রীষ্মকাল—অনভ্যস্ত ইংরাজ সৈন্যের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। রীতিমত রসদাদিও সরবরাহ হইতেছিল না। গোমাংস ও সামান্য মৎস্য ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যাইত না। এই সকল কারণে প্রত্যহই ইংরাজ-সৈন্য ক্ষয় হইতেছিল। অধিবাসীরাও ক্রমে ক্রমে স্থান পরিত্যাগ করিতেছিল এবং যে জমিদার ইংরাজদিগকে সাহায্যের ভরসা দিয়াছিলেন, তিনিও এক্ষণে পশ্চাৎপদ হইলেন। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ রসুলপুরের অপর দিকে কামানশ্রেণী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; সুতরাং, ইংরাজও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ, একবার আক্রমণ করিয়া, তাঁহারা পঞ্চদশ সহস্র চাউলের বস্তা অধিকার করিলেন এবং দ্বিতীয় আক্রমণে মোগলের কামান-শ্রেণী অধিকার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গোলা বারুদ ইংরাজের হস্তগত হইল।

এই সময়ে, দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ নবাব-সেনাপতি আব্দুল সামাদ খাঁ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে ইংরাজ-পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। মাত্র একশত সৈন্য অবশিষ্ট থাকিল। হিজলী অধিকার আবদুল সামাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজের উদীয়-মান সুখ-সূর্য্য অস্তমিত মোগল-চন্দ্রিমার নিকট জ্যোতির্হীন হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে ৬০ জন গোরা সৈন্য পৌঁছিল এবং এই সৈন্য পৌছা সংবাদে মোগল সৈন্য ভীত হইয়া পড়িল। চার্ণকও কৌশলাবলম্বন করিয়া, ২।১টী করিয়া সৈন্য দুর্গ মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘাটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ৪০।৫০টী সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ঘাটে একত্রীভূত হইলে,

সাজসজ্জাসহ ও কুচকাওয়াজ সহকারে এই সৈন্য পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই প্রকারে কয়েকবার ধুমধামের সহিত সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিলে, বিপক্ষগণ মনে করিতে লাগিলেন, ইংরাজ জাহাজে অনেক গোরা সৈন্য পৌছিয়াছে এবং নবাবের পক্ষে হিজলী অধিকার সুদূর পরাহত। সুতরাং, মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ ৪ঠা জুন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সুতানটীতে যে সন্ধির সর্ত্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আবদুল সামাদ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং ইংরাজ-বাহিনী ধুমধামের সহিত হিজলী পরিত্যাগ করিল।

হিজলী পরিত্যাগ

এই সকল বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইংরাজদিগকে উলুবেড়িয়ায় দুর্গ নির্ম্মাণে ও হুগলি কুঠীতে থাকিয়া বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু, টাকশাল স্থাপন ও ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সাহনসার আদেশ ব্যতীত সঠিক কিছুই সম্ভবপর নহে, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক বুঝিতে পারিলেন যে, এ যুদ্ধ সহজে ক্ষান্ত হইবার নহে। কিন্তু, বর্ত্তমানে, এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার কোন গত্যন্তর রহিল না।

চার্ণকের এই সম্মতিতে ডিরেক্টর সভা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন যে, চার্ণকের নিজ বাণিজ্যের ক্ষতি হয় বলিয়াই তিনি নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধি নবাব যদি বঙ্গদেশে ইংরাজ কোম্পানীকে দুর্গ নির্ম্মাণে ও টাকশাল স্থাপনে অনুমতি না দেন, তবে আর তাঁহারা মোগলের রাজ্যে বাণিজ্য করিবেন না এবং যে প্রকারেই হউক, মোগল ও তাঁহার প্রজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন। চার্ণক ইতিমধ্যে উলুবেড়িয়ায় ডক নির্ম্মাণ করিতেছিলেন; কিন্তু, ঐস্থান পছন্দ না হওয়ায় তিনি নবাবের অনুমত্যানুসারে সুতানটীতে সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণের জন্য কুঠী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। হুগলি, উলুবেড়িয়া এবং হিজলী অপেক্ষা সুতানটীতে কুঠী স্থাপনই সমীচীন বিবেচনা করিয়া, চার্ণক সুতানটী সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থাও করিতেছিলেন।

সুতানটী পরিত্যাগের আদেশ

এই সময়ে নবাব আদেশ দিলেন যে, পত্র পাঠ ইংরাজ যেন সুতানটী পরিত্যাগ করিয়া হুগলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সুতানটীতে যেন তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তরের কোন গৃহ নির্ম্মাণ না করেন। নবাব, চার্ণকের নিকটে ক্ষতি পূরণেরও দাবী করিলেন। এই সময়ে চার্ণক যুদ্ধের জন্য

আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, কিম্বা, উৎকোচ প্রদানে নবাবের কর্ম্মচারিগণকে হস্তগত করিবারও উপযুক্ত অর্থ তাঁহার নিকটে ছিল না। সুতরাং, বাধ্য হইয়া তিনি কৌন্সিলের দুইজন সদস্যকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। সদস্যগণ নবাব যাহাতে ইংরাজগণ সুতানটীতে থাকিতে পান এবং কুঠী নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইলেন।

কাপ্তেন হীৎ

এই সময়েই, ডিরেক্টারগণ কাপ্তেন হীৎকে বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা চার্ণককে মিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিয়া, চট্টগ্রামে যাওয়াই স্থির করিলেন। হীৎ, পৌছিয়াই চার্ণক ও অন্যান্য সকলকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগের আদেশ দিলেন। চার্ণক সুতানটীতে থাকিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, তখনও নবাবের সহিত সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু, হীৎ, নবাবের প্রতারণা-পূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চার্ণকের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ডিরেক্টরগণ জানাইয়াছিলেন যে, যদি চার্ণক সুতানটী রক্ষার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তবে হীৎ যেন চট্টগ্রাম না যাইয়া সুতানটী আরও সুদৃঢ় করেন। বিশেষতঃ, কলিকাতায় কুঠী না থাকিলে মালদহে বা কাশীমবাজারে কুঠী রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। এই জন্য চার্ণকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য হীৎ আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কলিকাতার কৌন্সিলও যুদ্ধে বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কায় সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংরাজের পরম শত্রু সায়েস্তা খাঁ এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে শান্তিপ্রিয় নবাব বাহাদুর খাঁ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং, সন্ধিরও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু, কাপ্তেন হীৎ সায়েস্তাখাঁর পূর্ব্বের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কৌন্সিলকে জানাইলেন যে, বঙ্গদেশে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার কেবল তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং, তিনি সুতানটী থাকিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু, অব্যবস্থিত হীৎ শীঘ্রই সে মতলব পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, নবাব আরাকান রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন এবং নবাব যদি পুরাতন সকল সর্ত্ত রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং দুর্গ নির্ম্মাণে অনুমতি দেন, তবে তিনি আরাকান রাজের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন।

কিন্তু, নবাব এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বেই হীৎ পুনর্ব্বার নিজ মত পরিবর্ত্তন করিয়া, চট্টগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ৮ই নবেম্বর সুতানটী পরিত্যাগ করিলেন।

সুতানটী পরিত্যাগ

১৯শে নবেম্বর হীৎ ও কলিকাতা কুঠীর কর্ম্মচারিগণ বালেশ্বর পৌঁছিলেন। বালেশ্বরে পৌঁছিলে হীৎ ও চার্ণক জানিতে পারিলেন যে, বালেশ্বরের ফৌজদার কোম্পানীর সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ফৌজদার, ইংরাজদিগকে বালেশ্বর পরিত্যাগ বা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে নিষেধ করাতে, কাপ্তেন হীৎ, দুইজন ফ্যাক্টারকে পত্রসহ ফৌজদারের নিকট প্রেরণ করিলেন। ফৌজদার উত্তর করিলেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা নবাবের আদেশানুযায়ীই করিয়াছেন এবং যদি তিনি নবাবের বিনা-নুমতিতে কোম্পানীর দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করেন, তবে তাঁহার মস্তক স্কন্ধ-চ্যুত হইবে। তিন দিবস পরে, কাপ্তেন হীৎ পুনরায় দুইজন ইংরাজ প্রেরণ করিলেন এবং যদি ফৌজদার দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ না করেন, তবে ইংরাজ বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, ফৌজদার সম্মত না হওয়াতে, ইংরাজ বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের ফলে ইংরাজ পক্ষে চারি জন হত ও তিন জন আহত হইলেন। মুসলমানপক্ষে যথেষ্ট হতাহত হইল।

বালেশ্বর

এই সময়ে চার্ণক ও হীৎ সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং ইংরাজ-কোম্পানী যে কোন সর্ত্ত প্রার্থনা করুন না কেন, তাহাই তিনি পূর্ণ করিবেন। চার্ণক পুনর্ব্বার সুতানটীতে প্রত্যা-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অব্যবস্থিত হীৎ ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৮ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন। কিন্তু, চট্টগ্রাম জয় সুদূর পরাহত দেখিয়া হীৎ মান্দ্রাজে প্রস্থান করিলেন। ইংরাজ ভাবিলেন যে বাঙ্গালার বাণিজ্য চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইল।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ

এই ব্যাপারে বাদসাহ ঔরংজেব অসন্তুষ্ট হইলেন। একবার স্থির করিলেন যে, এই মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিককে তিনি ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। কিন্তু, ইহাদের দূরীভূত করা সহজসাধ্য নহে বুঝিয়া এবং ইংরাজের সহিত বাণিজ্য বিশেষ লাভজনক বলিয়া ইংরাজ-দিগকে পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। অন্য আর একটী গুরুতর কারণও ছিল। সম্রাট গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিবাদে মক্কাগামী যাত্রী-জাহাজ ইংরাজের হস্তে পড়িবে,

এই আশঙ্কায় তিনি নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ইংরাজকে পূর্ব্বের মত বাণিজ্যাধিকার দিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সন্ধি

নবাব ইব্রাহিম শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি সাহানসার আদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ ইংরাজদিগকে কারামুক্ত করিলেন এবং জব চার্ণককে কলিকাতা প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। চার্ণক পূর্ব্বের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সম্রাটের ফার্ম্মান না পাইলে, তিনি প্রত্যাগমনে প্রস্তুত নহেন, এইরূপ উত্তর দিলে, নবাব দ্বিতীয়বার চার্ণককে পত্র দিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে ফার্ম্মান আনাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। ফার্ম্মান পৌছিতে বিলম্ব হইবে বিধায় চার্ণক যাহাতে সত্বর প্রত্যাগমন করেন, তজ্জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। এই নিমন্ত্রণের ফলে চার্ণক ও তাঁহার ফ্যাক্টরগণ ২৪শে আগষ্ট সুতানটী পৌছিলেন। হুগলির ফৌজদার তাঁহাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন।

১৬৯১ সনে নবাব ইব্রাহিম স্বকীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে চার্ণককে সম্রাট প্রদত্ত ফার্ম্মান আনাইয়া দিলেন। এই ফার্ম্মানে নবাবের অধীনস্থ মুৎসুদ্দি, জাইগীরদার, গোমস্তা, ফৌজদার, জমাদার ও কাননগুইদের অবগত করান হইল যে, ইংরাজের সহিত সন্ধি করা হইয়াছে এবং তাঁহারা পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ ইংরাজ কোম্পানীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই ফার্ম্মানের বলেই জব চার্ণক সুতানটীতে দৃঢ় করিয়া কুঠী স্থাপন করিলেন।

সুতানটীর কুঠী ও চার্ণকের মৃত্যু

(সুতানটীতে কুঠী স্থাপনই চার্ণকের জীবনের শেষ কার্য্য। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিস-রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া, চার্ণক ১৬৯৩ সনের, ১০ই জানুয়ারী দেহ ত্যাগ করেন।

চার্ণকের-চরিত্র

চার্ণকের চরিত্রসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, পরলোকগত ডাক্তার উইলসন চার্ণক-চরিত্র বর্ণনা করিতে করিতে আমাকে যে বলিয়াছিলেন "For my part, I prefer, to forget the minor blemishes and to remember only his resolute determination, his clear-sighted wisdom, his honest self-devotion, and so leave him to sleep on in the heart of the City, which he founded." অর্থাৎ "জব চার্ণকের চরিত্রে খুঁত থাকিলেও আমি সে সকল খুঁত ভুলিয়া যাইয়া তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দূর দৃষ্টি এবং স্বার্থত্যাগের কথাই মনে করিতে পছন্দ করি" এই কথার সহিত সকলেই এক মত হইবেন।)

নূতন কোম্পানীর তগমা

By kind permission
of The Government of India

ইংরাজের দৌত্য—২

সময়—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ

"And, therefore the Sovereignty of the seas being the most precious Jewell of the Crowne, and next under God the principall means of our wealth and Safetie; all true English hearts and hands are bound by all possible means and diligence to preserve and maintain the same, even at the uttermost hazzard of their lives, their goods and fortunes."

(Sir John Burroughs.)

পুরাতন ও নূতন কোম্পানী

তখন নূতন ও পুরাতন দুই কোম্পানীতে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে, গবর্ণমেণ্টের দুই কোটী টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এই টাকার জন্যই তথাকার গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া নূতন একটী কোম্পানী গঠনের অনুমতি দিতে হয়। এই নূতন কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপনীত হইলে পুরাতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহাসভায় একখানি আবেদন পত্র পেশ করেন। নূতন (এবং প্রতিদ্বন্দ্বী) কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলে যে পুরাতনের বিস্তর অসুবিধা হইবে—সেই সমুদায় বিষয় উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রেরিত হইলেও নূতন কোম্পানীর সনন্দ পাইতে কোনই বিঘ্ন হইল না। প্রকৃতপক্ষে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদার প্রভৃতির মধ্যে অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি থাকিলেও, বিলাতে সকলেই কোম্পানীকে ততটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং, সহজেই পার্লিয়ামেণ্ট ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় একটী কোম্পানী স্থাপনের অনুমতি দিলেন।

ইহাতে বিবাদ বিসংবাদ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পুরাতন কোম্পানী নূতন কোম্পানীকে ভয় করিয়া চলা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দূরদেশস্থ

এজেন্টদিগকে যে ভাবে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নূতন কোম্পানীর সহিত বিবাদ বাধাইতেই তাঁহারা সমুৎসুক ছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন "যেমন এক রাজ্যে দুইজন রাজা থাকিতে পারেন না, তদ্রূপ এদেশেও একত্র দুইটী কোম্পানী থাকিতে পারে না। পুরাতনে এবং নূতনে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে এবং ২।৩ বৎসরের যুদ্ধে যে হয় একদল জিতিবেই। পুরাতন কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই দক্ষ; সুতরাং, যদি কর্ম্মচারিগণ রীতিমত ভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই প্রকার অন্তর্বিরোধে পৃথিবী হাসিবে; হাসুক—উপায় নাই।"

উভয়ের কলহ

একই উদ্দেশ্যে দুইটী কোম্পানী স্থাপিত হওয়াতে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলমাল বাধিয়া গেল। তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় নরপতি তৃতীয় উইলিয়াম নূতন কোম্পানীর দিকেই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং, তিনি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে হিন্দুস্থানের সম্রাট, ঔরংজীবের নিকট এই সদ্যোজাত শিশু-কোম্পানীর জন্য ফার্ম্মান ইত্যাদি লইবার প্রত্যাশায় স্যার উইলিয়াম নরিসকে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

নূতন কোম্পানীর ফার্ম্মান লাভের চেষ্টা

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের, ২৫শে সেপ্টেম্বর স্যার উইলিয়াম নরিস জাহাজ হইতে মছলিপট্টমে অবতরণ করিলেন। দুই কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ১৭০০ সনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মছলিপট্টমেই নিশ্চল হইয়া থাকিতে হইল। ১০ই ডিসেম্বরে তিনি সুরাট পৌঁছিলেন। কিন্তু, পুরাতন কোম্পানীর এজেণ্ট স্যার জন গেয়ারের চক্রান্তে সুরাটের শাসনকর্ত্তা নরিসকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু, পরে, নরিসের নিকট নরপতি উইলিয়াম প্রেরিত পত্রাদি দেখিয়া তাঁহাকে বন্দরে নামিতে অনুমতি দিলেন। তখন নূতন কোম্পানীর কনসাল স্যার নিকোলাস ওয়েট যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত রাজপ্রতিনিধি স্যার নরিসকে অভ্যর্থনা করিলেন।

স্যার উইলিয়ম নরিসের যাত্রা

১৭০১ সনের ২৬শে জানুয়ারী স্যার উইলিয়াম নরিস ৬০ জন ইউরোপীয়ান এবং ৩০০ শত দেশীয় সিপাহীসহ বাদসাহের ছাউনি অভিমুখে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুরাটের ৬০ ক্রোশ দূরস্থ কোকেলি নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানে সংবাদ আসিল যে, সুরাটের শাসনকর্ত্তা, পুরাতন কোম্পানীর এজেণ্ট স্যার জন গেয়ার এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে আটক করিয়া কয়েদ করিয়াছেন,

পুরাতন কোম্পানীর তগমা

By kind permission
of The Government of India

এবং, দুই লক্ষ টাকার হুণ্ডি লইয়া, তাঁহাদিগের উকীল রাজদরবারে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্ম যাত্রা করিয়াছেন। বাদসাহের নিকটে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আর্জি করিবার অভিপ্রায়ে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী নরিস সাহেব কাহার আদেশে এবং কি অপরাধে সুরাটের শাসনকর্তা, স্যার জন গেয়ার ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারিগণকে আটক করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্ম পত্র বাহক প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে স্যার জন নরিসের সঙ্গীয় পদাতিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কিন্তু, নরিসের শরীর-রক্ষী সৈন্যগণ অচিরেই সেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। পথিমধ্যে, স্যার নিকোলাস ওয়েট, তাঁহাকে সুরাট হইতে সংবাদ দেন যে, দক্ষিণ ভারতসমুদ্রে জলদস্যুর আক্রমণ নিবারণের জন্ম সুরাটের শাসনকর্তা তাঁহার নিকট জামিন চাহিয়াছেন। যে সকল জাহাজ লণ্ডন কোম্পানীর জাহাজ কর্তৃক ধৃত হইবে, কেবল সেই সকল জাহাজের জন্যই নরিস সাহেব জামিন হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই সকল বিষয়ে যে সাহানসা সম্রাটের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন, তাহারও আদেশ দিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী নরিস সাহেব আওরাঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী গেলগাঁ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া স্যার নিকোলাস ওয়েটকে সংবাদ দিলেন যে, স্যার জন গেয়ার এবং পুরাতন কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ মুক্ত হইলে হয়ত তাঁহারা প্রতিশোধ কামনায় সুরাট বন্দর আক্রমণ করিতে পারেন। এরূপ করিলে রাজ-দরবারে বিশেষ বিঘ্ন হইবে। সুতরাং, ইহার নিবারণ কল্পে ওয়েট সাহেব যেন বন্দরের নিকটে একটী যুদ্ধ জাহাজ রাখিয়া দেন, এবং গেয়ার ঐরূপ চেষ্টা করিলে যেন তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য বাধা প্রদান করেন। ২১শে তারিখে স্যার নিকোলাস ওয়েট নরিস সাহেবকে সংবাদ পাঠান যে, ফার্মান পাইবার জন্ম যত টাকারই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহা খরচ করিতে নরিস যেন বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত না হন; এবং যাহাতে বাদসাহ এ প্রস্তাব সহজেই গ্রাহ্য করেন, তাঁহারা তজ্জন্য প্রতি বৎসরে ছয় টাকা দরে ছয় হাজার মণ করিয়া সীসা দিবেন, নরিস যেন এইরূপ অঙ্গীকারও করেন।

৩রা মার্চ্চ নরিস সাহেব ব্রামপুরে পৌছেন। সেই স্থানে উজীর গাজি খাঁ অবস্থিতি করিতেছিলেন। নরিস সাহেব সপারিষদ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উজীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে, নরিস ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করিয়া, উজীরের সহিত

দেখা না করিয়াই শ্রীরামপুর পরিত্যাগ করিলেন এবং ৭ই এপ্রিল পার্ণেলায় উপনীত হইলেন। সম্রাট সেই সময়ে ছাউনি করিয়া এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজ-প্রতিনিধির আগমনের সংবাদ বাদসাহ সমীপে পৌছিলে বাদসাহ নরিসকে ছাউনি ফেলিতে অনুমতি দিলেন। শীঘ্রই ঔরংজীবের সহিত সাক্ষাতের সময়, এবং শোভাযাত্রা সংক্রান্ত শিষ্টাচার বিধিও নির্দ্ধারিত হইল।

ঔরংজীবের সহিত সাক্ষাত

১৭১১ সনের ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম প্রেরিত রাজ-দূত, ভারতবর্ষের অধিপতির সহিত দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গের দলবল নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন।

শোভাযাত্রা

১। অশ্বপৃষ্ঠে রাজ-প্রতিনিধির গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক।

২। দ্বাদশখানি শকটে, উপহারার্থ আনীত দ্বাদশটী পিত্তলের কামান।

৩। পাঁচখানি শকটে নানাবিধ বস্ত্রাদি।

৪। কতকগুলি শকটে নানাবিধ কাচের দ্রব্য এবং দর্পণাদিসহ একশত ব্যক্তি।

৫। সুসজ্জিত, আরবদেশীয় দুইটী উৎকৃষ্ট অশ্ব।

৬। রাজপতাকাধারী সাজ সজ্জা বিহীন আরব দেশীয় দুইটী উৎকৃষ্ট অশ্ব।

৭। উপহার-রক্ষক চারিজন অশ্বারোহী গোরা সৈন্য।

৮। লোহিত, শ্বেত এবং নীলবর্ণের পতাকা সমূহ ও সুসজ্জিত সাতটী মূল্যবান অশ্ব।

৯। নরপতি উইলিয়াম এবং রাজ-প্রতিনিধি নরিসের শিরস্ত্রাণ।

১০। রৌপ্য নির্ম্মিত বহু মূল্য জরীর কারুকার্য্য খচিত ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত পাল্কি।

১১। অন্য দুইটী শিরস্ত্রাণ।

১২। সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাদ্যকরগণ।

১৩। অশ্বপৃষ্ঠে রাজ-প্রতিনিধির পদাতিক সৈন্যের লেফটেনান্ট।

১৪। অশ্বারোহণে সুসজ্জিত দশটি ভৃত্য।

১৫। রাজা উইলিয়াম এবং রাজ-প্রতিনিধির কুলচিহ্ন *।

* Arms

১৬। সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ডঙ্কাবাহী সৈন্য এবং তুরিবাদক, সুসজ্জিত তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৭। রাজ-প্রতিনিধির শরীর রক্ষকদিগের সেনানায়ক।

১৮। ইংরাজী ধরণে বিশেষরূপে সজ্জিত দ্বাদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৯। রাজ-প্রতিনিধির অশ্বারোহী সৈন্যের সেনানায়ক।

২০। রাজা উইলিয়াম এবং রাজ-প্রতিনিধির সুবর্ণের গিল্টিকরা তথমা।

২১। মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বারোহণে মিঃ মিল এবং মিঃ হুইটেকার।

২২। উন্মুক্ত অসি হস্তে মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ মিঃ হিল।

২৩। বহুমূল্যবান, সুসজ্জিত পাল্কি আরোহণে রাজ-প্রতিনিধি স্যার জন নরিস।

২৪। পাল্কির সহিত সুসজ্জিত চারিজন ভৃত্য।

২৫। নরপতি উইলিয়ামের পত্র বহন করিয়া মূল্যবান পাল্কিতে সেক্রেটারী এডোয়ার্ড।

২৬। এই পাল্কির উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী দুইজন সাহেব।

২৭। সুসজ্জিত শকটারোহণে কোষাধ্যক্ষ ও রাজ-প্রতিনিধির খাস সেক্রেটারী।

রাজ-প্রতিনিধির অভ্যর্থন

ঔরংজীব ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত স্যার জন নরিসকে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। স্যার জন নরিস তখন নূতন কোম্পানীর জন্য ফার্মান প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট, এই প্রার্থনার উত্তর, উজীরকে জানাইবেন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়েক দিবস পরে, নরিস, বাদসাহের নজর স্বরূপ ২০০ মোহর প্রদান করাতে, ঔরংজীব কিছু সন্তুষ্ট হইয়াছেন বোধ হইল। কিন্তু, ইংরাজের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়েই সুরাট হইতে সংবাদ আসিল যে, জলদস্যু মক্কাযাত্রী সহ তিনখানি জাহাজ আটক করিয়াছে। এই জাহাজগুলি যাহাতে নিরাপদে বন্দরে পৌছে, তজ্জন্য উজীরগণ নরিস সাহেবের নিকট প্রতিভূ চাহিলেন এবং ভবিষ্যতে ইংরাজগণ যাহাতে মোগলের বাণিজ্যের কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না জন্মান তাহার জন্যও জামিন চাহিলেন। নরিস এই অন্যায়

প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে সম্রাটও ফার্ম্মান দিতে অস্বীকৃত হইলেন। বাধ্য হইয়া ৫ই নবেম্বর স্যার নরিস মোগল-ছাউনি পরিত্যাগ করিলেন।

বাদসাহের উজীরগণ নরিসকে জলদস্যুর জামিন হইতে সম্মত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্রামপুরে তাঁহার গতিও প্রতিরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্য সাহনসা প্রেরিত এক পত্র ও তরবারি পৌঁছিল এবং ৭ই জানুয়ারী নরিস তাঁহার গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইলেন। ১২ই এপ্রিল সুরাট পৌঁছিয়া তিনি ২৯শে তারিখে জন্মভূমি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সেণ্ট হেলেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

স্যার নরিসের মৃত্যু

কোম্পানীর কার্য্যেই স্যার নরিস নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন *।

* দুই কোম্পানী পরিশেষে ১৭০২ সনে এক কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইংরাজের দৌত্য—৩

(সময়—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

"*Behold then the true Form and Worth of Forraign Trade, which is :—The Great Revenue of the King ; The Honour of the Kingdom ; The Noble Profession of the Merchant ; The School of our Arts ; The Supply of our Wants ; The Nursery of our Mariners ; The Walls of the Kingdom ; The Means of our Treasure ; The Sinnews of our wars ; The Terrour of our Enemies.*"

(*Sir Thomas Mun : England's Treasure of Forraign Trade, London.*)

দৌত্যযাত্রার কারণ

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ যখন দেখিলেন যে, ইংরাজ কোম্পানী বাৎসরিক মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছামত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন হিন্দু ও অন্যান্য বণিক্‌গণ যে হারে শুল্ক প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিতেন, তদ্রূপ হার ইংরাজদিগের নিকট দাবী করিলেন। ইংরাজগণ ইহাতে তাঁহাদিগের বাণিজ্যে সমূহ ক্ষতি হইবে বুঝিতে পারিয়া, বিলাতে ডিরেক্টরগণের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা নবাবের এই আচরণের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাদসাহ সকাশে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন এবং যাহাতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধ্যক্ষগণ বঙ্গদেশের অধ্যক্ষের সহিত একত্র হইয়া এই কার্য্য করেন, তজ্জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতার শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশ হইতে সারমান ও ষ্টিভেনসন নামক দুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। ইংরাজী ও পারসীভাষাভিজ্ঞ খোজা সারহাদ নামক একজন আর্ম্মানী এবং ডাক্তার হ্যামিল্টনও এই কার্য্যের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতার সদস্যগণ বা খোজা সারহাদ তৎকালীন দিল্লী দরবারের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। খোজা সারহাদ একমাত্র লাভাকাঙ্খা প্রণোদিত

হইয়াই এই দৌত্য-কার্য্যে সহকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু, ইংরাজগণ ইঁহাকে অতি উপযুক্ত ব্যক্তিজ্ঞানেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দৌত্যবাহিনী কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাটনা, ও পরে তথা হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই দিল্লী পৌছেন। এই দৌত্যকার্য্য সংক্রান্ত পত্রগুলি মাদ্রাজে রক্ষিত আছে;—ইহা হইতে আমরা দিল্লীর তৎকালীন অনেক অবস্থা অবগত হইতে পারি।

দিল্লীর প্রথম পত্র—তারিখ ৮ই জুলাই, ১৭১৫ সন। "গত ২৪শে জুন, আমরা আগ্রা হইতে আপনাদিগকে * পত্র দিয়াছি। জাঠদিগের হস্তে আমাদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তবে এক রাত্রিতে কতকগুলি দস্যু তিনবার আমাদিগকে বিরক্ত করিয়াছিল। কিন্তু, তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। ৩রা জুলাই আমরা ফরক্কাবাদ পৌছি। তথায় পাদ্রী ষ্টিফেনাস আমাদিগের নিকট দুইটী সিরপা আনেন। আমরা যথোচিত সমাদরের সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ৪ঠা তারিখে আমরা দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাওড়াপুলে পৌছি এবং শীঘ্র দরবারে প্রবেশাধিকার লাভের চেষ্টায় পাদ্রীকে দিল্লী পাঠাইয়া দেই।

দিল্লী প্রবেশ

৭ই তারিখে, আমরা রীতিমত সাজসজ্জা সহ দিল্লী প্রবেশ করি। সম্রাট আমাদিগের অভ্যর্থনার্থ দুহাজারী মনসবদার এবং দুইশত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করেন †। নগর মধ্যে পৌছিলে খানবাহাদুর সলাবৎ আমাদিগকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তথায় আমরা বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। ইতিপূর্ব্বে, খান দৌরান বাহাদুর ‡ আমাদিগকে বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এবং আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেন।

---

* এই পত্র কলিকাতার সদস্যগণকে লিখিত হইয়াছিল।

† সম্রাটের উপঢৌকনের আনুমানিক মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকা; কিন্তু, খোজা সারহাদ দিল্লীতে যে সকল পত্র লেখেন তাহাতে জানাইয়াছিলেন যে, উপহারের মূল্য পনর লক্ষ টাকা। সম্রাট লোক পরম্পরায় এই সংবাদ অবগত হইয়া, যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া ইংরাজ দূতদিগের দিল্লী যাইবার পথ নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট আদেশ প্রেরণ করেন যে, তাঁহারা যেন এই দৌত্য বাহিনীর রীতিমত রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করেন।

‡ খোজা হোসেন বঙ্গদেশ হইতে ফেরোকসায়ারের সমভিব্যাহারে দিল্লী আইসেন। ইনি বাদসাহের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সিংহাসনারোহণ করিয়াই বাদসাহ ইঁহাকে খান দৌরান উপাধি দেন। ইনি বাদসাহের বেতন

"বাদসাহ দ্বিপ্রহরে দরবারে আসিলেন এবং সেই সময়ে আমরা সকলেই উপঢৌকন দ্রব্যের কিছু কিছু নিজ নিজ হস্তে করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিলাম। এই সকল উপহারের মধ্যে হাজার এক স্বর্ণমোহর, মূল্যবান্ প্রস্তরাদি সমন্বিত ঘড়ী, পৃথিবীর মানচিত্র, গন্ধদ্রব্য, এবং অন্যান্য উপহার ও তৎসহ গবর্ণরের পত্র বাদসাহকে প্রদান করিলাম*। বাদসাহ, সারমান এবং সারহাদকে মূল্যবান খেলাৎ দিলেন এবং আমরা সকলেই বিশেষ ভাবে অভ্যর্থিত হইলাম। নির্দ্দিষ্ট বাসা বাটীতে উপস্থিত হইলে আমাদিগের ব্যবহারার্থ প্রচুর পরিমাণে রসদ দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় সালাবাৎ খাঁ পুনরায় আমাদিগের তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া নানারূপ গল্পে দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। আমরা প্রথমে খান দৌরান ও পরে উজীর এবং অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাতের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম। উজীরকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু খান দৌরান যখন আমাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপান্বিত তখন ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলাম না।"

দরবারে সাক্ষাত লাভ

১৭ই জুলাই তারিখে, দিল্লী হইতে যে পত্র লিখিত হয়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে ইংরাজ-দূতগণ জৌদি খাঁ নামক একজন সভাসদের পরামর্শে কার্য্য করিতেছিলেন†। পত্র নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল।

বন্ধু-লাভ-জৌদি খাঁ

বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এবং সম্রাট ইহারই পরামর্শানুসারে সকল কার্য্য করিতেন।

* "1001 Gold mohurs, the table clock set with precious stones, the unicorn's horns, the gold escretoire, the large piece of amber-greese, and Chelumgie Manilla work, and the map of the world." (Wheeler's Early Records). Escretoire লিখিবার টেবিল। ambergreese সমুদ্রে ভাসমান এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য। উষ্ণ প্রধান দেশের সমুদ্রের উপকূলে অথবা তিমি মৎস্যের উদরে পাওয়া যায়।

† জৌদিখাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি যে ইংরাজদিগের শুভাকাঙ্খী ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। Wheeler তাঁহার Early Recordsএ লিখিয়াছেন। "A friendly letter was sent to Mr. Pitt, by an influential official named Zoudi Khan. The Moghul minister professed great kindness for the English and made a tender of his services to the Madras Governor."

"দিল্লী ১৭ই জুলাই—আমরা পূর্ব্বেই দিল্লীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌছা সংবাদ পাঠাইয়াছি এবং সেই পত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের কথাও লিখিয়াছি। তৎপরে, আমরা উজীর আবদুল্লা খাঁ ও খান দৌরানের সহিত সাক্ষাত করিয়াছি। উভয় স্থলেই আমরা সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি এবং যাহাতে কার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহারও ভরসা পাইয়াছি। এপর্য্যন্ত যাহা করিতেছি, তাহা জৌদিখাঁর পরামর্শানুসারেই করিতেছি। গত ১১ই তারিখে আমরা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ একথা তিনি বারংবার বলিলেন, এবং এপর্য্যন্ত যদিও কোন প্রত্যুপকার করিতে পারেননাই, তত্রাপি এইবার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে আমরা খান দৌরান এবং সালাবৎখাঁর মন্ত্রাণানুসারেই সকল কার্য্য করি, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ দিলেন। যখন আপনার * পত্র তাঁহার নিকটে পাঠাই তখন তিনি পত্রেও এই উপদেশ দেন। আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, তিনি বন্ধুর ন্যায়ই উপদেশ দিতেছেন। আমরাও তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেছি। কিন্তু, যাহাতে উজীর অসন্তুষ্ট না হন, সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতেছি। দরবারে জৌদিখাঁর বিশেষ আধিপত্য আছে এবং পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে দরবারে আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হয়, তজ্জন্য কোন্ সময়ে আর্জ্জি পেশ করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।"

বাদসাহ ফেরকসায়ারের সহিত যে সৈয়দ ভ্রাতৃদের মনোমালিন্য ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল, পর পত্রে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

দিল্লীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা

"পূর্ব্বেই আমরা জানিয়াছি যে, সম্রাট ধর্ম্মালোচনার ছলে নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি দুর্গে বাস করা পছন্দ করিতেছেন না ; কেন না, সেস্থানে তিনি স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন না। রাজ্যের ওমরাহগণ তাঁহাকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু, বাদসাহ কোন সময়ে লাহোর যাইবেন, এবং কোন সময় আজমীরে যাইবেন, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি।

অর্থাৎ জৌদিখাঁ নামক একজন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী ইংরাজদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

* উপর্য্যুক্ত পত্র কলিকাতার শাসনকর্ত্তাকে লিখিত হইয়াছিল।

কি করিয়া যে মূল্যবান উপঢৌকনাদি স্থানান্তরিত করিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক অবশেষে স্থির হইয়াছে যে, বাদসাহ সহরে না থাকিলেও যথা সত্বর তাঁহার সহিত দেখা করা কর্ত্তব্য। এই সংকল্প করিয়া আমরা জাপানী টেবিল এবং বন্দুকাদি সহ বাদসাহের ছাউনিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দ্বিতীয় দিনে, একশত থান বস্ত্র, তৃতীয় দিনে আরও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি এবং চতুর্থ দিনে নানাপ্রকার বহু মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়া আরও যাহা ছিল, তাহা লইয়া গেলাম। এইবারে আমরা পাঁচটী বৃহৎ ঘটিকা, দ্বাদশ থানি দর্পণ এবং ভূমণ্ডলের মানচিত্র থানি উপহার পাঠাইলাম। সম্রাট সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া যতদিন তিনি নগরে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, ততদিন ঘড়িগুলি আমাদিগেরই জিম্বায় রাখিতে বলিলেন। এই আদেশ হওয়াতে, আমরা সম্রাটকে অন্যান্য দ্রব্যাদি উপহার দিতে পারিলাম না। সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে, দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরস্থ একটী তীর্থস্থানে যাইয়া তথা হইতে সহরে প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা, ষ্টিভেনসন এবং ফিলিপ সাহেবকে সহরে দ্রব্যাদির হেপাজাত রাখিয়া সম্রাটের সহিত যাইতে মনস্থ করিলাম। আবশ্যক হইলে যেন ষ্টিভেনসন সাহেব দ্রব্যাদিসহ আমাদিগের নিকটে যান এইরূপ উপদেশ দিয়া আমরা বাদসাহের সহিত দিল্লী হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে আসিয়াছি। আমরা আর্জ্জি দাখিল করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। খান দৌরান এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ সলাবাৎ খাঁ আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। অবশ্য জোদি খান ত আছেনই কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার তত ক্ষমতা নাই। হোসেন আলিখাঁ * দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে, হোসেন খাঁ সাহানসা বাদসাহের আদেশের বিরুদ্ধেও কি প্রকারে কার্য্য করিতেছেন। সেইজন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা হোসেনের সহিত সখ্যতা রাখিবেন। নতুবা, আমরা যাহাই করিনা কেন, তাঁহার অমতে কিছুই হইবে না।"

উপহার প্রদান

দিল্লী হইতে ৩১শে আগষ্ট যে পত্র লিখিত হয়, তাহাতে দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থার চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়া পড়ে:—

* অন্যতম সৈয়দ ভ্রাতা।

"আমরা অবগত হইলাম যে, হোসেন আলিখাঁ ও দাউদখাঁর * সহিত শীঘ্রই বিবাদ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধ ঘটিতে পারে। দাউদখাঁ দাক্ষিণাত্যে অনেক লোককে তাঁহার পক্ষভুক্ত করিয়াছেন। পরম্পরা শোনা যাইতেছে, হোসেনখাঁর গর্ব্ব ও প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্যই এই চক্রান্ত হইতেছে। বাদসাহ পানিপথ পর্যান্ত যাইয়া ১৫ই তারিখে দিল্লী প্রত্যাগমন করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ বিধায় দরবারে আইসেন নাই। এই জন্য আমরা উপঢৌকন দিতে বা স্বকীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আগামি ১লা তারিখে পারিব এরূপ আশা আছে।"

যাহা হউক, দিন দিন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছিল, তাহাতে এই দৌত্যকার্য্য সফল হইবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছিল। বঙ্গদেশের নবাব ইংরাজদিগের এই অভিযান প্রীতিচক্ষে দেখেন নাই এবং বাদসাহের উজীরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সাধ্যমত বাধা দিতেও ত্রুটী করেন নাই। অন্য কোন অসম্ভাবিত ঘটনা না ঘটিলে নবাবের উদ্দেশ্যই সাধন হইত। কিন্তু, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা তিনিই ঘটাইয়া দিলেন। নবাবের উদ্দেশ্য সফল হইল না; পক্ষান্তরে, ইংরাজের সুখ-সূর্য্য চিরদীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

ফেরোক-সায়ারের ব্যাধি

রাজা অজিৎসিংহের কন্যার সহিত বাদসাহ ফেরোকসায়ার অনেক দিন হইতে বিবাহে অভিলাষী ছিলেন। রাজকুমারীও দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু, বাদসাহ এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার কোন চিকিৎসকই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ না হওয়ায়, খান দৌরানের পরামর্শে ইংরাজ-ডাক্তার হ্যামিল্টনকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা বাদসাহকে নিরাময় করেন। ইহাতে হ্যামিল্টন সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করেন †। বাদসাহ, হ্যামিল্টন যে প্রার্থনা করিবেন,

ডাক্তার হ্যামিল্টনের কৃতিত্ব

* গুজরাটের শাসনকর্ত্তা। হোসেনআলি খাঁকে হত্যা করিতে, ফেরোকসায়ার ইহাকেই আদেশ দেন।

† "Among the presents given to Mr. Hamilton on this occasion were models of all his surgical instruments made of pure gold" (Stewart). অর্থাৎ হ্যামিল্টনের সকল অস্ত্রের আদর্শ খাঁটী সোনা দিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে আরও মূল্যবান উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

তাহাই পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, হ্যামিল্টন সম্পূর্ণরূপে নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দৌত্যবাহিনীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন *। বাদসাহ এই নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইলেন যে, শুভ-বিবাহান্তেই এই বিষয় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার যতদূর সাধ্য ইংরাজকে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিবেন।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রে, এই বিষয়ের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়:—

"দিল্লী ৭ই ডিসেম্বর—বাদসাহের শুভ আরোগ্য সংবাদ আপনাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। সকলকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি গত ২৩শে তারিখে আরোগ্য-স্নান করিয়াছেন। হ্যামিল্টনের যত্ন এবং কৃতকার্য্যতার জন্য ৩০ তারিখে তিনি হ্যামিল্টনকে প্রকাশ্য দরবারে মূল্যবান পোষাক, দুইটী হীরকাঙ্গুরীয়ক, একটী হস্তী, একটী অশ্ব, নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা এবং কোট ও ওয়েষ্ট কোটের জন্য সুবর্ণের বোতাম এবং মণিমুক্তা-সংযুক্ত ক্রুস উপহার দেন। খোজা সারহাদও সেই দিন একটী হস্তী ও একটী পোষাক উপহার পাইয়াছেন।

হ্যামিল্টনকে উপহার প্রদান

এই ব্যাপারকে আমরা বিশেষ শুভ মনে করিতেছি। খান দৌরানের অভিপ্রায়ানুসারে, সম্রাটের আরোগ্য-লাভের পর বিবাহের সময়োপযোগী কিছু যৌতুক রাখিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদি বাদসাহকে অর্পণ করিয়াছি। সেই সময়ে সলাবৎজঙ্গ কিছু অসুস্থ থাকায়, নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই; কিন্তু, তিনি আমাদিগকে সুপারেশ পত্র দিয়াছিলেন। বাদসাহের আরোগ্য লাভের সময় হইতে খোজা সারহাদ খান দৌরানকে আমাদিগের কথা বাদসাহকে স্মরণ করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু, শুভ-বিবাহের পূর্ব্বে কিছুই হইতে পারে না, খান দৌরান এইরূপ বলিয়াছেন। রাজ্যের সকল কার্য্যালয়ই বন্ধ হইয়াছে এবং এই শুভ উৎসব সুসম্পন্ন না হইলে কোন কার্য্যই হইবে না।

রাজপুতেরা এই বিবাহে বিশেষ সম্মানিত হইবেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে বাদসাহ সপারিষদ তাঁহার ভাবী সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইবেন।

* গ্রীসের ইতিহাসে এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্পার্টার লাইজান্দারকে যখন সাইরাস উপহার দিবার প্রস্তাব করেন, তখন লাইজান্দার নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন।

দুর্গ এবং রাজপথ আলোকমালায় সুশোভিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব সমারোহ হইবে *।")

পরবর্ত্তী পত্রে, দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

দিল্লীর অবস্থা

"দিল্লী ১০ই মার্চ্চ—আপনারা অবশ্যই দিল্লীর অবস্থার বিষয় কিছু কিছু অবগত হইয়াছেন। তাতার সৈন্যগণ তাহাদিগের বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে এবং বলিতেছে যে, উজীর কিংবা খান দৌরানের নিকট হইতে তাহারা ইহা আদায় করিয়া লইবে। উভয় পক্ষেই সৈন্য সংগ্রহ এবং সমাবেশ হইয়াছে। উজীরের পক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী একত্রীভূত করা হইয়াছে; ইহারা সদাসর্ব্বদাই উজীরের পার্শ্বচরের ন্যায় রহিয়াছে। খান দৌরান এবং অন্যান্য আমিরগণ তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্ত লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। উজীর তাতার সৈন্যদিগের বেতন না দিবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা হউক, সৈন্যদেরই হার মানিতে হইয়াছে। একটী আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে কাছারী প্রায় একমাস বন্ধ ছিল এবং আমরা একমাস পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিলাম, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ আছি। খান দৌরান সকল সময়েই আমাদিগকে আশ্বাস দেন; কিন্তু, দেখিতেছি তিনি বড় "ঢিলে" প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইহার উপায় নাই; কেন না, রাজ্য মধ্যে তিনিই বাদসাহের একমাত্র প্রিয়পাত্র।"

পরের পত্রে ইংরাজ দূতের যে নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

"দিল্লী ২১শে মার্চ্চ—আমরা কয়েকবার খান দৌরানকে বিলম্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। খান দৌরান কখনও প্রকাশ্য সভায় আইসেন না; সুতরাং পাল্কিতে উঠিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন কথা বলিবার অবকাশ ঘটে না। সে অবসরও অনেক দিন পরে পাওয়া যায়। তাঁহার সহকারী সালাবৎ খাঁও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সুতরাং, কথাবার্ত্তা পত্রাদিতেই হইতেছে। কেবল আশাতেই দিন কাটিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন খোজা সারহাদ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমাদের দরবারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন খান দৌরান বলেন "কেন?

* "All will appear as glorious as the riches of Hindusthan and two months' indefatigable labour can provide."

আমি তোমাদিগের সকল কাজই সমাধান করিয়া দিয়াছি।” খোজা সারহাদ বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারেন নাই। এত সময় নষ্ট করিয়া, এত খরচপত্র করিয়া কি যে করিয়া উঠিতে পারিব, তাহা ত বলিতে পারি না! যাহাহউক, আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, খান দৌরানকে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি নিজে কোন কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া যেন উজীর দিয়া ইংরাজদিগের কার্য্য সম্পন্ন করান। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, খান দৌরানকে দিয়া কার্য্য সিদ্ধ হইলে উজীরকে উৎকোচ প্রদানে করায়ত্ত করা যাইবে। কিন্তু, এক্ষণে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না।”

নানাপ্রকারে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে আর্জ্জি খাসদরবারে পেশ হইল। অন্যান্য কথার মধ্যে, ইহাতে প্রার্থিত হইল যে, “কলিকাতা সভার সভাপতি কর্ত্তৃক দস্তখতযুক্ত দস্তক থাকিলে, যেন নবাবের কর্ম্মচারীগণ কোন নৌকা খানাতল্লাসী বা আটক না করেন। মুর্শিদাবাদের টাকশালের অধ্যক্ষগণ যেন সপ্তাহে তিন দিবস ইংরাজদের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দেন; ইউরোপীয় বা ভারত-বর্ষীয় কোম্পানীর দেনদারকে চাহিবা মাত্রই যেন কলিকাতায় সমর্পন করা হয় এবং ইংরাজ কোম্পানী যেন ৩৮টা গ্রাম খরিদ করিতে পারেন।”

ইংরাজের প্রার্থনা

বাদসাহ তাঁহার সভাসদগণের নিকট এই আর্জ্জির প্রার্থিত বিষয়ের সম্বন্ধে মতামত চাহিলে, উজীর কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বাধ্য হইয়া ইংরাজ-দূত পুনরায় দ্বিতীয় ও পরে, তৃতীয় আর্জ্জি পেশ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ, উজীর আর কোন আপত্তি করিলেন না। হুকুমও দেওয়া হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে বাদসাহের নিজ দস্তখত ছিল না। খোজা সারহাদও এই সময়ে সকল গুপ্ত পরামর্শ অপরকে জানাইয়া দেওয়াতে ইংরাজদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের নবাবের কর্ম্মচারীগণও বিশেষ প্রতিবন্ধক দিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরাজ খাস অন্তঃপুরের এক খোজাকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিলেন। উজীর ইহার পরে আর কোনও আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না এবং শীঘ্রই ৩৪টী বিশেষাধিকার সহ পত্র প্রদত্ত হইল; এবং ইহাতে বাদসাহও দস্তখত করিয়া দিলেন।

সিদ্ধি-লাভ

প্রায় দুই বৎসর এই দৌত্যকার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ইংরাজ-দূতেরা দিল্লী পৌছেন। ১৭১৭ সনের ৭ই জুনের পত্রে তাঁহারা যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

"দিল্লী ৭ই জুন, ১৭১৭। গত ২৩শে তারিখে ষ্টারমান সাহেব বাদসাহ হইতে সম্মানস্বরূপ একটী অশ্ব উপহার পাইয়াছেন। অন্যান্য সকলেরই উপহার ও দিল্লী পরিত্যাগের আদেশ ও ছাড় পত্র আসিয়াছে। কেবল, ডাক্তার হ্যামিল্টনকে বাদসাহের দরবার পরিত্যাগে নিষেধ করা হইল। যাহা হউক, অনেক খোসামোদ করিয়া বাদসাহকে জানাইলে তিনি ডাক্তারকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ৬ই জুন এই আদেশ পৌছিয়াছে।"

ইংরাজদের কার্য্য সাধিত হইল।

ফেরোকসায়ার

By kind permission of
Mr. Syed Hossain

ফেরোকসায়ার-পত্নী

By kind permission of
Mr. Syed Hossain

ডাক্তার হ্যামিল্টন

"*William Hamilton, Physician in the Service of the English Company, who had accompanied the English Ambassadors, to the enlightened presence, and having made his own name famous in the four quarters of the Earth by the cure of the Emperor, the asylum of the world, Mahammad Farruksiyar, the Victorious; and with a thousand difficulties having obtained permission from the Court which is the refuge of the universe, to return to his country; by the Divine decree, on the fourth of December, 1717, died in Calcutta and is buried here.*" (*Inscription on the tomb.*)

ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে স্বার্থত্যাগের যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিত্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার হ্যামিল্টনের কীর্ত্তি যে অন্যতম, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সাহানসা দিল্লীর বাদসাহ ফেরোকসায়ার সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রত্যুপকার মানসে হ্যামিল্টনের উপর যে অনুগ্রহ-বারি বর্ষণের আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি স্বীয় স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া হ্যামিল্টন উহাতে সম্মত হইতেন,* তাহা হইলে জানিনা আমরা এক্ষণে ইংরাজের সুশাসন ভোগ করিতে পারিতাম কিনা! যদি নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন না করিয়া এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোম্পানীর সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উপায় দেখিতেন, কে বলিতে পারে, তাহা হইলে কোম্পানীর ভাগ্যতারা সুপ্রসন্ন হইত কিনা? ক্লাইবের বুদ্ধি, কার্ণাকের বীরত্ব, ইহার হয়ত কোনটীরই আবশ্যক হইত না। বস্তুতঃ, এই স্বার্থত্যাগ কাহিনী, ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

লর্ডক্লাইব, জব চার্ণক, মেজের রেনেলের ন্যায় যে সকল ক্ষণজন্মাব্যক্তি ইংরাজের ভারতাধিকারে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যেরূপ বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না, উইলিয়াম

হ্যামিল্টনেরও বাল্যবৃত্তান্তের বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে, হ্যামিল্টন যে উচ্চবংশজাত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিত্যালয়াধীন কোন বিত্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। কিন্তু, বিশ্ববিত্যালয়ে উপাধি পাওয়ার কোনই নিদর্শন বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। কিন্তু, ক্লাইব বা চার্ণকের বাল্যকালের বৃত্তান্ত লোক-চক্ষুর অগোচর হইলেও, তাঁহাদিগের শেষ জীবনের ঘটনা অভাবের যথেষ্ট প্রতিদান করে। দুঃখের বিষয়, হ্যামিল্টন শেষ জীবনে কোম্পানীর প্রভূত উপকার করিলেও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আমূল বৃত্তান্ত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

১৭০৯ সনের ১২ই নবেম্বর তারিখে মাসিক মাত্র ৩½ পৌণ্ড, অর্থাৎ বর্ত্তমান ৫২½ টাকা বেতনে হ্যামিল্টন শুভক্ষণে কোম্পানীর অধীনে ডাক্তারের কার্য্য গ্রহণ করেন। হ্যামিল্টন ফেরোকসায়ারের দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন, এ কথা আজ অনেক বালকেও জানে। কিন্তু, ১৭১২ সনের জানুয়ারী মাসে পলাতক স্কট ডাক্তার হ্যামিল্টন কলিকাতায় দ্বিতীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইলেও কেহই তাঁহার খোঁজ লয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৭০৯ সনের ১২ই নবেম্বর তারিখে মাসিক সার্দ্ধ তিন পৌণ্ড বেতন হিসাবে অগ্রিম ৭ পৌণ্ড বেতন হস্তগত করিয়া হ্যামিল্টন কোম্পানীর চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সেরবোর্ণ জাহাজের ডাক্তার হইয়া ভারত-বর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসে লঙ্কায় পৌঁছিল কিন্তু, তথায় চড়ায় লাগিয়া যায়। অতিকষ্টে জাহাজকে স্থানচ্যুত করিয়া জাহাজের কাপ্তেন কর্ণওয়াল কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ দিয়া কুদলোর পৌঁছিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন কর্ণওয়াল কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া জাহাজের গোরাসৈন্য বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। হ্যামিল্টনও কর্ণওয়ালের প্রতি রুষ্ট হইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে কৃতসংকল্প হইলেন। ৩রা মে তারিখে, হ্যামিল্টন গোপনে সেরবোর্ণ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াই কর্ণওয়াল ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাকে আটক করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট

হইলেও হ্যামিল্টন জাহাজে প্রত্যাগমন না করিয়া গোপনে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পৌছিলেন।

কলিকাতায় চাকুরী

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় দ্বিতীয় আর এক জন ডাক্তারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎকালীন কলিকাতাস্থ ডাক্তার উইলিয়াম জোন্স একাকী কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীর চিকিৎসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। হ্যামিল্টন বেকার অবস্থায় ছিলেন; সেই জন্য ১৭১১ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কৌন্সিলের সদস্যগণ বাৎসরিক ৩৬ পৌণ্ড বেতনে তাঁহাকেই অন্যতম চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। হ্যামিল্টন প্রায় দুই বৎসর কলিকাতায় অতিবাহিত করিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহের নিকট এক দৌত্য-বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ স্থির করেন যে, দৌত্যবাহিনীর সহিত একজন চিকিৎসক থাকা উচিত। তদনুসারে হ্যামিল্টনকে এই সঙ্গে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বাদসাহের দরবারোপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য হ্যামিল্টনকে তিনশত টাকা দেওয়া হয়।

হ্যামিল্টনের স্বার্থত্যাগ

দৌত্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। কি প্রকারে ইংরাজের দৌত্যের সফলতা লাভের কোনই আশা ছিল না এবং কি এক অপ্রত্যাশিত দৈব ঘটনায় ফেরাকসায়ার ইংরাজের প্রতি সদয় হন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ডাক্তার হ্যামিল্টন নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দূতের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। এই প্রার্থনায় বাদসাহ ও সভাসদ্‌বর্গ স্তম্ভিত হইলেন। দুরারোগ্য-ব্যাধি হইতে মুক্ত কৃতজ্ঞ ফেরোকসায়ার ডাক্তারের নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া বিবাহান্তে ইংরাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন স্বীকৃত হইলেন। যদিও, নানাকারণে ইংরাজকে অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তত্রাপি ফেরোকসায়ার যে হ্যামিল্টনের স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হইয়াই ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

১৭১৭ সনের ৩০মে, দৌত্যবাহিনীর সকলে বাদসাহের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণার্থ দরবারে উপস্থিত হইলে হ্যামিল্টন ব্যতীত সকলেই ছাড়পত্র পাইলেন। দৌত্য-বাহিনীর সেক্রেটারী লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই

বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা এই পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রের তারিখ, ৭ই জুন, ১৭১৭।

"গত ২৭ তারিখে জন সারমান বাদসাহের নিকট হইতে একটী অশ্ব ও খেলাৎ উপহার পাইয়াছেন। জন সারমান, এডোয়ার্ড ষ্টিভেনসন, ও সারহাদ প্রভৃতি সকলেই সিরপাঁ পাইয়াছেন। শেষ বিদায়কালীন আমরা প্রত্যেকে একে একে কুর্ণাস করিয়া দরবার পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম; কিন্তু, হ্যামিল্টনের বেলায় তাঁহাকে বলা হইল যে, সম্রাটের বিশেষ প্রীতি-চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, তাঁহার ছাড়পত্র মঞ্জুর হয় নাই। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। পূর্ব্বে কেহই আমাদিগকে এ সংবাদ জানান নাই। হ্যামিল্টন বাদসাহের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিবেন না। সুতরাং, বাদসাহ যদি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আটক করেন, তবে বিশেষ বিপদ হইবার সম্ভাবনা। কারণ, হ্যামিল্টন পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহার ও কোম্পানীর উভয়েরই অমঙ্গল হইবে।

এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে আমরা ২।৩ বার খান দৌরানকে জানাইলাম; কিন্তু, তিনি এসম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিবেন না জানাইলেন। অবশেষে আমাদিগের বন্ধু সৈয়দ সালাবৎ খাঁ, খান দৌরানকে অনুরোধ করিলে, তিনি উজীরকে এই সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন।

৬ই তারিখে আমরা উজীরের নিকট উপস্থিত হইয়া হ্যামিল্টন লিখিত এক দরখাস্ত পেশ করিলাম। উক্ত দরখাস্তে নিবেদন করিলাম যে, ঔষধাদি না থাকিলে হ্যামিল্টনের দিল্লী থাকা বৃথা হইবে। বিশেষতঃ, হ্যামিল্টন দরবারের ভাষা অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিলে সম্রাটের কোনই উপকার হইবে না। উজীর আমাদিগের কাতর প্রার্থনায় দয়া-পরবশ হইয়া সম্রাটের নিকট এক আর্জ্জি পেশ করিতে আদেশ দিলেন।

এই আর্জ্জির উত্তরে বাদসাহ আদেশ দিলেন যে, হ্যামিল্টন যখন কিছুতেই এ যাত্রায় দিল্লী থাকিতে প্রস্তুত নহেন এবং যখন তিনি ইউরোপে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রী পুত্র দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হউক। কিন্তু, এই সর্ত্ত থাকিল যে, ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার দরবারে উপস্থিত থাকিবেন।"

হ্যামিল্টনের মৃত্যু

দুঃখের বিষয় হ্যামিল্টন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সমাধির উপর ইংরাজী ও পার্শী লিপিতে যাহা লিখিত আছে উহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৭১৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। "ফেরোকসায়ারকে আরোগ্য করিয়া তিনি পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন"—সমাধির উপরিস্থ এ উক্তি যে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন *।

* হ্যামিল্টনের মৃত্যুসংবাদ দিল্লী পৌঁছিলে, বাদসাহ উহা প্রথমতঃ বিশ্বাস করেন নাই। পরে, বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ ও অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম *

"There can be no greater mistake than to suppose that the English settlement at Calcutta was fortuitous and ill-considered. Nothing can be further from the facts than the generally accepted picture of "the mid-day halt of Charnock" growing to be a city, "chance-directed, chance-erected" "spreading chaotic like the fungus." Had the English confined themselves to "mere trade," had the merchant remained "meek and tame, where the timid foot first halted," there would have been no Calcutta and no British India."

(C. R. Wilson : Fort William)

নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে ইংরাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থই আগমন করিয়াছিলেন। তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সুশাসিত ভারতবর্ষে, একবার সম্রাটের নিকট হইতে ফার্ম্মান পাইলে তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ও নিরুপদ্রবে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু, এই সকল আশার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কেবল নৈরাশ্যই ভোগ করিতেছিলেন। দিল্লীর বাদসাহের ক্ষমতা তখন দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল। মোগল-গৌরব-রবি যখন মধ্যাহ্নাকাশে বিরাজিত ছিলেন, তখনও দিল্লী হইতে আগ্রার রাজপথে,

---

* পরলোকগত প্রথিতনামা অধ্যাপক—ঐতিহাসিক ডাঃ সিঃ আর্ উইলসন লিখিত এই প্রবন্ধ ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতির মুখপাত্র "Bengal : Past and Present"র সম্পাদক রেভারেণ্ড ফার্ম্মিঞ্জারের অনুমত্যানুসারে ঐ প্রবন্ধের কতকাংশের অনুবাদ এইস্থানে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ যখন প্রথমে লিখিত হয়, তখন পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয় এই প্রবন্ধ অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ফার্ম্মিঞ্জার মহাশয় সম্পাদিত পত্র হইতে অনুবাদের অনুমতির জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পথিকগণকে দস্যুভয়ে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে হইত। রাত্রিকালে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইতে হইত। রাজধানীর নিকটে যখন এই দশা ছিল, তখন দূরস্থ বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাদসাহ ইচ্ছা করিলেও সকল সময়ে ইংরাজদিগকে স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। বাদসাহ অনেক সময়ে নিজেও ইংরাজ-বণিক্‌কে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন না। নূতন বাদসাহ তক্তে আরোহণ করিলে বা মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শাসন প্রণালী অবলম্বন করা হইত। এই প্রকারে বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইংরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, মোগল বাদসাহ হইতে তাঁহারা অত্যাচার ও পীড়ন হইতে রক্ষা পাইবেন না।

হরিহরপুর ও বালেশ্বরের কুঠী

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠী স্থাপন করিলেন এবং মোগল বাদসাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা হুগলি পৌছিলেন। তখন দিল্লীতে সাজাহান ও বঙ্গদেশে সাসুজা রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়েই ইংরাজের প্রতি সদয় ছিলেন। কিন্তু, দশ বৎসর যাইতে না যাইতে সাজাহান সিংহাসনচ্যুত হইলেন। ভ্রাতৃ-যুদ্ধে ভারতবর্ষের শান্তি দূরীভূত হইল; সাসুজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং বঙ্গদেশের নবীন শাসনকর্ত্তা মির জুমলা স্বেচ্ছানুসারে ইংরাজের নৌকা আটক করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে ইংরাজবাণিজ্যের ক্ষতি করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে, ইংরাজ কি প্রকারে নিজেদের বাণিজ্য নিরাপদে চালাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সন্ধি বা ফার্ম্মানে তাঁহাদের কোন উপকার হইবে না। তাঁহারা এক অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, "বাদসাহের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমাদের সুবিধামত কোন স্থান অধিকার করিয়া সুরক্ষিত করিতে হইবে।" বঙ্গদেশের প্রথম ইংরাজশাসনকর্ত্তা উইলিয়াম হেজেস বারংবার বিলাতের ডিরেক্টর সভাকে এই কথাই লিখিতেছিলেন। হেজেস তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে বহুবার লিখিয়াছেন "এরূপ যোড়া তালি" দিয়া কার্য্য করিলে দিন দিন কোম্পানীর ক্ষতিই হইবে। এই সকল লোকের সহিত আমাদের বিবাদ করাই বাঞ্ছনীয়। এক বৎসর বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের লোকসান করিয়া আমাদের সাগর-দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।"

হেজেসের প্রস্তাব

প্রথমতঃ, ডিরেক্টরগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের যে পত্রে তাঁহারা হেজেসকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দেন, তাহাতে তাঁহারা হেজেস ও অন্যান্য যাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণের স্বপক্ষে মত দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রস্তাব আলোচনা করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের বহুবিধ অমত ছিল। প্রথমতঃ দুর্গ নির্ম্মাণ ও দুর্গ রক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। ইহাতে মোগল রুষ্ট হইবেন এবং এরূপ হইলে ওলন্দাজগণ মোগলের সহিত যোগদান করিবে। যদি বঙ্গ-দেশে যুদ্ধ করাই সমীচীন হয়, তবে চট্টগ্রাম অধিকার করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, এই সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও, সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে মোগলের সহিত যুদ্ধই বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডাধীপ দ্বিতীয় জেমসের নিকট হইতে তাঁহারা মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিবাদ আরম্ভ হইল। এই সময়ে সুরাটের শাসনকর্ত্তা সুরাট হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন এবং মোগল-জাহাজ আটক করিবার জন্য উপদিষ্ট হইলেন। বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধার্থের জন্য তাঁহারা তথায় নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। নৌ-বাহিনী প্রথমতঃ বালেশ্বরে পৌঁছিয়া, ঢাকার নবাবকে পত্র দিলে, যদি তিনি সন্তোষজনক উত্তর প্রদান না করেন, তবে সকল সৈন্যসহ নৌ বাহিনী চট্টগ্রামে যাইবে। যদি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা সহজেই চট্টগ্রাম পরিত্যাগ না করেন, তবে চট্টগ্রাম বন্দর ও নগর অধিকার করিতে হইবে। বন্দর ও নগর অধিকৃত হইলে এই স্থান উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং জব চার্ণক এই স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন।

চট্টগ্রাম অধিকারের চেষ্টা

জব চার্ণক এই চট্টগ্রাম অধিকারে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু, উপায় নাই ; ডিরেক্টরগণের আদেশ অবশ্য পালনীয়। ১৬৮৬ সনের অক্টোবর মাসে তিনি হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সুতানটী পৌঁছিলেন। তথা হইতে হিজলির অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া অনেক ইংরাজ জ্বরগ্রস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তথা হইতে অতি কষ্টে চার্ণক উলুবাড়িয়ায়, পরে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় সুতানটী পৌঁছিলেন।

চার্ণকের আপত্তি

কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় এজেণ্ট জব চার্ণক ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে কোম্পানীর কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাণিজ্যের পক্ষে সুতানটীই উৎকৃষ্ট স্থান। নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে তখন সপ্তগ্রাম হইতে একদল তন্তুবায় আসিয়া উপনিবেশ

স্থাপন করিয়াছিল। ইহার তিন দিকে নদী; কেবল উত্তর দিক হইতেই ইহা সহজে আক্রমণ করা যাইত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থান যে বাণিজ্যের পক্ষে সকল উপায়েই প্রকৃষ্ট, তাহা চার্ণক বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু, বিলাতের ডিরেক্টরগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে চার্ণক বাধ্য। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উইলিয়াম হীৎ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া সুতানটী পরিত্যাগ করিলেন, বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন, চট্টগ্রাম আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন এবং পরিশেষে মান্দ্রাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কাপ্তেন হীৎ

কাপ্তেন হীতের এই প্রকার কার্য্যে ও বোম্বাই এবং মান্দ্রাজস্থ ইংরাজদিগের ব্যবহারে এক নূতন ফল ফলিল। বাদসাহ ঔরংজীব প্রথমতঃ ইংরাজদিগের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে "এই বিধর্ম্মীদিগকে" দূরীভূত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু, কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পরেই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল। ইংরাজ-বণিক্‌গণের বাণিজ্যে তাঁহার রাজকোষের লাভ হইতেছিল এবং তিনি এই লাভ পরিহার করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকন্তু, তিনি কাপ্তেন হীতের ব্যবহারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ, ইংরাজ জলপথে অত্যন্ত পরাক্রান্ত। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা মক্কাগামী জাহাজ আটক করিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি তাঁহার বঙ্গদেশীয় শাসনকর্ত্তাকে জানাইলেন যে, তিনি ইংরাজদিগের উকীল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং, পত্র প্রাপ্তি মাত্র যেন তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে দেন।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ

বঙ্গদেশে এই সময়ে ইব্রাহিম খাঁ নবাবী করিতেছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় এবং অধ্যয়ন-রত ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া, তিনি ন্যায়পরায়ণতার সহিত দেশ শাসন করিয়া কৃষি ও বাণিজ্য বৃদ্ধির অভিলাষী ছিলেন। বাদসাহের পত্র তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই হইয়াছিল। কোম্পানীর যে সকল এজেণ্টগণ ঢাকায় বন্দী ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন এবং চার্ণককে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কয়েক দিবস ইতস্ততঃ করিয়া ইংরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চার্ণক ও তাঁহার সঙ্গিগণ সুতানটী পৌঁছিলেন।

ইব্রাহিম ইংরাজদিগকে যেরূপ পত্র দিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেই প্রস্তুত ছিলেন। নবাবের কর্ম্মচারীবৃন্দ ইংরাজ বণিক্‌গণকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা শুল্ক দিয়া ইংরাজ বাণিজ্য করিতে অনুমতিসূচক এক বাদসাহী ফার্ম্মান পাইলেন। অনেকগুলি আর্ম্মেনিয়ান এবং পর্ত্তুগীজ, বসবাস ও গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য সূতানটীর নিকটে ইংরাজ দত্ত স্থান পাইলেন।

ইংরাজের প্রত্যাগমন

এই সকল কার্য্যে চার্ণকের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী চার্ণক দেহত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় যে লক্ষ লক্ষ লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্রতী হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাহাদের খুব কম লোকই কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতার কথা স্মরণ করে। কিন্তু, জব চার্ণক মনুষ্যের প্রশংসার জন্য আকাঙ্খা করিতেন না। নিরপেক্ষ সাধু কেবল ঈশ্বরের বিচারেরই প্রতীক্ষা করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম

চার্ণকের মৃত্যুর পরে সূতানটীতে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিল যে, বাধ্য হইয়া মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা সার জন গোল্ডস্‌বরোকে মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইল। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ ও কার্য্যালয়াদির ব্যবস্থা করিলেন এবং দুর্গ-নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। দুঃখের বিষয় তিন মাসের মধ্যে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে চার্লস আয়র বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালীতে সূতানটীতে শান্তি স্থাপিত হইল।

চার্ণক যেরূপ কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা, চার্লস আয়রও সেইরূপ ফোর্ট উইলিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে এবং ইব্রাহিম খাঁর কার্য্যকুশলতার অভাবে, এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হুগলীর ইউরোপীয় বণিক্‌গণ শঙ্কিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ কুঠী সুরক্ষিত করিবার আদেশ দেন এবং এই প্রকারে চুচুড়া, চন্দননগর এবং কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়।

মাদ্রাজ হইতে সংবাদ পৌঁছিলে, ইংরাজগণ কলিকাতাকুঠির চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর ও বপ্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহারা দুর্গ রক্ষার কামান চাহিয়া পাঠাইলেন। কয়েক মাস পরে ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত বিদ্রোহদমনে সক্ষম হইলেন বটে;

কিন্তু, ইংরাজেরা দুর্গনিম্মাণ স্থগিত রাখিলেন না। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, ইব্রাহিম খাঁর স্থলে ঔরংজেবের পৌত্র আজিমুসান বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। আয়র আজিমুসানের নিকট হইতে অনেকগুলি অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১৬০০০ টাকা পাইয়া আজিমুসান ইংরজদিগকে কলিকাতা, সুতানটী এবং গোবিন্দপুর ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। বাৎসরিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে এই কয়েকটী স্থানে ইচ্ছামত শাসনাধিকার প্রদান করেন।

সার আয়র

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে আয়র বিলাতে প্রত্যাগমন করেন। ডিরেক্টর সভা তাঁহার কার্য্যে প্রীতিলাভ করাতে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁহাদেরই উদ্যোগে আয়র "নাইট" উপাধি লাভ করিলেন। বঙ্গদেশের জন্য যে সভা গঠিত হয়, আয়র সেই সভার সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারই অধীনে, জন বিয়ার্ড, ন্যাথেনিয়েল হ্যালসি, জোনাথন হোয়াইট এবং রালফ সেল্ডন এই সভার সদস্য নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য কার্য্যের সহিত আয়র দুর্গ নির্ম্মাণ শেষ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আয়র ১৭০০ সালের ২৬শে মে হইতে ১৭০১ সনের ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে ছিলেন। তৎপরে, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আয়রই দুর্গ আরম্ভ করিয়াছিলেন; এখন বিয়ার্ড ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। প্রথমতঃ, একটী বপ্র নির্ম্মিত হয়। দুই বৎসরে দুর্গের এরূপ অবস্থা হইল যে, তখন অনায়াসে এই দুর্গকে আশ্রয় করিয়া শত্রুর গতিরোধ করা যাইত। বিয়ার্ড দুর্গ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন ; দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আরও একটী বপ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বতন বপ্রকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। গবর্ণরের কুঠীও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বঙ্গদেশে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নূতন শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। বঙ্গদেশে আটজন সভ্যের এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। দুইজন করিয়া সভাপতি, এক এক জন এক এক সপ্তাহ করিয়া সভাপতিত্ব করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। নানারূপ আড়ম্বরের সহিত এই নূতন শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দেও গবর্ণরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল। সম্ভবতঃ ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে এই নির্ম্মাণ-ব্যাপার সমাধা হয়। গবর্ণরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ

হইলে, পুরাতন কুঠী-বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং তথায় কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দের বাসের জন্য একটী একতালা দালান নির্ম্মিত হয়।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীবের দেহান্ত ঘটিলে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ইংরাজকোম্পানী সেই সময় আরও দুইটী বপ্র নির্ম্মাণ করেন। যাহাতে সত্বর এই বপ্র দুইটী নির্ম্মিত হয় তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই; কারণ, বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইলে আর বপ্র-নির্ম্মাণের সুযোগ থাকিবে না। উত্তর-পশ্চিমদিগের বপ্রের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান করা যায় না; বস্তুতঃ, এই শেষোক্ত বপ্রটীর ইষ্টকের প্রাচীর বিশেষ সুদৃঢ় ভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন শাসন-সমিতি কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী গভীর ও বৃহত্তর করিয়া খনন করেন। এই পুষ্করিণীস্থ জলই দুর্গের সৈনিকগণের ব্যবহারে আসিতে লাগিল। অপরিষ্কার গঙ্গার জল পরিত্যক্ত হইল। পুষ্করিণী খননে যে মৃত্তিকা উঠিয়াছিল তাহা দিয়া নূতন বপ্রের মধ্যবর্ত্তী-স্থান পূর্ণ করা হইল।

১৭০৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শাসন সমিতি দুর্গের সম্মুখে একটী জেটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং কামান স্থাপনার্থ একটী প্রগণ্ডীও নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের দক্ষিণস্থ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করা আরম্ভ করা হয়।

কোম্পানীর বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহের অভাব পূরণের জন্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে মালগুদাম প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সকল গৃহে যাঁহারা স্থান পাইলেন না, তাঁহারা দুর্গের বহির্দ্দেশে বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার অস্বাস্থ্যকরতার জন্য প্রতি বৎসরই অনেক সৈন্য ও নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল এবং ডাক্তারগণের বারংবার প্রার্থনানুসারে একটী চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ কলিকাতার কৌন্সিল দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত টাকায় ও এই দুই সহস্র মুদ্রায় চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হইল। যাহাতে সৈন্যগণ দুর্গের বহির্ভাগে বাস না করিতে পারে, তজ্জন্য চিকিৎসালয়কে প্রাচীর বেষ্টিত করা হইল এবং সেনা-নিবাস নির্ম্মিত হইল। সাধারণেরই প্রদত্ত টাকায় ইতিমধ্যে সেণ্ট এনের গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কলিকাতার ইহাই প্রধান সৌন্দর্য্যের

চিকিৎসালয়

আবাস বলিয়া পরিগণিত হইত এবং কলিকাতার যে সকল প্রাচীন চিত্র দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সেণ্ট এনের গির্জ্জার চূড়া অন্যান্য সকল গৃহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, দেখা যায়।

ওয়েলডন

১৭১০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বতন শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় এবং পুনরায় সভাপতি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ১৭১০ সনের ২০শে জুলাই নূতন গবর্ণর ওয়েলডন কলিকাতা পৌঁছিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ কলিকাতার সকল ইউরোপীয়ান ও বহুসংখ্যক এদেশবাসী ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এত জনতা হইয়াছিল যে তাঁহাকে অতি কষ্টে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে, তাঁহার নিয়োগ পত্র পাঠ করা হয় এবং দুর্গের চাবী তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্তু, ওয়েলডন অনেক দিন এই সম্মানের পদ ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭১১ সনের ৪ঠা মার্চ্চ ওয়েলডনের পদচ্যুতি ঘটে এবং জন রাসেল গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। রাসেল ১৭১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে রবার্ট হেজেস নিযুক্ত হন। এই তিনজন গবর্ণরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ফোর্ট উইলিয়মের অনেক উন্নতি সাধন হয়। জেটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়; ঘাট বাঁধান শেষ হয় এবং কোম্পানীর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীবর্গের বাসগৃহের নির্ম্মাণ কার্য্যও প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

যাহাতে কর্ম্মচারিগণের বাসের সুবিধা হয়, তজ্জন্য গবর্ণর হেজেস দুর্গ ৫০ ফীট বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি নদীতীরে অনেক উন্নতি সাধন করেন; ১৭১৪ সনের জুন মাসে, পেরিনের বাগানের নিকট একটী পয়ঃপ্রণালী ও সেতু নির্ম্মাণ করা হয়। গঙ্গাতীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর গুলি স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করা হয় এবং ক্ষুদ্র একটী ডক ও তৎসংলগ্ন গুদামঘর নির্ম্মিত হয়।

রবার্ট হেজেসের সময়েই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ ফেরোকসায়ারের নিকট দৌত্যবাহিনী প্রেরিত হয়*। এই দৌত্যবাহিনী কৃতকার্য্য হইয়া ১৭১৭ সনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদিও যে সকল অধিকার বাদসাহ প্রদান করেন, তাহার সকলগুলি কার্য্যে পরিণত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তত্রাপি এই দৌত্যকার্য্যের ফলে ইংরাজ যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন

* যথাস্থানে ইহার বৃত্তান্ত প্রদান করা হইয়াছে

করেন। ইহার পরবর্ত্তী কুড়ি বৎসরে ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাণিজ্যবৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতারও উন্নতি হইতে থাকে। ১৭২০-২১ সনে যখন সামুয়েল ফীক কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করা হয় এবং এই রাস্তা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে জলাভূমিও পরিষ্কৃত করা হয়। যাহাতে গঙ্গার জলবৃদ্ধিতে ফোর্ট উইলিয়ামের কোন ক্ষতি না হয়, তাহারও সুবাবস্থা করা হয়।

কলিকাতায় মিউনি-সিপালিটী

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপের আদেশানুযায়ী কলিকাতায় মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয় এবং রাজবিদ্রোহ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধের বিচারের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন আদালতের ব্যবস্থার জন্য একটী কারাগার ও টাউন হল নির্ম্মাণ করা হয়। এই শেষোক্ত গৃহের জন্য কলিকাতার সকল অধিবাসীই অর্থদান করেন। এই টাউনহলেই তখনকার স্কুল বসিত। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জেলের অপর দিকে কলিকাতার কালেক্টারের গৃহ নির্ম্মিত হয়।

দুর্গমধ্যে এই সময়ে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। ১৭২৯ সনের মার্চ্চমাসে আমদানী ও রপ্তানীর গুদাম ঘরের সম্মুখে একটী বারান্দা প্রস্তুত হয়। এই সময়ে দুর্গের অনেকস্থানে সংস্কার করিতে হয়। ১৭৩২ সনে এই সংস্কার ব্যাপার আরম্ভ হইয়া, ১৭৩৫ সনে শেষ হয়। চিকিৎসালয়, বারুদঘর এবং সোরার গুদাম ঘরও এই সময়ে সংস্কৃত হয়।

কলিকাতা এখন সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭০৬ সনে কলিকাতায় ১০।১২ সহস্র লোক বাস করিত; কিন্তু, এক্ষণে প্রায় এক লক্ষ লোক বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাসিক প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা আদায় হইতেছিল। কলিকাতার বন্দরে এক কোটী টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হইত। যুদ্ধ বিগ্রহ বা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কলিকাতার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

কলিকাতা তখন প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ ছিল। মধ্যস্থলে ইংরাজগণ প্রায় এক মাইল স্থান লইয়া বাস করিতেন। এই সকল গৃহের মধ্যস্থলে গঙ্গাতীরে ফোর্ট উইলিয়ম অবস্থিত ছিল। ইংরাজগণের বসতির উত্তরাংশে এতদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ বাস করিতেন। বাজার ও হাট

এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। ইহার অনতিদূরে প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অন্যান্য অধিবাসীরা বাস করিত।

উপনিবেশের মধ্যস্থলে কলিকাতা, উত্তরে সুতানটী এবং দক্ষিণে গোবিন্দপুর অবস্থিত ছিল। পশ্চাদ্দিক দিয়া চিৎপুর হইতে কালিঘাটের যাত্রীগণের যাতায়াতের পথ ছিল। দুর্গের সম্মুখে বর্ত্তমান মিশন রো নামক স্থানে এক উদ্যান ছিল। কিয়দ্দূরেই কাচারী ও জেল ছিল। ইহার অনতিদূরেই পূর্ব্বোল্লিখিত টাউন হল এবং দুর্গের উত্তর-পূর্ব্বদিকেই গির্জ্জা শোভা পাইত। দুর্গ হইতে সুতানটী ও গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত রাজ-পথ ছিল।

সেই সময়ে কলিকাতা কৌন্সিলের কর্ত্তৃত্ব করিতেন তথাকার কালেক্টর। ইঁহার অধীনস্থ কেরাণী ও কর সংগ্রাহকগণ কর সংগ্রহ করিতেন; শাসনকর্ত্তারূপে ইঁহার অধীনে শান্তিরক্ষক পুলিস থাকিত। উপনিবেশকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের উত্তরদিক ৩৪০ ফীট, দক্ষিণ ৪৮৫ ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ৭১০ ফীট করিয়া দীর্ঘ ছিল। চারি কোণে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বপ্র ছিল এবং চারি ফীট প্রস্থ ও অষ্টাদশ ফীট উচ্চ প্রাচীর এই কয়েকটী বপ্রকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যেকটী বপ্রে ১০টী করিয়া কামান ছিল এবং পূর্ব্বদিকের ফটকের উপরে ৫টী কামান রক্ষিত হইত। নদী রক্ষার্থ প্রাচীরের উপরে কামান স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু, অন্য কয়েক দিকে কোন প্রকার প্রাকার ছিল না। দুর্গের চতুর্দ্দিকেই গৃহ ও তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের তোরণের সন্নিকটেই অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়।

১৭৩৭ সালের ঝড়

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ঝটিকায় কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহাতে অনেক গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। একজন ভুক্তভোগী লিখিয়াছেন যে, "সন্ধ্যা কালে নদীতে ২৯ খানি জাহাজ ছিল; কিন্তু, ঝটিকা নিবৃত্তির পরে মাত্র একখানি জাহাজ দৃষ্ট হইয়াছিল। গির্জ্জার চূড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহর যেন পরাক্রান্ত শত্রুকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ভাষায় কলিকাতার দুর্দ্দশা বর্ণনা করা যায় না। রাজপথের ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়াছিল।" অপর একজন লেখক বলিয়াছেন যে, "কলিকাতার যে অংশে এতদ্দেশবাসীরা বাস করিতেন, তথায় কুড়িখানি গৃহও ছিল কি না সন্দেহ। কোম্পানীর গৃহাদিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া

ছিল। চৌকি ও কাছারী গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। গোবিন্দপুরের গঞ্জের এরূপ দশা হইয়াছিল যে ব্যবসায়ীদিগের গোলা নির্ম্মাণের স্থান পর্য্যন্ত ছিল না।”

এই প্রবল ঝটিকায় কোম্পানীর অনেক গুদাম ঘর পড়িয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া চিকিৎসালয়ে অনেক দ্রব্য রক্ষা করিতে হয়। এজন্য, কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ যথেষ্ট পরিমাণে মালগুদাম প্রস্তুত করিতে কৃত-সংকল্প হন এবং ১৭৪১ সনে তাঁহারা এক সুবৃহৎ গুদাম প্রস্তুত করেন।

বর্গীর আক্রমণ

কিন্তু, পর বৎসরেই মহারাট্টাগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কলিকাতা কৌন্সিল প্রতিমুহূর্ত্তে কলিকাতা আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের, ২০শে এপ্রিল তারিখে তাঁহারা কলিকাতায় কোন্ কোন্ স্থান সহজে মহারাট্টাগণ আক্রমণ করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য পাঁচজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা বর্ত্তমান জোড়াবাগানের নিকট ৬টী, ঘাটে ৩টী, কারাগারের নিকট ৩টী এবং অন্যান্য স্থানে কামান স্থাপনের জন্য রাজপথের কয়েকটী প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিলেন। যাহাহউক, নানা পরামর্শ, জল্পনা কল্পনা ও ডিরেক্টর সভার পরামর্শ লওয়া হইল। যাহাতে মহারাট্টাগণ অকস্মাৎ কলিকাতা আক্রমণ না করিতে পারে, তাহার প্রতিবন্ধের জন্য তাঁহারা স্থানে স্থানে কামান রক্ষণ, শস্যসংগ্রহ এবং পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, ডিরেক্টরগণ স্থায়ীভাবে দুর্গের কোন উন্নতি সাধনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

ফষ্টর

১৭৪৭ সনে জন ফষ্টর কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হইলে দুর্গের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। কাপ্তেন হ্যামিল্টন কাষ্ঠপ্রাচীর দ্বারা কলিকাতা সুরক্ষিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে কলিকাতার যে অংশে ইউরোপীয়ানগণ বাস করিতেন, সেই অংশ কাষ্ঠ-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইল। এই সময় হইতে প্রায় অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনাই হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়মকে সুরক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থাই হইল না।

এদিকে ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল এবং বিলাতের ডিরেক্টর সভা কলিকাতা কৌন্সিলকে কলিকাতা রক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ দিলেন। কলিকাতার অবস্থা তখন প্রকৃত পক্ষেই শোচনীয়। কলিকাতার চতুর্দ্দিকে প্রাকার ছিল না; বপ্রগুলির

উপরে মাত্র দশটী করিয়া কামান রাখা যাইত ; অনেকগুলি গুদাম এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, শত্রু অনায়াসে তাহাদের অন্তরালে থাকিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিত। এসময়ে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণেরও সময় ছিল না। যাহাহউক যথাসাধ্য ভাবে দুর্গের সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল।

কিন্তু, ফরাসীরা ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণ করিল না। তথাপি অন্যদিক হইতে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। ১৭৪১ সনের ৯ই এপ্রিল বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সেইস্থানে সিরাজদ্দৌল্লা বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিলেন। আলিবর্দ্দির আদরে লালিত-পালিত এই নবাব ইংরাজদের প্রতি গভীর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। বিবাদের কারণ অনুসন্ধানেও বহু সময় অতিবাহিত হইল না। ইংরাজ তাঁহার মসনদ প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন নাই, তাঁহার শত্রুকে আশ্রয়-দান করিয়াছেন, তাঁহারা বিনানুমতিতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ পৌছিলে তাঁহারা বিরক্তিজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজকে দূরীভূত করিবার জন্য অর্দ্ধ লক্ষ সেনানী সহ অগ্রসর হইয়া ৪ঠা জুলাই কাশীমবাজারের কুঠী অধিকার করিলেন। ৯ই তারিখে তিনি কলিকাতা অধিকার মানসে যাত্রা করিলেন। কাশীমবাজারে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি বর্ষারম্ভের পুর্ব্বেই কলিকাতা অধিকারে সক্ষম হইবেন, এইরূপ মনে করিয়া এত দ্রুতবেগে কুচ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার অনেক সৈন্য সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রাণত্যাগ করিল। অতি দ্রুত বেগে তিনি ১৩ই জুলাই হুগলি পৌছিলেন এবং ১৬ই পেরিনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পেরিন সুরক্ষিত দেখিয়া তিনি ১৭ই তারিখে উত্তর-পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া বাজার ভস্মীভূত করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা

কলিকাতা রক্ষার জন্য ইংরাজগণ যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহারা নবাবের গতিরোধের প্রকৃত উপায়ও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনায়াসে নবাবকে নদী উত্তীর্ণ হইতে বাধা দিতে পারিতেন, অথবা কুচের সময় নবাবকে আক্রমণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা পদে পদে ভ্রম করিতে লাগিলেন।

১৬ই তারিখে নবাবের আগমন সংবাদে কলিকাতাবাসী এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পলায়ন করিলেন ; সৈন্যগণের নিজ নিজ স্থান নির্দ্ধারিত হইল ;

এবং ইংরাজ-স্ত্রীগণ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় কার্তুজ প্রস্তুতে ব্যাপৃত রহিলেন। ১৮ই তারিখে নবাবী সৈন্য কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করিল।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নবাবীসৈন্য দুর্গ-আক্রমণে নিযুক্ত থাকিল। রাত্রিতে ইংরাজ-স্ত্রীগণ "ডোডেলে" (Dodalay) জাহাজে আরোহণ করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে এই জাহাজ গোবিন্দপুরে যাইয়া নোঙর করিল। নদীস্থ অন্যান্য জাহাজও নোঙর উঠাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে চলিয়া গেল। গবর্ণর ড্রেক এই সংবাদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন এবং তিনি কাপুরুষের ন্যায় ডোডেলে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন। কাপ্তেন মিনচিন এবং আরও কয়েকজন ড্রেকের পদানুসরণ করিলেন। ১৯০ জন ইংরাজ ফোর্ট উইলিয়ম পরিত্যাগ করিলেন না। ফোর্ট উইলিয়ম নবাবের হস্তগত হইল—অন্ধকূপহত্যা সংঘটিত হইল।

অন্ধকূপ-হত্যা

ইংরাজ বন্দীদিগের এরূপ দুর্দ্দশার জন্য নবাবের কোন হাত ছিল না। যে সময় অন্ধকূপের ব্যাপার ঘটে, সম্ভবতঃ তিনি তখন দুর্গে ছিলেন না। কিন্তু, তিনি ইংরাজদের ক্লেশে কোন রূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, যাহাদের জন্য এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, তিনি তাহাদের শাস্তি প্রদান করেন নাই। অন্ধকূপ-প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গের চারিজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করা হয়। এ সকল ব্যাপারই নবাবের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল। নবাব সংবাদ শ্রবণমাত্রই বন্দী চারিজনকে মুক্তির আদেশ প্রেরণ করেন। নবাব কলিকাতার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আলিনগর রাখিলেন এবং মাণিকচাঁদের অধীনে তিন সহস্র সৈন্য রাখিয়া মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন।

কলিকাতা পুনরধিকার

কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাদ্রাজ হইতে ১৭৫৬ সনের অক্টোবর মাসে ক্লাইব ও ওয়াটসনের অধীনে অনেক সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্য-বাহিনী ডিসেম্বর মাসে ফলতা পৌঁছিলে অবিলম্বে ক্লাইব কলিকাতা আক্রমণে মনস্থ করিলেন। বজবজ অধিকারের পরেই, ইংরাজ মাণিক-চাঁদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু মাণিকচাঁদের উষ্ণীষে গুলিস্পর্শ করা

হলওয়েল

By kind permission of
The Government of India

মাত্র তিনি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ইংরাজ কলিকাতা পুনরাধিকার করিলেন।

পিতা-পুত্র

"As a gay-flower, with blooming beauties crowned
Cut by the sheare, lies languid on the ground:
Or, some tall poppy, that overcharged with rain
Bends the faint head & sinks upon the plain:
So fair, so languishingly sweet he lies,
His head declined and drooping as he lies."

Virgil's Aenied 9.

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ক্যাসাবিয়ানকার নাম ও বৃত্তান্ত অবগত আছেন। সুনিপুণ কবির প্রতিভায় সেই বালক বীরের কথা স্কুলের বালকবৃন্দেরও জানিতে বাকি নাই। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বীরবালক জালিমের নাম অনেকেই জানেন। আমরাও আজ একটী বীর বালকের কথা বলিব।

চন্দননগর আক্রমণ

সে আজ অনেক দিনের কথা। অন্ধকূপ হত্যার পরে ক্লাইব পুনরায় কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন। ক্লাইবের নৈশ আক্রমণ সফল না হইলেও, নবাব ইংরাজের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোম্পানীর কুঠী প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; কলিকাতা সুদৃঢ় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এবং কোম্পানী এযাবৎ যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহারা পুনরায় সে সকল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল ঘটনার পরে, ইংরাজ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর অধিকারের চেষ্টায় আছেন। চন্দননগর অধিকার করিতে পারিলে, ফরাসীকে ভারতবর্ষ হইতে উঠাইতে পারেন, তাই এত চেষ্টা। এই চন্দননগর অধিকার করিবার সময় যে

একটী ক্ষুদ্র কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটে, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। ফরাসীরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, চন্দননগর ইংরাজের করতলগত হইলে, তাঁহাদিগের এখানকার সকল আশা ভরসাই নির্ম্মূল হইবে। তাই তাঁহারাও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। নগরটী চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত করা হইল। আক্রমণকারীদিগকে কালের করাল কবলে নিপতিত করিবার জন্য যথোপযুক্ত স্থানে কামান সংরক্ষিত করা হইল এবং যাহাতে কোন প্রকারে ইংরাজের নৌকা প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য ভাগীরথীর গর্ভে কতকগুলি নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইল। তখন দুর্গে ছয় শত ইউরোপীয়ান সৈন্য এবং তিনশত সিপাহী ছিল। এতদ্ব্যতীত অব্যবস্থিত নবাব তাঁহার ফৌজদার নন্দকুমারকে একদল সিপাহী সহ আবশ্যক হইলে ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চন্দননগরের নিকটে থাকিতে আদেশ দিলেন।

কাপ্তেন স্পীক ও উইলিয়ম স্পীক

ইংরাজ পক্ষে যে কয়েকখানি জাহাজ প্রেরিত হয়, তাহার অন্যতম জাহাজ "কেন্টে" কাপ্তেন স্পীক ও তাঁহার বালক পুত্র উভয়েই অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে করিতে, গুরুতররূপে আহত হয়েন। বালক স্পীকের পাদদেশে কামানের গোলা লাগিয়া শরীর হইতে পা প্রায় খসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাঁহাকে জাহাজের কক্ষের মধ্যে স্থানান্তরিত করিলে, তিনি কেবলই তাঁহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং তাঁহার পিতার আঘাত রীতিমত ভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা—যতক্ষণ এই সকল বিষয় না জানিতে পারিলেন, ততক্ষণ নিজের ক্ষত দেখিতে দিলেন না। ইহার পরেও, যখন জাহাজের ডাক্তার ইভস্ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে যাইলেন, তখন তিনি নিকটবর্ত্তী অপর একটী সাধারণ সেনার ক্ষতের দিকে চাহিয়া ডাক্তারকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া অগ্রে এই সৈনিকের দুঃখ বিমোচনের উপায় করুন। ইনি অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন।" ডাক্তার প্রাগুক্ত সৈনিকের ব্যাবস্থা করিলে, তখন তাঁহার ক্ষত দেখিতে দিলেন। যখন ডাক্তার ইভস্ বলিলেন যে, পাখানি একেবারে কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তখন বালক স্পীক ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্! যাহাতে আমি আমার পিতার উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার

করিতে পারি, আমাকে সেই বল দিউন।" ডাক্তার ইহার পরে সেই কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার সমাধা করিলেন—বালকের মুখ হইতে কিন্তু কোনরূপ কাতরোক্তি বাহির হইল না।

চন্দননগর অধিকার

যুদ্ধ অবসান হইল; ইংরাজ জয়লাভ করিলেন—ফরাসী গৌরব-রবি চিরদিনের জন্ম অস্তমিত হইল। বালক স্পীককে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। সকলেরই মনে ভরসা হইল যে, বালকের জীবন রক্ষা পাইবে। পুত্র কিন্তু তাঁহার পিতার কথাই চিন্তা করিতে ছিলেন। রোগী বিকারগ্রস্ত—কিন্তু তাঁহার অন্ত চিন্তা নাই—অন্ত কথা নাই। এমন কি যে দিন এই পুণ্যাত্মা নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া যান, সেই দিনই প্রাতে ডাক্তার ইভ্‌সের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া, যাহাতে ডাক্তার অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া যান, তজ্জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠান। সংবাদ পাইবা মাত্রই ডাক্তার রোগীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। বালক তাঁহাকে দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কি মারা গিয়াছেন?" ডাক্তার শুনিয়া মনে করিলেন রোগী প্রলাপ বকিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" উত্তর হইল "আমার পিতা।" ডাক্তার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, "না। আমি তোমাকে সত্য আশ্বাস প্রদান করিতেছি যে, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই নাই; তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন।" "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ"—বালক নিজ অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগ ভুলিয়া গেলেন; "তবে, উহারা আমাকে ওরূপ বলে কেন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এক্ষণে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব।" তৎপরে বালক ডাক্তারকে যে কষ্ট দিয়াছেন এবং ডাক্তার যে তাঁহার ও তাঁহার পিতার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সন্ধ্যা হইবার পুর্ব্বেই বালকের ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

বালকের মৃত্যু

যেমন পুত্র, তেমন পিতা। কাপ্তেন স্পীকও একই সময়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি কেবল পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিন "বিলির" অবস্থা অনিশ্চিত থাকিবে?" ডাক্তার বলিলেন "অস্ত্র করিবার পর পনর দিন পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।" নিরূপিত সময় অতিক্রান্ত হইল। কাপ্তেন ডাক্তারকে

স্পীকের সমাধিস্থল

By kind permission of
Editor : Bengal, Past & Present

জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার! আমার পুত্রের অবস্থা কিরূপ?" ডাক্তার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না—তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ডাক্তারকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া পিতা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং কয়েক মিনিট উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে, পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে কয়েক মিনিটের জন্য স্থানান্তরে যাইবার অনুরোধ করিলে তাঁহারা সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কাপ্তেন স্পীক ধীর; শোকের চিহ্ন আর লক্ষিত হইল না।

পিতার অবস্থা

বালক স্পীকের ডাক্তারের প্রতি অনুরোধ যে তাঁহাকে না দেখিয়া যেন নিকটবর্ত্তী সাধারণ সৈন্যকে দেখা হয়—এই অনুরোধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ জুটফেনের যুদ্ধের সার ফিলিপ সিডনীর অমূল্য কথা গুলির তুল্য। বালকের দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়। বালকের ত্যাগস্বীকার, বালকের পিতৃ-ভক্তি, বালকের সহিষ্ণুতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।

কোম্পানীর দেওয়ানী

"By this acquisition of the Dewauny, your possessions and influence are rendered permanent and secure, since no future Nawab will either have power or riches sufficient to attempt your overthrow, by means either of force or corruption. All revolutions must hence forward be at an end, as there will be no fund for secret services, for donations, or for restitutions." (*Report of the Calcutta Select Committee.*)

মুতক্ষরীণকার বলিয়া গিয়াছেন যে, একটী পশু বিক্রয়ে যে সময় অতিবাহিত হয়, তদপেক্ষা অল্প সময়েও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রবীন ঐতিহাসিক বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, ভাগ্যলক্ষী যখন সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন, তখন কিছুই অসম্ভব হয় না; এবং, চঞ্চলা লক্ষী যখন কাহারও প্রতি কুপিতা হন, তখন তাহার ধন দৌলত পরিজনবর্গ সকলেই চঞ্চলার রোষে রোষান্বিত হইয়া, অভাগাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিত্যাগ করে। তাই প্রবল প্রতাপান্বিত সাহানসা দিল্লীর বাদসাহগণের উত্তরাধিকারী হতভাগ্য সা আলম গৃহ শত্রুর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ইংরাজ-বণিকের প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইবের স্মরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই সামান্ত ভারবাহী জন্তর মূল্য নির্দ্ধারণে যে সময় আবশুক, তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যেও এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই জন্তই, ১৭৬৫ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে, দিল্লীর দরবার গৃহের পরিবর্ত্তে লর্ড ক্লাইবের পট্টাবাসে, ইংরাজ সৈন্তগণের আহার্য্য গ্রহণের টেবিলের উপর, ময়ূরতক্ত সিংহাসনের পরিবর্ত্তে আরাম কেদারা স্থাপন করিয়া, সা আলম ইংরাজ

মুতক্ষরীণকারের মন্তব্য ও তাহার সমালোচনা

কোম্পানীর দেওয়ানী

By kind permission of Messrs Blackie & Sons.

কোম্পানীকে সনন্দ দান করিয়া, নিজেকে গৃহশত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ বিবেচনা করিলেন। "জীবন-সংগ্রামে যে যোগ্যতমের জয়" এই ঘটনা তাহারই অন্যতম প্রমাণ। তাই ভারতের ভাবী রাজা ইংরাজের সহিত সা আলমের সংঘর্ষণে যোগ্যতমেরই জয় হইল। বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়। সেই সর্ব্বশক্তিমানেরই আদেশ যে, অরাজক দেশকে সুখ ও শান্তি দিবার জন্য, ইংরাজই এতদ্দেশে একাধিপত্য করিবেন; এবং, সেই জন্যই এত শীঘ্র শীঘ্র এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদিত হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দিল্লীর বাদসাহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গৃহ-বিবাদ, সিংহাসনের জন্য অনবরত যুদ্ধ, সীমান্ত প্রদেশ অধিকার-চ্যুত হওয়া, এবং নাদির ও আহম্মদ সাহ ও মহারাট্টাগণের আক্রমণে সাম্রাজ্য বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে দ্বিতীয় আলমগীর, তাঁহার মন্ত্রী বা উজীর গাজী উদ্দীন খাঁর ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলিগোহর (যিনি ভবিষ্যতে সা আলম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) উজীরের কবল হইতে কোন প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ও বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মোগল প্রতাপ-সূর্য্যের অস্তাচলে যাইবার কাল হইলেও, তখনও মোগল নামে কিছু মাহাত্ম্য ছিল। বিশেষতঃ, সাজাদা বঙ্গাধিকার করিলে, তাঁহার সাহায্যদাতৃগণ যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিশ্রমের মূল্য আদায় করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। এই কারণে এলাহাবাদের নবাব মহম্মদ কুলী খাঁ, কাশীরাজ বলোবন্ত সিংহ, বিহারের জমিদার সুন্দর সিং ও পালোয়ান সিং, এবং ত্রিহুতের নবাব কামদার খাঁ প্রভৃতি সকলেই স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সাজাদার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও এই অভিযানে যোগদান করিলেন। বাদসাহ কর্তৃক বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া আলিগোহর শীঘ্রই আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং ১৭৫৯ সনের প্রারম্ভেই কাশীধাম পৌছিলেন।

দিল্লীর অবস্থা

সাজাদার আগমন সংবাদে মুর্শিদাবাদ দরবার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় আলমগীর নামে মাত্র বাদসাহ হইলেও, তিনি যে তাঁহার পুত্রকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু, তাহা হইলে মিরজাফর কি করিবেন? বাঙ্গালার মসনদে থাকিতে হইলে,

সাজাদা

ভারত-সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত যুদ্ধ—অথবা বাঙ্গলার মসনদ পরিত্যাগ করিয়া এবং তাঁহাকে মসনদে বসাইয়া কুর্ণিশ করিয়া নজর দিতে হয়। যুদ্ধের জন্য মিরজাফর আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। পাটনার নবাব, রাজা রামনারায়ণ কোন্ পক্ষে যোগদান করিবেন, তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কোষাগার অর্থশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সৈন্যগণ রীতিমত বেতন না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া ক্লাইবের আদেশ না পাইলে কুচ করিবে না এইরূপ স্থির করিয়াছিল। এই অবস্থায়, মিরজাফর সাজাদাকে নগদ কয়েক লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিরজাফরের দুর্ভাগ্য বশতঃ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় এই সময় পরেশনাথ দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাছে, তাঁহারা সাজাদার সহিত যোগদান করেন, এই আশঙ্কায় নবাব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মহারাট্টাগণের সাহায্য গ্রহণ, অথবা সাজাদাকে অর্থদানে পরিতুষ্টি করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন।

ক্লাইবের পরামর্শ

অর্থদানে সাজাদাকে পরিতুষ্ট করা হইবে, এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব নবাবকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন কোন প্রকারেই ঐ পথাবলম্বন না করেন। নবাব যদি এই পথানুসরণ করেন, তবে সুজা-উদ্দৌলা, মহারাট্টারা এবং অন্যান্য অনেকেই এই প্রকার সহজ-লভ্য রজতখণ্ডের লোভে ইচ্ছানুসারে এবং স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী মিরজাফরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন। আর ৬০ হাজার সৈন্যের অধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত জাফর আলি যদি সৈন্য-সামন্তহীন বালককে কর বা উৎকোচ প্রদান করেন, তাহা হইলে লোকেই বা তাঁহাকে কি মনে করিবে? সাজাদার ৩০ সহস্র সৈন্য থাকুক না কেন, ইচ্ছা করিলে অত্যল্প সংখ্যক ইউরোপীয়ান সৈন্য ও কয়েক সহস্র সিপাহী দ্বারা ক্লাইব সাজাদাকে দূরীভূত করিতে পারিবেন। এই আশ্বাসে মিরজাফর নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে সাজাদাও ইংরাজের অনুগ্রহ লাভের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রবল প্রতাপান্বিত সাবাবৎজঙ্গের * নিকট অনুগ্রহাকাঙ্খায় সাজাদা অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। "পৃথিবী হইতে কণ্টক উদ্ধার করিলে যেরূপ পুষ্প বৃক্ষের উন্নতি হয়," তদ্রূপ তিনি দুষ্কৃতকে শাসন করিয়া সুকৃতকে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব বাদসাহের ওমরাও; তজ্জন্য, তিনি ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা

* ক্লাইবের এতদ্দেশীয় নাম।

করিলেন এবং কণ্টকোদ্ধারে সাহায্য করিলে সাজাদা ক্লাইবকে ও কোম্পানীকে তাঁহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কৃত করিবেন, এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এতদুত্তরে ক্লাইব সাজাদার অনুচরবর্গকে তাঁহার নিকট পুনরায় আসিতে নিষেধ করিলেন এবং আদেশ অমান্য করিয়া যদি তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আইসে, তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন, বলিয়া দিলেন। সাজাদাকে জানাইলেন যে, বাদসাহ যদিও তাঁহাকে ছয় হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং সেজন্য যদিও তিনি বাদসাহের আদেশ পালনে বাধ্য, কিন্তু, সাজাদার শুভাগমন-সংবাদ যখন বাদসাহ বা উজীর কেহই তাঁহাকে জানান নাই, তখন তিনি সাজাদার সহিত যোগদান করিতে বা তাঁহার আদেশ পালনে অক্ষম।

সাজাদার আদেশ প্রতিপালন না করিবার অন্য কারণও ছিল। ইতিমধ্যে মিরজাফর দিল্লী হইতে এক আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "সাজাদা কুলোকের পরামর্শে পূর্ব্বাঞ্চল আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। ইহাতে রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে; এবং, সেই জন্য যেন মিরজাফর পত্র পাঠ পাটনায় যাইয়া সাজাদাকে বন্দী করেন এবং সাজাদার সাহায্য-কারী ও পরামর্শদাতৃগণকে শাসন করেন।" অবশ্য এই আদেশ না পৌছিলেও ক্লাইব যে সাজাদার পক্ষাবলম্বন করিতেন না, ইহা নিশ্চিত। তবে, মিরজাফরের ইহাতে সুবিধা হইল। যদিও বাদসাহের পত্রখানি উজীর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু, তত্রাপি এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মিরজাফর সাজাদাকে আক্রমণ করিতে আর কোনও দ্বিধা বোধ করিলেন না। সাজাদাও ক্লাইবের অসম্মতি সূচক পত্র পাইয়া ফরাসী বীর ল'কে তাঁহার পক্ষাবলম্বনে অনুরোধ করিলেন। ল তখন বুন্দেলখণ্ডের রাজার অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন।

লর্ড ক্লাইব

১৭৫৯ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫০০ শত গোরা ও ২৫০০ সিপাহী সহ ক্লাইব কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগেই মুর্শিদাবাদ পৌছিলেন। তথায়, নবাবকে আশ্বাস প্রদান ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া ক্লাইব ও ছোট নবাব মীরণ ১৩ই মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পৌছিল যে, সাজাদা কর্ম্মনাশা পার হইয়া পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এবং রাজা রামনারায়ণ সাজাদার সহিত যোগদান করিয়াছেন। এ সংবাদে ইংরাজ পক্ষ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ক্লাইব তদ্দণ্ডেই রামনারায়ণকে তিরস্কার করিয়া

পত্র দিলেন। কিন্তু, পত্রোত্তরে, রামনারায়ণ জানাইলেন যে, সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং প্রাণপণে তিনি পাটনা রক্ষা করিবেন। ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ।

পাটনার নবাব, রাজা রামনারায়ণের ব্যবহার

প্রকৃতপক্ষে, রামনারায়ণ দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সম্ভবতঃ, রামনারায়ণ ক্লাইবের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন এবং সময়াতিপাতের জন্য নানাছলে সাজাদার মনস্তুষ্টি করিতে ছিলেন। ইহা ভিন্ন রামনারায়ণের গত্যন্তরও ছিল না। পাটনা সুরক্ষিত ছিল না; সৈন্য সংখ্যা অত্যল্প এবং রামনারায়ণ মুর্শিদাবাদ দরবার বা ইংরাজদিগের নিকট হইতেও কোন সংবাদ পান নাই। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়ট সাহেবের মত চাওয়াতে, আমিয়ট উত্তর দিলেন যে, যদি সময় মত সাহায্য পৌছে, তবে তিনি কুঠীতে থাকিবেন, নতুবা, তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। রামনারায়ণ যতদিন পারেন, ততদিন সাজাদাকে প্রতারণা করিতে থাকুন এবং অবশেষে যাহা তিনি ভাল বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে, রামনারায়ণ মিরজাফর ও ক্লাইবকে যত শীঘ্র সম্ভব পাটনা পৌছিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে সাজাদার নিকট দূত প্রেরণ করিতেও ক্রটী করিলেন না।

সাজাদা কর্ম্মনাশা পার হইয়াছেন এই সংবাদ পাটনা পৌছিবা মাত্র, আমিয়ট ও কুঠীর অন্যান্য সাহেবগণ পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া রামনারায়ণ সাজাদার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার যথোপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা হইল। তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করা হইল এবং সাজাদা তাঁহাকে বেহারের শাসনকর্ত্তার পদে বাহাল রাখিলেন। কিন্তু, চতুর রামনারায়ণ ভুলিবার পাত্র ছিলেন না।

রামনারায়ণের চতুরতা

শিবিরে অবস্থান কালীন সাজাদার সৈন্যাবলীর ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণে তাঁহার প্রতীয়মান হইল যে, সাজাদার পক্ষাবলম্বন কিছুতেই সমীচীন হইবে না। তিনি কয়েকদিন ছাউনিতে অতিবাহিত করিয়া পাটনায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সাজাদার সৈন্য পাটনার সম্মুখীন হইলেও তিনি নানাছলে আরও কয়েক দিন কাটাইয়া দিলেন। এদিকে, নৌরোজ উৎসবের জন্যও সাজাদার কয়েকদিন বিলম্ব হইল। পরিশেষে, রামনারায়ণ যখন ক্লাইব ও ছোট

নবাবের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, তখন, তিনি প্রকাশ্যভাবে সাজাদার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। বাদসাহী সৈন্য নগর-আক্রমণে বিফল-মনোরথ হইয়া নগর অবরোধ করিল, কিন্তু, কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে ক্লাইব-প্রেরিত এক দল সৈন্য পাটনায় পৌছিল। সাজাদা, তখন পাটনা অবরোধ ও গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করিয়া পাটনা ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত ফরাসী বীর ল'র সাক্ষাত হওয়াতে ল সাজাদাকে পাটনা প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, ইতিমধ্যে সাজাদার সৈন্য মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ ঘটিয়াছিল। মহম্মদ কুলী খাঁর অনুপস্থিতে সুজাউদ্দৌলা এলাহাবাদ পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং মহম্মদ কুলী খাঁ এই সংবাদে এলাহাবাদ পুনরধিকারের জন্য সেখানে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন। এই সকল কারণে কেহই আর সাজাদার পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহিলেন না। কামদার খাঁ ও পালোয়ান সিং স্ব স্ব জমিদারীতে প্রস্থান করিলেন, মহম্মদ কুলী খাঁ এলাহাবাদ অধিকারে বিফল মনোরথ ও বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলেন। সাজাদা এরূপ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিনীতভাবে ক্লাইবের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

পাটনার যুদ্ধ

সাজাদার সৈন্যের অবস্থা

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, দ্বিতীয় আলমগীর "অবাধ্য পুত্রকে" বন্দী করিবার জন্য, মিরজাফরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। ক্লাইব ইচ্ছা করিলে, এক্ষণেই আলি গোহারকে বন্দী করিতে পারিতেন, কিন্তু, তিনি উহা সমীচীন বোধ করিলেন না। ক্লাইব কয়েক সহস্র মুদ্রা সাজাদার নিকট প্রেরণ করিলেন। সাজাদাও ছত্রপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে সাজাদার প্রথম অভিযান ব্যাপার শেষ হইল।

সাজাদার প্রত্যাবর্ত্তন

এই অভিযানে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হইলেও সাজাদার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সম্ভব ছিল না। পরামর্শদাতারও অভাব ছিল না। কামদার খাঁ অনবরতই সাজাদাকে উৎসাহ দিতেছিলেন। এই সময় সাজাদা এক অপ্রত্যাশিত সাহায্যও পাইলেন। ছোট নবাব মীরণ কয়েকজন আফগান সেনাপতিকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আসালৎ খাঁ ও দিলীর খাঁ প্রতিহিংসা-সাধন মানসে সাজাদার সহিত যোগদান করিলেন। সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া সাজাদা কর্ম্মনাশা নদী পার হইলেন এবং এই সময়ে অন্য আর একটী ঘটনায় তাঁহার অভিযানের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

আমরা প্রাসাঙ্গিক ভাবে দিল্লীর তৎকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার উজীরের হস্তে বন্দী ও ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। উজীর অযোধ্যার নবাবকে ও রোহিলাগণকে শাসন করিবার জন্ত মহারাষ্ট্রা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, উজীরের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মহারাষ্ট্রাগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে সংবাদ পৌছিল যে, দুরন্ত আহাম্মদ আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সকল ঘটনায় ও সংবাদে নৃশংস উজীর হতভাগ্য আলমগীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল। কর্ম্মনাশা নদী তীরে সাজাদার নিকট এই সংবাদ পৌছিল।:

আলমগীরের মৃত্যু

সংবাদ পৌছিবামাত্র সাজাদার পাত্রমিত্রগণ তাঁহাকে দিল্লীর বাদসাহ বলিয়া অভিবাদন করিলেন এবং আলিগোহর সা আলাম বা পৃথিবীপতি নাম ধারণ করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উজীরত্ব প্রদান করিলেন। সুজাউদ্দৌলা সসম্মানে এই অভিনব পদটী গ্রহণ করিয়া নবীন সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শাসনকর্ত্তৃগণও বাদ পড়িলেন না। রোহিলাধ্যক্ষ নাজিরউদ্দৌলাকে খেলাৎ ও আমির উল ওম্‌রা উপাধি প্রেরিত হইল এবং অন্যান্য যে সকল সামন্ত সা আলমকে সাহায্য করিয়াছিলেন বা করিতেছিলেন এবং যাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল, সকলেই কিছু না কিছু উপাধি পাইলেন। আহাম্মদ সাহ আবদালীর নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করা হইল।

বাদসাহ সা আলম

প্রকৃতপক্ষে, পলাতক "অবাধ্য সন্তান" আলিগোহর ও বর্ত্তমান "পৃথিবীপতি" উপাধিধারী সা আলম একই ব্যক্তি হইলেও উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে দিল্লীর তক্ত সা আলমেরই প্রাপ্য। অযোধ্যার প্রবল পরাক্রান্ত নবাব প্রকাশ্য-ভাবে সা আলম দত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করাতে ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অনেকেই সা আলমের পক্ষে যোগদান করিতে লাগিলেন। কামদার খাঁ পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ সা আলমের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন।

১৭৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই বাদসাহী সৈন্য পাটনা পৌছিল। এদিকে ক্লাইব বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই কর্ণেল কালিয়দের অধীনে তিন শত গোরা সৈন্য, একদল গোলন্দাজ, ৬টী কামান, ও এক হাজার সিপাহী মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ সনের ২৬শে

ডিসেম্বর এই সৈন্যবাহিনী মুর্শিদাবাদ পৌছিলে, ক্লাইব আরও দুই শত গোরাসৈন্যকে কলিকাতা হইতে এই দলের সহিত যোগদান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ছোট নবাব মীরণের অধীনে নবাবী ফৌজ প্রেরণের ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। অর্থাভাব বশতঃ কিছু অসুবিধা হইলেও, শীঘ্রই পঞ্চদশ সহস্র নবাবী সৈন্য ও ২৫টী কামান, ১৭৬০ সনের ১৮ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইল।

নবাবী ও ইংরাজসৈন্য পৌছিবার পূর্ব্ব হইতেই রামনারায়ণ প্রস্তুত হইতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী জমিদার বর্গের সাহায্যে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং কাপ্তেন কোক্রেনের সৈন্য সহ তিনি সা আলমের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সা আলমের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিরস্ত থাকিতে তিনি নবাবের উপদেশ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করাতে রামনারায়ণের সাহস বৃদ্ধি হইল। তিনি বাদসাহী সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, মুসিমপুর প্রান্তরের যুদ্ধে রামনারায়ণ জয়লাভ করিতে পারিলেন না। কামদার খাঁ, দিলীর খাঁ এবং আসালৎ খাঁ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, যখন দিলীর ও তাঁহার ভ্রাতা আসালৎ প্রচণ্ড বিক্রমে রামনারায়ণী সৈন্যকে হঠাইতে ছিলেন, তখন পালোয়ান সিং ও মোরাদ খাঁ নবাবী পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, বাদসাহী পক্ষে যোগদান করিল। ইহাই রামনারায়ণের পরাজয়ের প্রধান কারণ। কিন্তু, তত্রাপি রামনারায়ণ ও তাঁহার সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন কোক্রেনের অধীনস্থ সৈন্যও রামনারায়ণকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। দিলীর ও আসালৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের বাঞ্ছনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, কিন্তু, কামদার খাঁর আক্রমণে রহিম খাঁ ও মুরলীধর বন্দী হইলেন। কোক্রেনের অধীনস্থ সৈন্যগণ রামনারায়ণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সম্মুখ যুদ্ধ

সা আলম বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে হত ব্যক্তিগণের সমাধির আদেশ প্রদান করিলেন। এই ব্যাপারে অত্যধিক সময় অতিবাহিত হইল। যদি যুদ্ধাবসানে নবীন বাদসাহ সত্বর পাটনা আক্রমণ করিতেন তবে সহজেই পাটনা করতলগত হইত। এদিকে রাজা রামনারায়ণ আহতাবস্থায় ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্ববারের ন্যায়

পাটনা-অবরোধ

বাদসাহ সমীপে দূত প্রেরণ করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। বাদসাহ নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী কালিয়দ ও নবাবী সৈন্য পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল।

২২শে তারিখে কালিয়দ নিকটবর্ত্তী দুইটী গ্রাম অধিকার করিয়া তথায় একদল সিপাহী রাখিলেন। বাদসাহী সৈন্য একদল সিপাহীকে আক্রমণ করিলে, কালিয়দ তথায় গোরাসৈন্য ও কামান প্রেরণ করিলেন। নবাবী সৈন্যের মধ্যস্থলে গোরা সৈন্য ও উভয় পার্শ্বে সিপাহী সৈন্য সমাবেশ করা হইল। বাদসাহী সৈন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নবাবী সৈন্য আক্রমণে উদ্যত হয়। প্রথম শ্রেণীতে দাউদ খাঁ তুরাণী এবং লক্ষ্ণৌয়ের গোলামী সা অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণী কামদার খাঁর অধীনে, এবং তৃতীয় শ্রেণী স্বয়ং বাদসাহের অধীনে ছিল।

মীরণের সৈন্য উত্তমভাবে সমাবিষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, যুদ্ধের প্রারম্ভেই মীরণের গোলন্দাজী সৈন্য কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইংরাজের প্রচণ্ড গোলাঘাতেও বিন্দুমাত্র কাতর না হইয়া বাদসাহী অশ্বারোহী মীরণের সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নবাবী সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উদ্যোগ করায় মেজর কালিয়দ বাদসাহী সৈন্যের পার্শ্ব-দেশ আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বাদসাহী সৈন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহারা পলায়ন করিল। মাত্র চারি ঘণ্টাব্যাপী সের পুরের যুদ্ধে সা আলম পরাজিত হইয়া আট ক্রোশ দূরে বেহারে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে মীরণ গলদেশে আহত হইয়াছিলেন বলিয়া নবাবী সৈন্য আর সা আলমের পশ্চাদ্ধাবনের অবকাশ পাইল না।

সা আলমের পরাজয়

সা আলম পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপথে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। এ সংবাদে সেখানে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিশেষতঃ, এই সময় পূর্ণিয়ার নবাব খাদেম হোসেন বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহার সহিত মিট-মাট হইবামাত্র নূতন এক শত্রু দেখা দিল। একদল মহারাষ্ট্রী সৈন্য অগ্রসর পূর্ব্বক মেদিনিপুরের শাসনকর্ত্তা কুশল সিংকে পরাজিত করিয়া, তাহারা বাদসাহের সাহায্যার্থ উপস্থিত এইরূপ প্রচার করিল। বস্তুতঃ, মহারাষ্ট্রাগণ লুণ্ঠনের সুবিধার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। যাহাহউক, কুশল সিংকে পরাজিত করিয়াই মহারাষ্ট্রাগণ হুগলি ও কলিকাতা আক্রমণ করিল এবং বাদসাহ মুর্শিদাবাদ পৌছিলে তাঁহার সহিত যোগদানের ব্যবস্থাও করিল।

সাজাদার মুর্শিদাভিমুখে যাত্রা

কলিকাতার কৌন্সিল এবং মুর্শিদাবাদের দরবার ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার সৈন্য-বৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল এবং বৰ্দ্ধমানেও সৈন্য প্রেরিত হইল। নবাবী ও ইংরাজ সৈন্যকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া বাদসাহ শীঘ্রই মুর্শিদাবাদ পৌছিবেন, এই সংবাদে নবাব কিংকৰ্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বাদসাহের নিকট নিজ বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার গতি-রোধে কোনরূপ চেষ্টা করিবেন না এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাব এ সংবাদ কলিকাতা কৌন্সিলকে জানাইলেন না বটে, কিন্তু, কৌন্সিলের আদেশে অবশেষে তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

এদিকে বাদসাহের পশ্চাতে পশ্চাতে নবাবী ও ইংরাজের ফৌজ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহের ভুল বশতঃ কালিয়দের অধীনস্থ ইংরাজ ও নবাবী সৈন্য ও মিরজাফরের সৈন্য একত্রীভূত হইল। কালিয়দ সেই সময়েই বাদসাহকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু, মিরজাফর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাদসাহ যদি সেই সময়ে নবাবী ফৌজ আক্রমণ করিতেন, তবে খুব সম্ভব জয়লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু, বাদসাহ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না এবং তিনি দামোদর পার হইয়া পুনরায় পাটনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কয়েকদিন নবাবী ফৌজ বাদসাহের প্রত্যাগমনের সংবাদ অবগত হইতে পারে নাই। কালিয়দ, এই সংবাদ পাইবা মাত্র কাপ্তেন নক্সের অধীনে একদল সৈন্য পাটনা রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন।

পাটনা অবরোধ

মহারাট্টা সৈন্য সহ বাদসাহ বেহার পৌছিলেন, ও ফরাসী ল তাঁহার সৈন্যদল সহ বাদসাহের সহিত যোগদান করিলেন। পরে, তাঁহারা পাটনা অবরোধ করিলেন। এবার অবরোধের ভার ল সাহেবের উপর অর্পিত হইল। দুর্গমধ্যে, রামনারায়ণ, শেতাভ রায় এবং ডাক্তার ফুলারটনের অধীনে কুঠীর সাহেব ও সিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ল সাহেব পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব হইতে নগর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃত-কাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু, জিয়ান উল আবাদ খাঁ নামক বাদসাহের এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন।

তত্রাপি রামনারায়ণ যে আর অধিক দিন দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবেন, সেরূপ ভরসা ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ কালিয়দ কর্ত্তৃক প্রেরিত কাপ্তেন নক্স এই সময় উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন নক্স ১৩ দিনে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং সৈন্যদের প্রোৎসাহিত করিবার জন্য

নিজেও সমস্ত পথ পদব্রজে আসিয়াছিলেন। নদী পার হইয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত এই সৈন্যবাহিনী পাটনায় পৌছিলে রাম নারায়ণ ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল আশ্বস্ত হইলেন। রাত্রিকালেও অক্লান্ত-কর্ম্মা নক্স অন্য দুই জন ইংরাজ সৈন্যের সহিত বাদসাহী সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং, তৎপরদিন যখন বাদসাহী সৈন্য দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রায় আরাম উপভোগ করিতেছিল, তখন কামদার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। কামদার খাঁ এই আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। সুদক্ষ নক্স কামদার খাঁর পতাকা, কামান ও সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যাদি সহজেই অধিকার করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই প্রকার শত্রুর সন্নিকটে থাকা সমীচীন নহে বুঝিয়া কামদার খাঁ পাটনা হইতে দূরে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং সা আলমও পাটনা অবরোধের আশা পরিত্যাগ করিয়া গয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নক্সের বীরত্ব

বিদ্রোহী খাদেম হোসেন

ইতিমধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হোসেন বাদসাহের সহিত যোগদান-মানসে অগ্রসর হইতে ছিলেন। নক্স এই সংবাদ অবগত হইয়া খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। রামনারায়ণ এই সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; কিন্তু, শ্বেতাভ রায় নক্সের সহিত যোগদান করাতে তাঁহারা রাত্রিযোগে খাদেম হোসেনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পথভ্রষ্ট হইলেও নক্স ও শ্বেতাভ রায় সামান্য আট শত পদাতিক, তিন শত অশ্বারোহী ও ৫টী কামান সহ, দশ সহস্র পদাতিক, ছয় সহস্র অশ্বারোহী এবং ৩০টী কামানের অধিকারী খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হইলেন না। হোসেনী সৈন্য এই মুষ্টিমেয় সৈন্যগণকে ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু, ছয় ঘণ্টার যুদ্ধেও তাহাদিগের কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। অবশেষে, যুদ্ধক্ষেত্রে ৪০০শত মৃত সৈন্য, ৩টী হস্তী এবং ৮টী কামান রাখিয়া হোসেনী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ইংরাজ-পক্ষে মাত্র কয়েকজন গোরা ও সিপাহী প্রাণত্যাগ করিল। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরাজপক্ষীয় সিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, এই যুদ্ধে ইংরাজ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে প্রকৃতই অপরাজেয় তাহারই প্রমাণ দিয়াছিলেন।

নক্স খাদেম হোসেনের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কাঁলিয়দ ও মীরণ আসিয়া পৌছিলেন। মীরণের তৎপরতার অভাবে

ইংরাজ খাদেম হোসেন বা তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি আটক করিতে পারিলেন না। যাহাহউক, ২রা জুলাই মীরণ বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কয়েকদিন এই সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইল; কিন্তু, এরূপ অবস্থায় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন সমীচীন নহে বলিয়া মেজর কালিয়দ সসৈন্যে পাটনায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরেই মীরজাফর পদচ্যুত ও মীরকাসেম বাঙ্গলার মস্‌নদে আসীন হইলেন।

মীরকাসেমের মস্‌নদ লাভ

ইতিমধ্যে সা আলম বিহারে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি দাউদনগর ও গয়ায় সৈন্যনিবাস স্থাপন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজ বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন। কামদার খাঁ, রাজা ভুনিয়াদ সিং এবং অন্যান্য কয়েকজন জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ১৭৬১ সনের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে নবাবী সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া বানোরা নদীর তীরস্থ সুয়ান গ্রামে পৌছিল। নদীর অপর পারে বাদসাহী সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। ইংরাজ ও নবাবী সৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর কার্ণাক বাদসাহী সৈন্য আক্রমণ করিলে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বাদসাহের হস্তী আহত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মাহুতও এই সময়ে হত হয়; সুতরাং হস্তীকে দমন করিবার কোনই উপায় রহিল না। দলপতির এই দশায় বাদসাহী সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন-পর হইল। কেবল মেজর ল ও তাঁহার অধীনস্থ ১৩।১৪ জন সেনানী এবং পঞ্চাশ জন সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ইঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন। মেজর কার্ণাক, কাপ্তেন নক্স ও অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাদের সাহসে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, প্রাণ থাকিতে তাঁহারা তরবারী পরিত্যাগ করিবেন না। মেজর কার্ণাক এই সকল বীর পুরুষের জীবন-রক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় ইঁহাদিগকে বন্দী করিয়া সসম্ভ্রমে ছাউনিতে আনয়ন-পূর্ব্বক বন্ধুভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেন।

সুয়ানের যুদ্ধ

বাদসাহের পরাজয়

বাদসাহ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় পাটনাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুয়ানের যুদ্ধের পর কার্ণাক শ্বেতাভ রায়কে বাদসাহের শিবিরে সন্ধির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামদারের চক্রান্তে শ্বেতাভ রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্বেতাভ রায় প্রস্থানের কালে সা আলমকে পরিষ্কারই বলিয়া আসিলেন যে, বাদসাহের

পক্ষে এক্ষণে সন্ধি করাই সমীচীন ছিল ; পরে, এরূপ সুবিধামত সর্ত্ত তিনি পাইবেন না। ২৯শে জানুয়ারী বাদসাহ নিজ বক্সী ফয়জুল্লা খাঁকে মেজরের নিকট সন্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন। কুচক্রী কামদার খাঁকে পদচ্যুত না করিলে মেজর কিছুই করিতে পারিবেন না, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলে বাদসাহ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সৈন্য ইতি-মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাদসাহের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা বাদসাহী সৈন্যকে আক্রমণ করিলে বাদসাহী সৈন্য পলায়ন করিল।

গত্যন্তর না দেখিয়া সা আলম কামদার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী কার্ণাকের সহিত সাক্ষাত করিলেন। তিনি ৭ই, ইংরাজ শিবিরে পৌছিয়া অভ্যর্থিত হইয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন এবং নিরাপদ হইবার জন্য ইংরাজ শিবিরের সন্নিকটে নিজ ছাউনি ফেলিলেন। কলিকাতা হইতে যতদিন সংবাদ না পৌছে, ততদিন বাদসাহ দৈনিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রা পাইবেন স্থিরীকৃত হইল। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া কার্ণাক ও বাদসাহ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় পৌছিলেন।

বাদসাহের বৃত্তি

পাটনায় পৌছিবার পর, বাদসাহ তাঁহার নামে মুদ্রা ও খোৎবা প্রচারের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বিনীত ভাবে দৈনিক আরও কিছু বেশী করিয়া টাকা প্রার্থনা করিলেন। কার্ণাক কলিকাতা হইতে না জানিয়া সম্রাটের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না বলিলেন ; কিন্তু, সম্রাটের কাতর নিবেদনে দৈনিক বৃত্তির হার তিনশত টাকা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

মীরকাসেমের বাঙ্গালার মসনদ প্রাপ্তির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মীরকাসেম আলি খাঁ প্রথমতঃ বাদসাহের সহিত সাক্ষাতে অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু, মেজর কার্ণাকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধে ১২ই মার্চ্চ তারিখে পাটনার ইংরাজ-কুঠীতে বাদসাহের সহিত দেখা করিলেন। বাদসাহ কুঠীর হলঘরে পৌছিলে, মেজর কার্ণাক, ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ম্যাকগীয়ার সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজকর্ম্মচারিগণ বাদসাহকে কুর্ণীস করিয়া নজর প্রদান করিলেন। নবাব মীরকাসেম আলিও উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে ১০০১ মোহর এবং এক শত এক পাত্র পূর্ণ মুক্তা, শাল প্রভৃতি উপহার দিলেন। বাদসাহের এক পার্শ্বে মেজর কার্ণাক ও ম্যাকগিয়ার সাহেব এবং অন্যদিকে মীরকাসেম আসন গ্রহণ করিলেন। মীরকাসেম বাদসাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা কর প্রদানের

বাদসাহ ও মীরকাসেম

অঙ্গীকার করিলে সা আলম মীরকাসেমকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ আলাপনের পরে দরবার ভঙ্গ হইল।

সা আলম এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু, ইংরাজ-কোম্পানী এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে এবং দিল্লী অধিকারে সাহায্য স্বীকার না করায়, বাদসাহ সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতির পরামর্শে জুন মাসে পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে মীরকাসেম বাদসাহকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিলেন এবং মেজর কার্ণাক কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত তাঁহার সহগামী হইলেন। কর্ম্মনাশার অপর পারে সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কয়েক দিন লক্ষ্ণৌ বাস করিয়া, বাদসাহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদসাহ ও সুজাউদ্দৌলা

দুঃখের বিষয় তাঁহার ভাগ্যে দিল্লীর সিংহাসন লাভ ঘটিয়া উঠিল না। অধিকন্তু, পূর্ব্বতন উজীর, দ্বিতীয় আলমগীরকে যেরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুজাউদ্দৌলাও সা আলমের সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার সিংহাসন বিপর্য্যয়-ব্যাপার হইয়া গেল। মীরকাসেম আলি খাঁ পদচ্যুত হইয়া অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলার সহিত যোগদান করিয়া, ইংরাজ দমনে বৃথা প্রয়াস পাইলেন। বক্সার ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

মীরকাসেমের পলায়ন

বক্সার যুদ্ধের পর বাদসাহ ইংরাজের নিকট গৃহ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি মেজর মনরো এ বিষয়ে কলিকাতা কৌন্সিলের অনুমতি না পাইলে কিছুই করিতে পারিবেন না, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। বাদসাহের আবেদনের প্রত্যুত্তরে কৌন্সিলের সদস্যগণ ডিসেম্বর মাসে মেজর মনরোকে সম্মতি সূচক পত্র দিলেন। এই পত্রের মর্ম্মানুযায়ী ১৭৬৪ সনের ২৯শে ডিসেম্বরে বাদসাহ বলবন্ত সিংহের জমিদারী ব্যতীত অযোধ্যার অন্যান্যাংশ সনন্দ দ্বারা ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদান করিলেন।

কিন্তু, এই সনন্দ আবার পরিবর্ত্তন করিতে হইল। মীরকাসেমের সহিত বিবাদের সংবাদ পাইয়াই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইবকে

ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সনের ৩রা মে, ক্লাইব কলিকাতা পৌছিয়া পূর্ব্বতন সন্ধি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

এতদুদ্দেশ্যে ক্লাইব বাদসাহের সহিত সাক্ষাত করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রার্থনা করিলেন। অবশ্যই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ক্লাইবের পট্টাবাসে সা আলম বাৎসরিক ২৬ লক্ষ মুদ্রার জন্য সনন্দ দ্বারা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদান করিলেন। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরাজই রাজা হইলেন।

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধিপতি

যে বিপ্লবাগ্নি দুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধূমিত হইতেছিল, সেই বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। সকলেই বুঝিলেন যে, এই অপরাজেয় জাতির সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ করা বৃথা। বিধাতার ইচ্ছা যে, এই জাতিই রাজা হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আপামর সাধারণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন। সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই ইচ্ছা যে, ইংরাজের সুশাসনেই দেশে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হইবে; দস্যু-তস্কর দেশ হইতে দূরীভূত হইবে; শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি সাধন হইবে; এবং, সকল দিকেই, সকল ভাবেই, সকল প্রকারেই এক সার্ব্বজনীন শান্তির সুখময় ক্রোড়ে ভারতবাসী বাস করিবে। তাই, ইংরাজের স্বার্থের সহিত ভারতবাসীর স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ইংরাজের মঙ্গলেই ভারতবাসীর মঙ্গল এবং তাই মহামতি লর্ড কার্জ্জনের কথায় বলিতে হয়:—

সুশাসন ও শান্তি

"We are ordained to walk here in the same track together for many a long day to come. You cannot do without us. We should be impotent without you. Let the Englishman and the Indian accept the consecration of a union that is so mysterious, as to have in it something of the divine and let our common ideal be a united country and a happier people."

তাই আমাদের পরম প্রীতিভাজন, প্রজাবৎসল, ন্যায়বান রাজরাজেশ্বর তাঁহার রাজকীয় ঘোষণায় বলিয়াছেন:—

"আমরা যে আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যকে গভীর স্নেহের

চক্ষে দেখিয়া থাকি, এবং ইহার সুখ সমৃদ্ধির বিষয় যে নিয়ত চিন্তা করি ও করিতে থাকি, তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি।”

সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন !!!

সম্পূর্ণ।

PRINTED AT THE MOHES PRESS BY UPENDRA NATH ROY,
10, SHAMA CHARAN DAY'S STREET, CALCUTTA AND
PUBLISHED BY MESSRS SAMADDAR BROS. MORADPUR (PATNA).

' The Bengali Language has made great progress under British Rule and its further development should be regarded as one of the duties of the State Universities. "

(Report of the Dacca University Committee.)

A new Bengali work in 25 Volumes

BY

Prof. JOGINDRA NATH SAMADDAR, B. A.,
F. R. E. S., F. R. HIST. S., M. R. S. A.

Price Rs. 50 for Subscribers
Payable in instalments.

MORADPUR P. O.,
(PATNA)
May, 1913.

DEAR SIR,

One of the main, if not the most important, sources of Indian History, is the accounts of **Foreign Travellers.** So far, no systematic attempt has been made to place before the Bengali-reading public, a connected series of the accounts of these writers who throw such a flood of light on the History of India. To remove this want,—so far as it lies in one's power—Professor Jogindra Nath Samaddar who has been working on these accounts for more than five years is trying to bring out in **25 Volumes** this veritable world of treasure, to be called সমসাময়িক ভারত (*Shamashamayika Bharat.*)

The entire series will be divided into **four Kalpas,** as follows :—

1. **The first Kalpa** consisting of **Seven Volumes** will treat of the accounts of Greek and Roman writers. The introduction of the **first Volume** (which will be out on the 1st of June) has been written by the well-known linguist, Pundit **Amulya Charan Vidyabhusan. Mr. Nogendra Nath Basu Prachya-Vidyamaharnab** will write the introduction to the **second Volume** (which will be published on the 15th of June), while **Pundit Durgadas Lahiri** writes the introduction to the **third Volume** (to be out on the 15th of July) and **Prof. Radha Kumud Mookerjee** to the **fourth Volume** which has also been sent to the press. The introduction to the other 3 Volumes will be also written by eminent *litterateurs.*

2. The **second Kalpa** in 4 Volumes will treat of the **Chinese Travellers** and this portion will be fully illustrated. The illustrations have been selected by Profs. Jadu Nath Sirkar and Radha Kumud Mookerjee. Prof. Samaddar has obtained the necessary sanction from **The Hon'ble The Secretary of State for India, The Government of India, the Government of Bengal, The Clarendon Press, Mr Vincent Smith** and other authorities for the reproduction of many valuable copyright pictures. The volumes, we can assure the reading public, will be unique in their character in as much as the illustrations alone will cost over Rs. 2000. **Rai Bahadur Sarat Chandra Das** will write the introduction to Fa-hien and Sungyan, **Mahamahopadhya Dr. Satish Chandra Vidyabhusan** to Hieuin Tsiang and that of I-tsing by **Srijut Gunalankar Mahasthavir.** It may be added here that **Sir T. N. Palit** and the late **Mr. J. Ghosal** four years ago first encouraged the author to undertake this portion.

3. The **third Kalpa** will be on the **Mahomedan accounts** and here we have been fortunate enough to secure the kind help of **Prof. Jadu Nath Sirkar** who has arranged for us the bibliography and will also write an introduction to one of the

---

volumes of the series. The **Hon'ble Nawab Syed Nawabali Choudhury Khan Bahadur** will kindly write an introduction to another Volume and there will be 3 more volumes in addition to these two, which are in active preparation.

4. The **fourth Kalpa** of 8 Volumes will be on the **European travellers,** 3 of which are ready for the Press.

Each Volume besides introductions will have a separate index of its own, while the 25th Volume will be a complete index of the 24 preceding Volumes.

Such, in short, is our plan of campaign. We may add that the first Volume of the first Kalpa was submitted to the **Hon'ble Dr. Justice Sir Asutosh Mookerjee** who was pleased to go through it and help the author with valuable suggestions. He has also been pleased to accept the dedication of the first Volume and has written the following appreciative letter to Prof. Samaddar.

SENATE HOUSE, CALCUTTA,
29, Oct. 1912.

MY DEAR SAMADDAR,

I am very pleased to read what you have sent ; it will do very well.

Please accept the greetings of the season.

Yours Sincerely,
(*Sd.*) ASUTOSH MOOKERJEE.

The Hon'ble Maharaja Bahadur of Cossimbazar, immediately on receipt of the plan sent a sum of money to enable the author to commence printing. He has also very generously promised to bear the entire cost of one of the Volumes, accept its dedication, and also to substantially help the author in the publication of the series. **The Hon'ble Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan** has also very kindly promised to purchase a number of sets of the work and to accept the dedication of one of the Volumes. In addition to the

---

gentlemen mentioned before, **The Maharaja of Susung, Dr. Sir Guroodas Banerjee, Hon'ble Dr. Deva Prosad Sarbadhikary** (representative of the University in the Bengal Council), **Mr. Vincent Smith, Mr. Sarada Charan Mitra** (President of the Bangiya Sahitya Parishad), **Rai Jadu Nath Mazoomdar Vedanta Bachaspati Bahadur** (Vice-President of the Madhya Vanga Bidvat Samiti), **Rai Jotindra Nath Choudhury** (Secretary, Bangiya Sahitya Parishad) **Babu Kisori Mohan Ray** (Zeminder, Pubna), and others are also encouraging the author in this laudable venture.

To avoid the difficulty of payment, for those who cannot pay in a lump we propose to realise the price in instalments. Thus Rs. 10 with the 1st Volume (2, 3, & 4 will be sent free to subscribers when only postage and registration fees will be charged for); Rs. 10 with the 5th Volume (6, 7, 8, 9, & 10 as before), Rs. 10 with the 11th Volume (12, 13, 14, & 15 as before), Rs. 10 with the 16th (17,. 18, 19, & 20 as before) and Rs. 10 with the 21st (22, 23, 24, & 25 as before).

All the Volumes will be printed on 35lbs double crown Antique Paper and bound in cloth. A specimen page is enclosed herewith. Arrangements have been made with an electric machine press for the printing of the subsequent Volumes and we can assure our patrons, that the get up &c. of the subsequent Volumes will be superior to the 1st Volume from which the specimen is taken. We have also arranged with a respectable firm of paper merchants to supply paper so that as far as possible, one uniform sort will be used in all the subsequent Volumes.

We are confident that in this herculean task we shall not be denied the patronage of the Government, as well as of the landed magnates and the educated gentry of the country.

Calcutta address:—HILTON & Co.,
109, COLLEGE STREET.
Oxford:—B. H. BLACKWELL,
BROAD STREET.

We are, Dear Sir,
Yours Obediently,
MESSRS. SAMADDAR BROS.
Publishers.

DAS GUPTA & O.—Printers.